NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ৯০ বছর পূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ

আরজি কর কাণ্ডে ফাঁসির দাবিতে আরামবাগে শিক্ষক আন্দোলন ৫

কলকাতা ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২০ ভাদ্র ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৮৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 6.9.2024, Vol.18, Issue No. 88 8 Pages, Price 3.00

৯ সেপ্টেম্বর প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য স্তরে প্রশাসনিক বৈঠক করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার, ৯ সেপ্টেম্বর নবান্ন সভাগৃহে এই বৈঠক হবে। ওই বৈঠকে মন্ত্রিসভার সব সদস্য, সবকটি দপ্তরের সচিব-সহ বিশেষ সচিব পর্যায়ের সকলে উপস্থিত থাকবেন। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, এডিজি আইন-শৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা, কলকাতা পুলিশের নগরপাল বিনীত গোয়েলকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও ভার্চুয়ালি সব জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের উপস্থিত থাকার কথা।

'অপরাজিতা'-র কপি পাঠানো হচ্ছে মোদি-শাহকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভায় ধর্ষণ রুখতে পাশ হওয়া অপরাজিতা বিলের কপি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও পাঠানো হচ্ছে। এই বিল দ্রুত কার্যকর করতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে চিঠিও দিয়েছেন। মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় সর্বসম্মতি কর্মে গৃহীত হয়েছে অপরাজিতা নারী ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধনী) বিল। বিলটিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও পকসো আইনেরও কয়েকটি ধারা সংশোধন করে কঠোরতর বিধি যুক্ত করা হয়েছে। ওই বিল বুধবারই নিয়মমাফিক রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।

খাদে গাড়ি, মৃত ৪ জওয়ান

গ্যাংটক, ৫ সেপ্টেম্বর: পাহাড়ি রাস্তায় পিছলে ৭০০ ফুট গভীর খাদে পড়ল সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি। প্রাণ হারালেন চার জওয়ান। পশ্চিমবঙ্গের পেডং থেকে সিক্ক রুট ধরে জুলুক যাচ্ছিল সেনাবাহিনীর গাড়িটি। সিকিমের পাকিয়ং জেলায় হয় এই দুর্ঘটনা। ভারতীয় সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতেরা হলেন প্রদীপ প্যাটেল, ডব্লু পিটার, নাইক গুরসেব সিংহ, সুবেদার কে থাঙ্গাপাণ্ডি। প্রদীপ ছিলেন গাড়ির চালক। তিনি মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। পিটার মণিপুরের বাসিন্দা। গুরসেব হরিয়ানার এবং থাঙ্গাপাণ্ডি তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। চালক-সহ চার জনই পশ্চিমবঙ্গের বিনাগুড়ি ইউনিটের সদস্য।

শ্রেয়ার পথে লোপাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের আবহে মন ভালো নেই রাজ্যবাসীর। এই অবস্থায় গান-বাজনা করার মতো বা উপভোগ করার মতো মানসিক অবস্থা কারোরই নেই। এই অস্থির অবস্থায় তাই নিজের প্রোগ্রাম বাতিল করলেন শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র। এর আগে শ্রেয়া ঘোষাল রাজ্যে নিজের কনসার্ট বাতিল করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়ে। এবার সেই পথ অবলম্বন করলেন লোপামুদ্রা।

জোড়া আসনে মনোনয়ন ওমরের

শ্রীনগর, ৫ সেপ্টেম্বর: প্রথমে শোনা গিয়েছিল ভোটে লড়বেন না ওমর আবদুল্লা। এরপর জোড়া আসনে লড়ার সিদ্ধান্ত। গন্ডেরবল থেকে আগেই মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন ওমর। বৃহস্পতিবার বাদগাম আসন থেকেও মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তিনি। ওমর বলেন, 'দিল্লির সঙ্গে লড়াই করে আমাদের নিজেদের সত্তাকে ফিরে পেতে হবে। সামনে বাধা আসবে। বিজেপি আমাদের ভোট ভাগাভাগি করার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাদের গলার জোরকে দমানো যাবে না।'

সেমিনার রুম চত্বর সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিল সন্দীপ ঘোষই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের ঘটনায় যে দিন মামলার দায়িত্বভার হাতে পায় সিবিআই, ঠিক তার আগেই 'প্লেস অফ অকারেন্স' অর্থাৎ সেমিনার রুম চত্বর সংস্কারের নামে ভাঙা হয়। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চার তলার সেমিনার হল এখন এই মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে। ঘটনাস্থল যেখানে, সেই ঘর আর তার পাশের ঘর ভাঙতে হঠাৎই উদ্যোগী হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ! হঠাৎ কেন এই উদ্যোগ বা কার নির্দেশেই এই ভাঙার কাজ শুরু হয় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষ সূত্রে খবর মিলছে, সেমিনার রুম চত্বর ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-ই।

সামনে এসেছে পিডব্লুউডি-কে দেওয়া পারমিশন লেটার। চিকিৎসকদের অন ডিউটি রুম-শৌচাগার ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। সেই নির্দেশনামায় সই রয়েছে সন্দীপের। আর নির্দেশনামা ১০ অগস্টের। তিলোত্তমা খুন হন ৮ অগস্ট মধ্যরাতে। তাহলে কীভাবে এত বড় ঘটনার পর ভাঙার নির্দেশ দিলেন সন্দীপ তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

আরজি করের সেমিনার রুম কার নির্দেশে ভাঙা হয়েছে, সে প্রশ্ন ওঠে আদালতেও। নির্দেশনামায় দেখা যাচ্ছে, সন্দীপ ঘোষ পূর্ত বিভাগের সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেখানে এত বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তারপর কীভাবে ক্রাইম সিন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

নির্দেশনামায় উল্লেখ করা রয়েছে, ১০ অগস্ট প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিল্ডিংয়ে যে বৈঠক হয়েছিল, সেখানে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তভ নায়েকের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই মতো নির্দেশ দিয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও নির্দেশনামার বয়ান এমনভাবে রয়েছে, যাতে সন্দীপ ঘোষ বন্দুক রাখছেন স্বাস্থ্যভবনের কাঁধেই।

সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যেই সিবিআই উল্লেখ করেছে, প্লেস অফ অকারেন্স থেকে তথ্য প্রমাণ লোপাট হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্লেস অফ অকারেন্স ভাঙার নির্দেশও সম্পর্কিত। আদালতে ইতিমধ্যেই বিষয়টি উল্লেখ করেছে সিবিআই।

এই প্রসঙ্গে আন্দোলনকারী চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, 'ঘটনাটি ঘটার পর থেকে ধামাচাপা দেওয়ার যে চেষ্টা, তথ্য প্রমাণ লোপাটের যে চেষ্টা, সন্দীপ ঘোষ-সহ পুরো সিন্ডিকেট। যারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রাজ চালিয়ে আসছিলেন, যে নামগুলো সামনে আসছে, তাঁরা প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত। আমরা প্রথম থেকে দাবি করেছিলাম, কলেজ কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

সাসপেন্ড চিকিৎসক বিরূপাক্ষ এবং অভীক

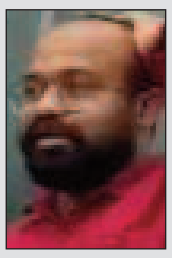

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস এবং প্রাক্তন আরএমও অভীক দেকে সাসপেন্ড করল স্বাস্থ্য ভবন। অভিযোগ, তাঁরা দু'জনেই আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের 'ঘনিষ্ঠ'। বিরূপাক্ষ এবং অভীকের বিরুদ্ধে মেডিক্যাল কলেজে 'দাদাগিরি'-র অভিযোগও উঠেছে। পাশাপাশি, আরজি কর-কাণ্ডের পর ঘটনাস্থলে অভীকের উপস্থিতি নিয়েও একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। এমনকি, অভীকের এসএসকেএমের পিজিটি পাওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল একাধিক চিকিৎসক সংগঠন। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবনের তরফে বিবৃতি দিয়ে দুই চিকিৎসককে সাসপেন্ড করার কথা জানানো হয়েছে। নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করার কথাও বলা হয়েছে। অভীককে সাসপেন্ড করে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্বাস্থ্য ভবন, সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর শুনানির পরবর্তী দিন ৯ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর: আরজি কর মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে হওয়ার কথা ছিল গত ৫ সেপ্টেম্বর। কিন্তু সে দিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ না বসায় শুনানি পিছিয়ে যায়। অবশেষে ওই মামলার শুনানির নতুন দিন জানাল শীর্ষ আদালত। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি হবে।

সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানির দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ। বৃহস্পতিবার ওই শুনানি হওয়ার কথা ছিল। সকলে শুনানির জন্য আশা করে ছিলেন। শুনানির আগের দিন বুধবার রাতে তাই নানা প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজনও করেছিলেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু বুধবার সন্ধ্যায় হঠাৎ শীর্ষ আদালতের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ বসছে না।

আরজি কর মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশ হয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে গত ৯ অগস্টের পর থেকেই তাঁরা প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। বুধবার রাতে আলো নিভিয়ে মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানোর ডাক দেওয়া হয়েছিল। তাতেও সাড়া মিলেছে। রাত ৯টার পরে কলকাতা শহরের বিস্তীর্ণ অংশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। মোমের আলো জ্বেলে বিচারের দাবি জানিয়েছিলেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। আরজি কর থেকে আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকেরা শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেন। সেই মামলার শুনানি হবে আগামী সোমবার। নতুন তারিখ জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত।

অ্যাম্বুল্যান্সে শ্লীলতাহানি, অসুস্থ স্বামীকে ছুড়ে ফেলা হল রাস্তায়

লখনউ, ৫ সেপ্টেম্বর: মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টায় বাধা দেওয়ায় মহিলা ও তাঁর স্বামীকে অ্যাম্বুল্যান্স থেকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের সিদ্ধার্থনগর জেলায়। অভিযুক্ত অ্যাম্বুল্যান্স চালক ও তার সঙ্গীর বিরুদ্ধে। শ্লীলতাহানিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেই মহিলা এবং তাঁর অসুস্থ স্বামীকে অ্যাম্বুল্যান্স থেকে ফেলে দেওয়া হয়। সেই ঘটনার পরই আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে মৃত্যু হয় মহিলার স্বামীর।

পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন মহিলার স্বামী। তাঁকে স্থানীয় বস্তি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করান মহিলা। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকেরা অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন। কিন্তু বেসরকারি হাসপাতালে স্বামীর চিকিৎসা করানোর মতো অর্থ ছিল না মহিলার। তাই বাধ্য হয়েই স্বামীকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

একটি অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করেন মহিলা। অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। অভিযোগ, মহিলাকে তাঁদের পাশে বসতে বাধ্য করেন চালক এবং তাঁর সঙ্গী। মহিলা অ্যাম্বুল্যান্সের সামনের আসনে বসেন। কিছু দূর যাওয়ার পরই চালক এবং তাঁর সঙ্গী মহিলার শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। মহিলা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেই তাঁর উপর চড়াও হন চালক এবং সঙ্গী। মহিলার অসুস্থ স্বামীর অক্সিজেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার পর দু'জনকেই অ্যাম্বুল্যান্স থেকে ঠেলে রাস্তা ফেলে দেন চালক এবং তাঁর সঙ্গী। গুরুতর জখম হন মহিলার স্বামী। তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। মহিলা ওই জায়গা থেকেই তাঁর ভাইকে ফোন করে ঘটনাটি জানান। মহিলার ভাই পুলিশকে বিষয়টি জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মহিলা এবং তাঁর স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালের পথেই মৃত্যু হয় মহিলার স্বামীর।

এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধেও গাফলতির অভিযোগ তুলেছেন মহিলা। অভিযুক্তদের ধরতে তারা কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে বলে দাবি অভিযোগকারিণীর। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়তেই লখনউ উত্তর পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি জিতেন্দ্র দুবে জানিয়েছেন, গাজিপুরে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্স চালক এবং তাঁর সঙ্গীকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।

সিপির মেডেল ফিরিয়ে নিতে আবেদন শুভেন্দুর

চিঠি রাষ্ট্রপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এবার চিঠি লিখলেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের কাছ থেকে মেডেল ফিরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই মর্মে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তিন পাতার চিঠি লিখে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পুলিশ মেডেল ও একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে প্রাপ্ত মেডেল ফিরিয়ে নেওয়ার আর্জিও জানান শুভেন্দু। প্রসঙ্গত, কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাট-সহ একাধিক অভিযোগেও ইতিমধ্যে সরব হতে দেখা গিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীকে। আরজি করের আন্দোলনকারীদের পাশাপাশি বিনীত গোয়েলের অপসারণের দাবিও করে আসছেন বিরোধী দলনেতা। শুধু তাই নয়, আরজি কর ইস্যুকে হাতিয়ার করে পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এনেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা পৃথক দুটি চিঠির প্রতিলিপি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারী জানান, 'আরজি কর কাণ্ডের প্রাথমিক তদন্তে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের ভূমিকা নিন্দনীয় এবং লজ্জাজনক। তথ্যপ্রমাণ লোপাট এবং হাসপাতালে হামলার ঘটনায় তাঁর ভূমিকায় যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে।' শাসকের স্বার্থে তদন্তে অন্তর্ঘাতের চেষ্টা করেছেন বিনীত গোয়েল। মর্যাদাপূর্ণ সম্মানের যোগ্য নন তিনি। সেই কারণেই দুটি মেডেলই পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হোক বলে দাবি শুভেন্দুর।

সরকারি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান নিয়ে মুখ খুললেন ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে প্রতিবাদে শাসক প্রদত্ত পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রাপকেরা। শিক্ষক থেকে নাট্যব্যক্তিত্ব, এই তালিকা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। এই প্রতীকী প্রতিবাদের আবহে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান নিয়ে শিক্ষক দিবসে প্রথম নীরবতা ভাঙলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি একাধারে নাট্যব্যক্তিত্বও। সরকার প্রদত্ত পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন কয়েক জন নাট্যব্যক্তিত্বও। তাঁদের উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'নাটকের পুরস্কার যাঁরা ত্যাগ করেছেন, তাঁদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। তাঁদের অধিকার আছে। শুধু এটুকু বলব, যিনি নাট্য নির্দেশকের পুরস্কার ত্যাগ করেছেন, তিনি বামফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন। তার পরেও নাট্য অ্যাকাডেমি তাঁকে পুরস্কৃত করেছে।' পুরস্কার ফেরানোর সিদ্ধান্ত একেবারেই ব্যক্তিগত বিষয়, তাই তা নিয়ে এর চেয়ে বেশি গভীর আলোচনায় যেতে নারাজ শিক্ষামন্ত্রী। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'প্রত্যেকেরই পুরস্কার ত্যাগ করার অধিকার আছে। তাঁরা করতেই পারেন। শুধু এটুকু বলব, এর পরে দেশে কোনও ঘটনা ঘটলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রেও যেন তাঁরা এমন আচরণ করেন।' শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ব্রাত্য নিজে সরকারের অংশ। তাই নিজের দিকে নিজের আঙুল তোলার বিষয়টির অর্থ নেই বলেই মনে করেন। তিনি বলেন, '২০০৬-০৭ সালে আমার রাজনৈতিক পরিচিতি ছিল না। ২০১১ সাল থেকে আমার রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি হয়েছে। ফলে আমাকে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। যে আন্দোলন চলছে, তাতে আমার স্বর আছে। আন্দোলনের আঙুল প্রশাসনের দিকে উঠছে। আমি প্রশাসনের অংশ, আমি কী করে নিজেই নিজের দিকে আঙুল তুলব। প্রতিবাদের ভাষা শোনারও লোক লাগে। আমরা শুনছি।'

১৬ তারিখ পর্যন্ত ধর্মতলায় ধর্না চালাতে পারবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপিকে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্নার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে ২৯ অগস্ট থেকে আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে ধর্নায় বসেছিল বিজেপি। বৃহস্পতিবারই ছিল ধর্নার শেষ দিন। ওই গত ৯ অগস্ট সকালে আরজি করের জরুরি বিভাগের চার তলার সেমিনার হলে এক চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে খুন এবং ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। বিজেপি রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তুলে প্রতিবাদ শুরু করে। শ্যামবাজারে ধর্নায় বসতে চেয়েছিল বিজেপি। তারা অভিযোগ করে, কলকাতা পুলিশ অনুমতি দেয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। গত ২০ অগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট টানা পাঁচ দিন কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেয় বিজেপিকে। ওই পাঁচ দিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ধর্না কর্মসূচি চালানো যাবে বলেও জানিয়েছিল হাই কোর্ট। ২৮ অগস্ট বিজেপি রাজ্যে বন্ধের ডাক দিয়েছিল। এর পর ২৯ তারিখ থেকে আবার ধর্মতলায় কর্মসূচি শুরু করে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফার দাবি তোলে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। বৃহস্পতিবার ধর্মতলায় ধর্নার শেষ দিন ছিল। ওই দিনই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। ধর্মতলায় নিজেদের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি চায়। বিচারপতি ভরদ্বাজ ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেই ধর্নার অনুমতি দিয়েছেন।

তেলঙ্গানায় খতম ৬ মাওবাদী

অমরাবতী, ৫ সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার তেলঙ্গানার জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে ভয়ংকর গুলির লড়াই বাঁধে মাওবাদীদের। এই অভিযানে খতম হয়েছে ৬ মাওবাদী। তবে এই সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুই জওয়ান। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে দুজনের। এঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আরজি করের ঘটনায় কামদুনির ছায়া দেখছেন টুম্পা, কাঠগড়ায় তুললেন বিনীত গোয়েলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কামদুনি মামলাতেও বিনীত গোয়েলই তদন্ত করেছিলেন, দোষীরা ছাড়া পেয়ে গেছে, বিনীত সহ মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ কামদুনির টুম্পার। রাজ্য জুড়ে আরজি কর হত্যাকান্ডের বিচার চেয়ে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে প্রতিবাদী জনসমাজ। ঠিক তারই মধ্যে বৃহস্পতিবার হাওড়ায় নাগরিক সমাজের ডাকে ডুমুরজলা স্টেডিয়াম থেকে অরাজনৈতিক প্রতিবাদী এক বিশাল মশাল মিছিলে পা মেলালেন কামদুনির প্রতিবাদী মুখ টুম্পা কয়াল। মিছিল থেকেই কলকাতা পুলিশের সিপি ও মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দেগে টুম্পা অভিযোগ করে বলেন, 'কামদুনি কান্ডের যে তদন্ত হয়েছিল, তাতে দোষীরা আজ মুক্ত। সেই একই আশঙ্কা করছি আরজি কর কাণ্ডের তদন্তর ক্ষেত্রেও। বর্তমানে সিবিআই আরজি কর কান্ডের তদন্ত করলেও প্রথম কয়টা দিন রাজ্য সরকারের পুলিশি তদন্ত করেছে।' আর সেই তদন্ত নিয়েই তিনি সরাসরি অভিযোগ করলেন বর্তমান কলকাতার সিপি বিনীত গোয়েলের দিকেই। টুম্পা কয়াল বলেন 'কামদুনি মামলায় বিনীত গোয়েল তদন্ত করেছিলেন এবং সেই তদন্তের ভিত্তিতে হাইকোর্টে দোষীরা ছাড়া পেয়ে গেছে। এই যে সিপি আরজি করের ক্ষেত্রেও একই কথা বলেছেন। এই মামলাটা পুরো কামদুনির পথে যাচ্ছে। কারণ কামদুনিতে যেভাবে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আরজি করের একই দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ১৪ আগস্ট রাতে আরজিকরে কলকাতা পুলিশ থাকার সত্বেও তাণ্ডব চালানো হয়েছে শুধুমাত্র প্রমাণ লোপাটের জন্য।'

মুখ্যমন্ত্রীর নতুন আইন প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'রাজ্যের বুকে তো একটা ধর্ষণ নয় কামদুনির পরে গাইঘাটা, হাসখালি, প্রত্যেকটা জায়গায় ধর্ষণ হয়েছে তখন মনে পড়েনি? নতুন আইন আনা দরকার! রাজ্যের আজকে কেন মনে পড়ছে? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কামদুনির দোষীরা বেকসুর খালাস হয়ে গেছে।' টুম্পা এই মশাল মিছিল থেকে বার্তা দেন এই মশাল জ্বালিয়েছে আমাদের রাজ্যের নারীরা নিজেদের সুরক্ষা ও তিলোত্তমার জন্য যতদিন না বিচার পাচ্ছি।

অপরাজিতা আইন কার্যকর করার আগাম প্রস্তুতি নবান্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় পাশ হওয়া অপরাজিতা বিল কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে রাজ্য সরকার। কবে ওই বিল আইনে পরিণত হবে সেই অপেক্ষায় বসে না থেকে পুলিশ কর্মীদের প্রশিক্ষণ-সহ নতুন আইন কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় সব রকম প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরাজিতা বিল পাশ হয়েছে গত মঙ্গলবার। সেই বিল রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠানোও হয়েছে। এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার নবান্নে আইনমন্ত্রী-সহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ছাড়াও বিকেলে নবান্নে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক রাজীব কুমার, কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল। বৈঠকের আলোচ্য বিষয় নিয়ে সরকারিভাবে কিছু না জানানো হলেও প্রস্তাবিত বিলের বাস্তবায়ন নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ওই বিলে সংযুক্ত ধারা গুলি কার্যকর করতে পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকদেরও আলাদা করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এখন থেকেই ওই প্রশিক্ষণ শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনটাই খবর নবান্ন সূত্রে।

অশোক লেল্যান্ড এর সঙ্গে মউ স্বাক্ষর বন্ধন ব্যাঙ্কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রাহকদের জন্য যানবাহন ফাইন্যান্সিং-এর সুবিধা প্রদান করতে দেশের অন্যতম বাণিজ্যিক যানবাহন নির্মাতা অশোক লেল্যান্ডের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করল বন্ধন ব্যাঙ্ক। এরফলে বন্ধন ব্যাঙ্ক এবং অশোক লেল্যান্ড উভয়ই তাদের গ্রাহকদের জন্য বিশেষ আর্থিক সমাধান প্রদান করতে সক্ষম হবে বলে মনে করছে বন্ধন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অশোক লেল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট এবং হেড এমএইচসিভি সঞ্জীব কুমারের উপস্থিতিতে, এই মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি হয়। এছাড়াও ছিলেন রাজিন্দর বাব্বর, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং চিফ বিজনেস অফিসার, বন্ধন ব্যাঙ্ক এবং কে. এম. বালাজি, সিএফও, অশোক লেল্যান্ড। এই অংশীদারিত্বের ফলে, বন্ধন ব্যাঙ্ক অশোক লেল্যান্ডের গ্রাহকদের সম্পূর্ণ আর্থিক সমাধান প্রদান করতে সক্ষম হবে। গ্রাহকদের পছন্দ অনুযায়ী সহজ মাসিক কিস্তিতে যানবাহন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে, গ্রাহকের চাহিদা পূরণের দিকে গুরুত্ব দেবে। এই কৌশলগত বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, বন্ধন ব্যাঙ্কের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং চিফ বিজনেস অফিসার রাজিন্দর বাব্বর বলেন, 'বন্ধন ব্যাঙ্ক অশোক লেল্যান্ডের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নির্বিঘ্ন যানবাহন ফাইন্যান্সিং-এর সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত।

এই অ্যাসোসিয়েশন বাণিজ্যিক যানবাহন গ্রাহকদের বিভিন্ন আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে এই সহযোগিতা আমাদের প্রসারকে ত্বরান্বিত করতে এবং বাণিজ্যিক যানবাহন বিভাগে ব্যবসার বৃদ্ধিকে সমর্থন করার জন্য উপযুক্ত বিকল্পগুলি সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।'

শিক্ষক দিবসে বাটি হাতে ভিক্ষা করে প্রতিবাদ জানাল শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসের দিন হাওড়া স্টেশন ও বাসস্ট্যান্ড চত্বরে বাটি হাতে ভিক্ষা করতে দেখা গেল শিক্ষকদের। ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানকারী চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের একাংশ বৃহস্পতিবার হাওড়া স্টেশন ও বাসস্ট্যান্ড চত্বরে বাটি হাতে ভিক্ষা করে প্রতিবাদ জানালেন। তাঁদের দাবি, কেন্দ্র সরকারের সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অন্তর্ভুক্ত এই সকল শিক্ষকদের রাজ্যের কারিগরী দপ্তরের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। যদিও সেই নিয়োগটি চুক্তি ভিত্তিক এবং এজেন্সির মাধ্যমে তাঁদের পাওনা গন্ডা পেতে হয়। বিভিন্ন সরকারি ও সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষা প্রদানের কাজে তাঁরা নিযুক্ত। তাঁদের স্বল্প বেতনে বছরের পর বছর কাজ করানো হচ্ছে অথচ সামাজিক সুরক্ষার কোনো সুযোগ সুবিধাই পাননা। এছাড়াও, বিগত বেশ কয়েকমাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের পরেও কিছুমাস ছাড়া ছাড়াই নাকি তাঁদের পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরীক্ষার অজুহাতে শিক্ষকদের ছাঁটাই করা হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ২৯০০ জন এনএসকিউএফ-এর শিক্ষাকর্মী। অতীতে প্রায় ২১৮জন ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট ছাঁটাই করা হয়েছে। দাবি জানালেও প্রায় ৩৭ মাস হয়ে গেলেও তাঁদের পুনর্বহাল করা হয়নি। একদিকে অনিয়মিত বেতন, তার সঙ্গে কর্মহীন হয়ে পড়ার আতঙ্কে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত তাঁরা। এর আগে বহুবার তাঁরা তাঁদের দাবি নিয়ে সরকারের কাছে আবেদন জানালেও কোনো সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। শিক্ষিত হয়ে এভাবেই যদি যন্ত্রণার সাথে তাঁদের চলতে হয়, তার থেকে ভিক্ষা করা ভালো। তাই তাঁরা এদিন বাটি হাতে ভিক্ষা করতে পথে নামেন।

শিল্পোন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান হলেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান হলেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন বন্দনা যাদব। এর আগে নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে ছিলেন রোশনি সেন। বন্দনা যাদব শিল্প দপ্তরের সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন। এটি তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব। রোশনি সেনের হাতে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব আসার আগে বন্দনা যাদবই এই পদে ছিলেন। উল্লেখ্য, রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে আলাপন বন্দোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হবে বলেই, তাঁকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

শস্যবিমা প্রকল্পের সময়সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে শস্যবিমা প্রকল্পের সময়সীমা বাড়ানো হচ্ছে। খরিফ মরশুমে ধানের জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করার সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল। তা ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে বলে রাজ্যের কৃষি দফতর জানিয়েছে। কৃষকদের বিমার জন্য কোনও অর্থ দিতে হবে না। আরও বেশি সংখ্যক কৃষককে বিমার আওতায় আনতে আবেদনের সময়সীমা দু'সপ্তাহ বাড়ানো হল বলে জানানো হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২২৯৩ নং এফিডেভিট বলে Joyot Chattopadhyay S/o. Jyoti Prokash Chattopadhyay ও Major Jyot Chattopadhyay S/o. Jyoti Prakash Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২১৭৬ নং এফিডেভিট বলে Lokenath Bhattacharya S/o. Anadi Nath Bhattacharya ও Lokenath Bhattacharyay S/o. A. Bhattacharyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২২৯৪ নং এফিডেভিট বলে Tarak Chandra Manna S/o. Krishna Chandra Manna ও Tarak Manna S/o. K. C. Manna সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Anowar Hossain Mondal, S/O. Bakkar Mandal যা আধার কার্ডে আছে। ভুলবশত SBI, Daltanpur Branch-এ আমার নাম Saiad Anwoar, S/O- RYH এবং আমার EPIC কার্ডে বাবার নাম Abubakkar Mondal আছে। গত ইং ১৬/০৭/২০২৪ ডোমকল SDEM কোর্টের এফিডেভিট বলে Anowar Hossain Mondal এবং Saiad Anwoar, S/O.- Bakkar Mandal এবং RYH এবং Abubakkar Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

LIC পলিসি নং 426876588 এতে আমার নাম Kata Sk, পিতা-Salam Sk আছে। গত ইং ২৪/০৭/২০২৪ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Nasir Sk পিতা-Salam Sk নামে পরিচিত হলাম। Kata Sk এবং Nasir Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২২৯৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Sil ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anil Kumar Sil ও A. Sil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি তারাপদ মন্ডল পিতা- বিজয় মন্ডল এল.আর খতিয়ানে আমার নাম Tarapada Kanthale আছে ২৯-৭-২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিট Tarapada Mondal ও Tarapada Kanthale উভয়ে একই ব্যক্তি হইলাম।

নাম-পদবী

আমি সুফল মন্ডল পিতা- বিজয় মন্ডল L.R. খতিয়ানে আমার নাম সুফল মন্ডল কাঠালে আছে। সেল ডিডে সুবল মন্ডল আছে। ২৯/০৭/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Sufal Mondal ও Sufal Mondal Kanthale ও Subal Mondal সকলে একই ব্যক্তি হলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **পার্থ মুখোপাধ্যায়,** পিতা - স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাং- সোমড়াগড়ী, পোঃ - ইলছোবা - মন্ডলাই, থানা - পাভুয়া গত ইংরাজীর ২০২৩ সালে ৪৯১৪/২০২৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে পাভুয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত স্বর্গীয় **মহেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের** উত্তরাধিকারীগনের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (যাহার নং - 2380/2023) **উৎপল মুখোপধ্যায়** এর নিকট হইতে ৩০নং জে.এল. ভূক্ত গুতড়া মৌজায় হাল ৯৩, ৬১১ নং দাগ, ৩৪নং জে.এল. ভুক্ত নগরডাঙ্গা মৌজায় হাল ৫৯০/১০২৪ নং দাগ খরিদ করিয়া ভোগ দখল করিতেছেন। উক্ত দাগ নং এর জমি নাম পত্তনের জন্য B. L. & L. RO PANDUA BLOCK অফিসে আবেদন করিয়াছেন, তাহা উপরোক্ত নং আমমোক্তারের দাতাগণকে অবগত করিলাম। আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে উপরোক্ত অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম মাফিক কার্য করা হইবে।

প্রদীপ্ত ব্যানার্জ্জী (এ্যাডভোকেট),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্ত্তী** পিতা ৺সন্তোষ কুমার চক্রবর্ত্তী সাকিম কৈলাস নগর, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123 বিগত ইং- 04/03/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 2512/2024 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে **শ্রী বাবুল চন্দ্র সাহা,** পিতা মিন্টু চন্দ্র সাহা, সাকিম ওলাইচন্ডিতলা, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে **শ্রী রাজীব দাস** পিতা ৺বেচু দাস সাকিম নলডাঙ্গা কলোনী, নারায়নপুর, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123 মহাশয়কে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 7113/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বালি, জে.এল. নং 9, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত, হাল এল. আর. 6012 খতিয়ানে, আর.এস. 1955 তথা হাল এল. আর. 2696 দাগে ভিটি জমি 1 কাঠা 07 ছটাক 13 বর্গফুট আমমোক্তার মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি খরিদান্তে **শ্রী রাজীব দাস** পিতা ৺বেচু দাস নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **দেবু ঘোষ ওরফে দেব কুমার ঘোষ,** পিতা - কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ সাকিম - উত্তর সিমলা কোদালিয়া ১, পো:- চুঁচুড়া আর.এস., থানা- চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০২। ...... **দাতা**

বিগত ইং - 17-02-2023 তারিখে A.D.S.R Chinsurah. অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-1345/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে মক্কেল **শ্রী স্বপন মন্ডল,** পিতা মনোরঞ্জন মন্ডল, সাকিম – মহেশপুর, পো:- সুগন্ধা, থানা - পোলবা, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং 16-04-2024 তারিখে A.D.S.R Chinsurah হুগলী অফিসে। I-3995/2024 নং দলিলমূলে ১) **শ্রী বিদ্যুৎ দত্ত,** পিতা - ৺বিধুভুষন দত্ত ২) **শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা দত্ত,** পিতা - বিদ্যুৎ দত্ত সাকিম - স্বপ্ননীড় হাউসিং কমপ্লেক্স, ব্লক -এ ১০৩ আঁখনবাজার, পো: - চুঁচুড়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০১, মহাশয়কে বিক্রয় করেন, **তপশীল** জেলা - হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, জে. এল. ১৬, হাল এল আর ৩৪৯৭ খতিয়ানে আর এস ২৩৮ ও এল আর ২৭৩ দাগে ১ আনায় জমি ০২ দুই কাঠা বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত খরিদা জমি ১) **শ্রী বিদ্যুৎ দত্ত,** পিতা – ৺বিধুভুষন দত্ত ২) **শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা দত্ত,** পিতা - বিদুৎ দত্ত নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল এ্যান্ড এল আর ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**তাপস কুমার মন্ডল (অ্যাডভোকেট)**
হুগলী জাজেস কোর্ট
ফোন নং - 9143316315

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমত্যা নিভা মিত্র, স্বামী- স্বর্গীয় হরেকৃষ্ণ মিত্র, গ্রাম- কুশপাতা, পোষ্ট ও থানা-ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর -এর একজন স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে।

আমার মক্কেল ঘাটাল থানা ও পৌরসভার অন্তর্গত জে.এল.নং- ১৪৫ অধীন "**কুশপাতা গোবিন্দপুর**" মৌজায় হাল পর্চ্চায় ৫১৮ নং খতিয়ানে সাবেক ৫১৩ তথা হাল ১১৪৮ নং দাগে ১/৪ শতক ভূমি I-3739/2002 নং দলিল মূলে আমার স্বামী খরিদ করেন, যাহা IV-24 of 2000 নং আমমোক্তার মূলে ঘাটাল রেজিষ্ট্রী অফিসে গৌরীবালা বসু, শোভারানী ঘোষ ও কানাইলাল মিত্র -এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনোরূপ অভিযোগ থাকিলে আগামী ০১ মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O. Ghatal অফিসে অভিযোগ দায়ের করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

তারিখ ঃ ০২/০৯/২০২৪

Haradhan Chakraborty
Advocate
Ghatal Civil &
Criminal Courrt
Regd. No.- F/518/557/2018

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, ১। **শ্রীমত্যা প্রণতি মুখোপাধ্যায়,** স্বামী - স্বর্গীয় জীতেন্দ্রনাথ মুখোপধ্যায়, ২। **প্রবীর মুখোপাধ্যায়,** ৩। **সুবীর মুখোপাধ্যায়,** ৪। **মিহির মুখোপাধ্যায়,** সকলের পিতা - স্বর্গীয় জীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাং - সোমড়াগড়ী, পোঃ - ইলছোবা - মন্ডলাই, থানা পাভুয়া গত ইংরাজীর ২০/০৯/২০২৩ তারিখে ৪৯১৩/২০২৩ ও ৪৯১৮/২০২৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে পাভুয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **স্বর্গীয় মহেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের** উত্তরাধিকারীগনের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (যাহার নং - 2380/2023) **উৎপল মুখোপধ্যায় ও স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের** উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে আমমোক্তার (যাহার নং-IV 187/2014) **পার্থ মুখোপাধ্যায়** গণের নিকট হইতে ৩০নং জে.এল. ভুক্ত গুতড়া মৌজায় হাল ৯৩, ৬১১ নং দাগ, ৩৪নং জে.এল. ভুক্ত নগরডাঙ্গা মৌজায় হাল ৫৯০/১০২৪নং দাগ এবং ৩৬নং জে.এল. ভুক্ত জামগ্রাম মৌজায় হাল ১৭৫নং দাগ খরিদ করিয়া ভোগ দখল করিতেছেন। উক্ত দাগ নং এর জমি গুলি নাম পত্তনের জন্য B.L & L.R.O. PANDUA BLOCK অফিসে আবেদন করিয়াছেন, তাহা উপরোক্ত নং আমমোক্তারগুলির দাতাগনকে অবগত করিলাম। আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে উপরোক্ত অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম মাফিক কার্য করা হইবে।

প্রদীপ্ত ব্যানার্জ্জী (এ্যাডভোকেট),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **শ্রী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ,** পিতা - জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, সাকিম ১২/১ কৈলাস বোস ২ বাইলেন, পো:- রামকৃষ্ণপুর, থানা শিবপুর, জেলা হাওড়া, পিন – ৭১১১০১ ...... দাতা

বিগত ইং 24-07-2019 তারিখে A.D.S.R Howrah অফিসে রেজিষ্টিকৃত IV0562/19 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী পার্থ ঘোষ,** পিতা – স্বর্গীয় হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাকিম - ১২/১ কৈলাস বোস ২ বাইলেন, পো:- রামকৃষ্ণপুর, থানা শিবপুর, জেলা হাওড়া, পিন - ৭১১১০১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং 05-09-2023 তারিখে A.D.S.R Chinsurah অফিসে। I-9496/2023 নং দলিলমূলে **শ্রীমতী অনুশ্রী ঘোষ,** স্বামী শুভময় ঘোষ, সাকিম ৪নং ইডেন পার্ক লেন, মানসপুর, পো: - মানসপুর, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১২৩, মহাশয়কে বিক্রয় করেন, **তপশীল** - জেলা- হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, মৌজা - দেবানন্দপুর জে. এল. - ৩, হাল এল আর ২০১৫ খতিয়ানে আর এস ৮২৯ ও এল আর ৮৯৩ দাগে তিন কাঠা পাঁচ বর্গফুট বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত খরিদা জমি **শ্রীমতী অনুশ্রী ঘোষ,** স্বামী শুভময় ঘোষ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল এ্যান্ড এল আর ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**তাপস কুমার মন্ডল (অ্যাডভোকেট)**
হুগলী জাজেস কোর্ট
ফোন নং - 9143316315

NOTICE

Power of Attorney

(i) Rekha Rani Das, W/o Sukhendra Nath Das, of Block- EA-10/1, Baguiati, P.O.- Rajarhat, P.S.-Gopalpur, Dist- North 24 pgs., **(ii) Reba Gupta,** W/o Niranjan Gupta of 45 Sreepally, P.O.- Purba Putiary, P.S.- Regent Park, Dist- South 24 pgs., **(iii) Sikha Tarafdar,** W/o Bidyut Kumar Tarafdar of 1C Charu Avenue, 81 Charu Market, P.O. & P.S.- Tollygunge, Dist- South 24 pgs., jointly appointed my client namely **Krishnendu Ghosh,** S/o Lt Gobinda Ghosh, of Goswami Malipara, P.S. Dadpur, Hooghly 712305 as their Lawful Attorney (General Power of Attorney Deed No. 10595/23) for schedule mentioned land and my client being the Attorney will sell the same land.

Schedule

Dist.- Hooghly, P.S.- Dadpur, Mouza-Talchinan Sanihati, J.L. No.- 66, L.R. Dag No.- 3433, 3595, empowered area- 46 & 44 decimals respectively. It is hereby inform to all that if anybody have any legal objection or right over that schedule land then he/she requested to take necessary steps within next 15 days.

Subhashis Debsarma
Advocate
Judges' Court, Chinsurah, Hooghly

E-TENDER

E- Tender invited by the Prodhan, Betai -I Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 09/5TH SFC (TIED)(1)/2024-25/BT-1/8e, dt. 02.09.2024 (REF:- 05/5TH SFC (TIED) (1)/2024-25/BT-1/4e dt. 10/07/2024)** Last date of submission **09.09.2024 up to 12p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

S/d- Prodhan,
Betai -I Gram Panchayat.

NOTICE

IN THE COURT OF THE LD. DISTRICT DELEGATE, HOOGHLY AT CHINSURAH

Act XXXIX Case No. 92 of 2023:

SRI NILMONI CHANDRA, Son of Late Kashinath Chandra, Resident of - 462A, Shyambabur Ghat, P.O. & P.S. – Chinsurah, Dist. - Hooghly, Pin- 712101, West Bengal ....**Petitioner**

Whereas the Petitioner, **NILMONI CHANDRA,** Son, of Late Kashinath Chandra, Resident of - 462A, Shyambabur Ghat, P.O. & P.S. - Chinsurah, Dist. Hooghly, Pin- 712101, W.B., has filed an application under Section 372 of the Indian Succession Act, 1925 (Act XXXIX of 1925) vide Case No. 92 of 2023 for granting Succession Certificate in his favour with respect to the Schedule mentioned Assets & Liabilities stands in the name of **SUBHRA CHANDRA,** W/o Late Kashinath Chandra, **who died intestate on 31/12/2016** and **KINGSUK CHANDRA,** S/o. Late Kashinath Chandra, **who died intestate on 10/09/2018,** both are resident of - 462A, Shyambabur Ghat, P.O. & P.S. - Chinsurah, Dist. - Hooghly, Pin- 712101, West Bengal. This Notice is issued to the interested persons and in case anybody has any objection for granting Succession Certificate under Section 372 of the Indian Succession Act, 1925 (Act XXXIX of 1925) in favour of the Petitioner, he/she can file objection/s to the same either herself/himself or through Ld. Advocate, within 30 days from the date of publication of this notice, failing which the application shall be decided in accordance with Law.

SCHEDULE

1.An amount of Rs. 2, 76,855.01/- (Rupees Two Lacs Seventy Six Thousand Eight Hundred Fifty Five) only plus accrued interest (if any) lying in joint savings Bank Account being A/c No. 01540104322377 of United Bank of India at present Punjab National Bank, Chinsurah Branch of Deceased **SUBHRA CHANDRA** and KINGSUK CHANDRA, 2. One self-fixed deposit amount of **Rs. 2.40,000.00/-(Rupees Two Lacs Forty Thousand) only plus accrued interest (if any)** lying in United Bank of India at present Punjab National Bank **A/c No. 0154102933571,** Receipt No. **CSP/1 (0965433,** Date of issue **14/09/2011** for 36 months) of **SMT. SUBHRA CHANDRA,** 3. One joint fixed deposit - **FDMTS** amount of **Rs. 2,00,000.00/- (Rupees Two Lacs) only plus accrued interest (if any)** lying in United Bank of India at present Punjab National Bank being **A/c No. 0154103003442**, Receipt No. **CSP/2 (0049684**, Date of issue **27/12/2012** for 36 months) of **SUBHRA CHANDRA and KINGSUK CHANDRA**, 4. One joint fixed deposit – **FDMTS** amount of **Rs. 1,40,000.00/- (Rupees One Lac Forty Thousand) only plus accrued interest (if any)** lying in United Bank of India at present Punjab National Bank being **A/c No. 0154103026221, Receipt No. EIH/1 (209552,** Date of issue **22/07/2013** for 24 months) of **SUBHRA CHANDRA and KINGSUK CHANDRA** 5. one joint fixed deposit - **FDMTS** amount of **Rs. — 6,00,000.00/- (Rupees Six Lacs) only plus accrued interest (if any)** lying in United Bank of India at present Punjab National Bank being **A/c No. 0154103137192,** of **SUBHRA CHANDRA and KINGSUK CHANDRA.**

On behalf of Petitioner
Sisir Saha
ADVOCATE

Charan Singh
SERESTADAR
District Delegate Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই সেপ্টেম্বর, ২১ শে ভাদ্র, শুক্রবার। তৃতীয়া তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত

(শুভ কর্ম - অন্নপ্রাশন, দীক্ষা, গাত্রহরিদ্রা, দেবতা গঠন, শিল্প বাণিজ্য শুভারম্ভ, সাধভক্ষন।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২০ ভাদ্র ১৪৩০ শুক্রবার

আমলা ও কর্মীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি আধিকারিক ও কর্মীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটির মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ডাইরেক্টরেট ও আঞ্চলিক পর্যায়ের কর্মী-আধিকারিকদের পদোন্নতি-সহ চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মন্ত্রী পর্যায়ের বিশেষ কমিটি গঠন করেছিল রাজ্য সরকার। ৬ মাসের মধ্যে ওই কমিটিকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। সেই সময়সীমা গত ১০ মার্চ শেষ হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিটির মেয়াদ আগামী বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানোর কথা জানিয়েছে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতি পর্যালোচনা করতে ১০ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির চেয়ারপার্সন করা হয়েছে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে। কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক, অর্থ এবং পূর্ত দফতরের প্রধান সচিবেরা ওই কমিটিতে রয়েছেন। সঙ্গে সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের তিন জন প্রতিনিধিকেও রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয় এবং অন্য রাজ্যের সচিবালয়ের কর্মীদের মতোই, রাজ্যের সচিবালয়ের কর্মীদের পদোন্নতির সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে এই কমিটি। ডিরেক্টরেট এবং আঞ্চলিক স্তরের সরকারি দফতরের কর্মীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা যাতে সমতুল হয় তা খতিয়ে দেখা হবে।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে সচিবালয়ে কর্মরত রয়েছেন দেড় শতাংশ। ডিরেক্টরেটে কর্মরত অবস্থায় রয়েছেন তিন শতাংশ এবং আঞ্চলিক অফিসে কর্মরত রয়েছেন ৯৫ শতাংশ। সচিবালয়ের কর্মীদের ক্ষেত্রে পদোন্নতির পরিসর অনেকটাই বেশি। অন্য দুটি ক্ষেত্রে তা কিছুটা সীমিত। জানা গিয়েছে, লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেকশন অফিসার এবং জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখবে সংশ্লিষ্ট কমিটি। এক্ষেত্রে তাঁদের পারফর্ম্যান্স রিপোর্টও খতিয়ে দেখা হবে। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারি কর্মীদের পদোন্নতি নিয়ে রাজ্য সরকারের সদর্থক পদক্ষেপের ইঙ্গিত আগেই পাওয়া গিয়েছিল। আর সেই লক্ষ্যে এই কমিটি গঠন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

সিবিআই হেফাজতে নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছেন সন্দীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২ সেপ্টেম্বর থেকে সিবিআই হেফাজতে সন্দীপ ঘোষ। আর্থিক অনিয়মের তদন্তে গ্রেফতার করা হয়েছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে। এরপর থেকে নিজাম প্যালেসের ১৪ তলার এমএসও বিল্ডিংয়ে কীভাবে সারাদিন-রাত কাটছে সন্দীপের? সূত্রের খবর, সিবিআই হেফাজতে জোরদার নিরাপত্তা রয়েছে তাঁর সেলের বাইরে। চারজন সিআরপিএফ মোতায়েন রয়েছে। তবে কিছুটা অস্থির এবং চিন্তায় রয়েছেন সন্দীপ ঘোষ। ঘুম নেই চোখে। সারারাত প্রায় জেগেই কাটাচ্ছেন। অন্তত ৭ দিন অর্থাৎ ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতেই থাকতে হবে তাঁকে। তবে আধিকারকিদের মতে, এটা স্বাভাবিক যে কখনও হেফাজতে বা জেলে সময় কাটায়নি, তাঁর মানিয়ে নিতে সময় লাগবে। সোমবার তাঁর গ্রেফতারের পরপরই সন্দীপ ঘোষ কালীপুজোর কথা উল্লেখ করে নিরামিষ খাবারের অনুরোধ করেছিলেন। সূত্রের খবর, কলকাতার বেলিয়াঘাটায় তাঁর বাড়ির কাছে একটি বালাজি মন্দিরে তিনি নিয়মিত দর্শনার্থী। তাঁর অনুরোধ মেনে নিরামিষ খাবারই দেওয়া হয়েছিল। পরে অন্য তিন অভিযুক্তের সঙ্গে সন্দীপেরও মেডিক্যাল টেস্ট হয়। সূত্রের খবর, আদালত থেকে ফিরে চুপচাপই রয়েছেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। এমনকি সে রাতেও ঘুম হয়নি তাঁর। পরদিন সকালে চা-বিস্কুট এবং প্রাতঃরাশ সারার পর তিন অফিসার জেরা শুরু করে। দুপুরের খাওয়ার আগে পর্যন্ত তা চলে। সূত্রের খবর, জেরায় আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত থাকার বিষয়টি

অস্বীকার করে সন্দীপ ঘোষ। প্রসঙ্গত, সন্দীপের বিরুদ্ধে গবেষণার জন্য অবৈধভাবে মৃতদেহ ব্যবহার, বায়োমেডিক্যাল বর্জ্যের অনুমোদিত বিক্রয় এবং যথাযথ দরপত্র ছাড়াই ঠিকাদারি দেওয়ার মতো বেশ কয়েকটি আর্থিক অনিয়ম সহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।

চিকিৎসকদের কাজে ফিরতে আর্জি বিধানসভার স্পিকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে খালি জাস্টিস চাই বললেই হয় না,' এমনটাই জানালেন রাজ্য বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের কাজে ফেরা নিয়ে আরও একবার আর্জি জানান তিনি। এদিন রাজ্য সরকারের আনা 'অপরাজিতা' বিল প্রসঙ্গেও মন্তব্য করতে শোনা যায় বিধানসভার স্পিকারকে।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই বিধানসভায় পাস হয়েছে এই বিল। বর্তমানে তা রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এদিন এ প্রসঙ্গে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সবাই ফাঁসি চাইছে। সঠিক সময়ে এই বিল এসেছে বিধানসভায়। কেন্দ্রের উচিত এটা গ্রহণ করা। আগে যদি কেন্দ্র করত তাহলে রাজ্যকে এটা করতে হত না। আশা রাখি রাজ্যপাল সম্মতি দেবেন।'

এরপরেই আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরা সম্পর্কে মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, 'মানবিক দিক বিচার করে এবার চিকিৎসকদের কাজে ফেরা উচিত। বিচার সবাই চায়। বিচার দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খালি জাস্টিস চাই বললেই হয় না। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জাস্টিস আসবে।' প্রতিবাদী নাগরিক সমাজ প্রসঙ্গে বিমানের মন্তব্য, 'নাগরিক সমাজ বলছেন। ছাত্র সমাজ বলছে। অথচ তারাই জেল থেকে বেরিয়ে সাধুবাদ জানাচ্ছে বিরোধী দলনেতাকে। সবাই বুঝতে পারছেন পেছনে কারা আছে।' প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় পাস হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশেষ বিল 'অপরাজিতা'। রাজ্যের আইনমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই 'অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল সংশোধনী বিল ২০২৪' পেশ করা হয়। যেখানে ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগে, অভিযুক্তদের দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করে চরম সাজা দেওয়া-সহ একাধিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

ব্রাত্য বসুর মন্তব্যে ব্যথিত আমি: চন্দন সেন

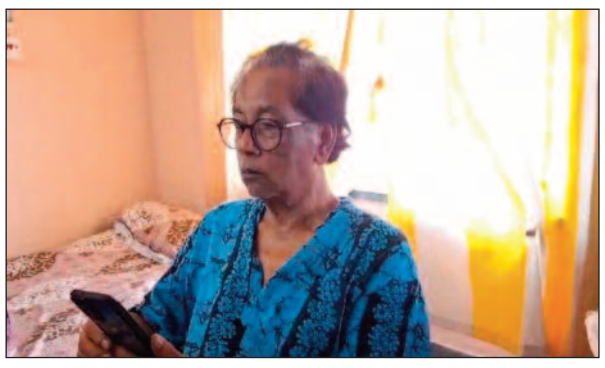

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে নাট্য জগতের শিল্পীরাও ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছেন। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে নাট্য জগতের অনেকেই সরকারের দেওয়া পুরস্কার ফেরাতে শুরু করেছেন। সম্প্রতি ব্যারাকপুরের বাসিন্দা প্রবীণ নাট্যকার চন্দন সেন রাজ্য সরকারের দেওয়া 'দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার' ফিরিয়ে দিতে সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিবের কাছে ইমেল পাঠিয়েছেন। এদিকে পুরস্কার ফেরানো নিয়ে কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। 'কেন্দ্রীয় স্তরে এমন ঘটনা ঘটলে, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের দেওয়া পুরস্কার ফেরাবেন তো?' নাট্য জগতের শিল্পীদের দিকে এমনই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। 'সরকারের পুরস্কার ফেরানো এক ব্যক্তি বামফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন' বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। ব্রাত্য বসুর এই মন্তব্যে ব্যথিত হওয়ার কথা জানালেন নাট্যকার চন্দন সেন। প্রবীণ নাট্যকার বলেন, তিনি বর্তমানে নাট্য চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছেন। সেটাই এখন তাঁর পরিচয়। কিন্তু কারও অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি করা ঠিক নয়। নাট্যকার চন্দন সেন আক্ষেপের সুরে বলেন, 'অতীতের রাজনৈতিক সত্তা নিয়ে ব্রাত্য কথা বলেছেন। আমি আঘাত পেলাম।' তাঁর সাফ জবাব, রাজনীতিবিদ ব্রাত্য বসুর কথার প্রত্যুত্তর দিতে তিনি চান না।

শ্লীলতাহানির চেষ্টা, মধ্যরাতে তুলকালাম যাদবপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবস্থান চলাকালীন মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা। তারই জেরে মধ্যরাতে তুলকালাম যাদবপুরে। এরপর অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেও, তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। এরপর মাঝরাতেই যাদবপুর থানার সামনে বসে শুরু হয় বিক্ষোভ। পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে যান আন্দোলনে সামিল হওয়া অভিনেত্রী সোহিনী সরকার, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, পরিচালক বিরসা দাশগুপ্তর মতো মুখ।

তিলোত্তমার বিচার চেয়ে পথে নামে শহরবাসী। চিকিৎসকদের ডাকে বুধবার রাতে পথে নেমেছিলেন সমাজের সকল স্তরের মানুষ। কার্যত বলা চলে, দ্বিতীয় রাত দখল ছিল এটি। গতবারের মতো এবারও যাদবপুরে অবস্থান হয়। আন্দোলনকারীরা গান, পথ নাটকের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের সুর তুলছিলেন। সেখানেই ছন্দ কাটে এক ব্যক্তির অভব্য আচরণে।

অভিযোগ, ওই ব্যক্তি জমায়েতের মাঝে মহিলাদের সঙ্গে অসভ্যতামি করছিলেন। এক মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। এরপরই প্রতিবাদীরা তাঁকে পাকড়াও করে এবং পুলিশের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ ওঠে যে ধৃত ব্যক্তিকে নানাভাবে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। পরে অবশ্য ধৃতকে যাদবপুর থানায় আনা হয়।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, যাদবপুরের মতো গড়িয়া ও পাটুলিতেও একই ঘটনা ঘটেছে। তাদের দাবি, পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু মানুষকে আন্দোলনে ঢুকিয়ে দিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি চেষ্টা করছিল। এই নিয়ে যাদবপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় আন্দোলনকারীরা। পুলিশকে উদ্দেশ্য করে হাওয়াই চটিও দেখানো হয়। এর পাশাপাশি যাদবপুর থানার সামনের ক্রসিংয়ে গোল করে বসে পড়ে আন্দোলনকারীরা। এদিকে আবার আন্দোলনে সামিল হওয়া সোহিনী সরকার, বিরসা দাশগুপ্ত, বিদীপ্তা চক্রবর্তীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁরা এসে থানায় ভিতরে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। যে মহিলার সঙ্গে শ্লীলতাহানির চেষ্টা হয়েছিল, তাঁকেও থানায় আনা হয়।

স্কুলের ক্লাস চলাকালীন আন্দোলন নয়: ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'স্কুলের তরফ থেকে আন্দোলন করতেই পারেন, কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু স্কুল চলাকালীন না করলেই হল।' আরজি কর কাণ্ডের আবহে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এমনটাই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

এর পাশাপাশি উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্রাত্য বসুর জবাব, 'আমাদের দিক থেকে যা করার আমরা সব কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছি। এবার পুরোটাই নির্ভর করছে বিচারকের ওপর। রাজ্যপাল প্রেরিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যারা বসে আছেন কেয়ারটেকার, আমি তাদেরকে বলব আপনারা ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে সিসিটিভি লাগানোর জন্য উদ্যোগ নিন। র‍্যাগিং থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।'

প্রসঙ্গত, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রতিবাদে মিছিলের কারণে হাওড়া জেলার তিনটি স্কুলকে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছে শিক্ষা দফতর। জেলা স্কুল পরিদর্শকের পাঠানো ওই নোটিসে অভিযোগ করা হয়েছে, পঠন-পাঠনের সময় পড়ুয়াদের নিয়ে মিছিল সংগঠিত হয়েছে যা শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের সমান। নোটিস পাওয়ার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছে, মিছিলটি স্কুল ছুটির পরে সংগঠিত হয়েছিল এবং কোনও শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী এতে অংশ নেননি। এই ঘটনাতেও সমালোচনার মুখে পড়ে সরকার। এরই মাঝে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা স্কুল পরিদর্শকের তরফে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয় যে, স্কুলের বাইরে কোনওরকম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না পড়ুয়ারা। শুধুমাত্র স্কুলশিক্ষা দফতরের আয়োজিত কোনও অনুষ্ঠানেই তারা যোগ দিতে পারবে। সেই নির্দেশিকা নিয়ে যেমন সমালোচনায় মুখর হয় শিক্ষক মহল।

জনস্বার্থ মামলায় রাজ্য গুরুত্ব দেয় না, হতাশ হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: জনস্বার্থ মামলায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। একইসঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এও জানানো হয়, রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর মামলা না হলে রাজ্য সরকার কোনও গুরুত্বই দিতে চায় না। এরই রেশ ধরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এও জানান, অন্য কোনও মামলায় রাজ্য সরকারের কোনও আইনজীবীই আসেন না।

সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার ছিল সেই মামলার শুনানি। মামলাকারী জানান, আলাদাভাবে তারা চিঠিও লিখেছিলেন। চিঠি দিয়ে সরকারি আইনজীবীকে আসতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তারপরও রাজ্যের তরফে এদিন কোনও আইনজীবীকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি।

নির্যাতিতার ছবিতে কুমন্তব্য, পদক্ষেপের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের নির্যাতিতার ছবি ব্যবহার করে কুমন্তব্যের অভিযোগে মামলা। এমন অভিযোগ আদালতে আসার পরই সিবিআইকে অভিযোগ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। এর পাশাপাশি আইনজীবী শুভব্রত চৌধুরী হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, নির্যাতিতার ছবি ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যমে কুমন্তব্য চালিয়ে যাচ্ছেন একদল যুবক। পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না।

বৃহস্পতিবার এই মামলা প্রধান বিচারপতির এজলাসে ওঠে। প্রধান বিচারপতি মামলাকারীর মন্তব্য খতিয়ে দেখে বলেন, 'যে ধরণের মন্তব্য আপলোড হয়েছে সেটা সমাজের কোন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।'

এরপরেই প্রধান বিচারপতি মামলাকারী অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন সিবিআই-এর জয়েন্ট ডিরেক্টরকে। মামলায় অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল জানান, সিবিআইয়ের সাইবার অপরাধের জন্য কোন আলাদা শাখা নেই। তাই কলকাতা পুলিশের সাইবার শাখাকে এবিষয়ে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হোক। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরের শুনানি।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে খাস কলকাতার একটি ভিডিয়ো। যেখানে দেখা যাচ্ছে, আর জি কর-এর নির্যাতিতাকে নিয়ে কুমন্তব্য করার জন্য মহিলা বাসযাত্রীরা রে-রে করে তেড়ে গেলেন এক পুরুষ যাত্রীর দিকে। ধর্ষণ এবং খুন নিয়ে নানা আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে ওই যুবকের বিরুদ্ধে। বাসের সেই ভিডিয়োও ইন্টারনেটে মারাত্মক ভাইরাল হয়।

রাজ্য চারুকলা পর্ষদ থেকে ইস্তফা শিল্পী সনাতন দিন্দার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য চারুকলা পর্ষদের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন শিল্পী সনাতন দিন্দা। বৃহস্পতিবার নিজের ফেসবুকের পাতায় সনাতন লেখেন, 'আমি সনাতন দিন্ডা। পিতা স্বর্গত শ্রী রতি কান্ত দিন্ডা, মাতা স্বর্গত শ্রীমতি পারুল দিন্ডা, বোন নিহত 'তিলোত্তমা' দিন্ডা। আদি নীবাস 'কুমারটুলী' আর. জি. কর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা। দীর্ঘ দিন 'রাজ্য চারু কলা পর্ষদে'র কার্যকারী সদস্য ছিলাম। দীর্ঘ অনুপস্থিত এবং আমার কোনো ভূমিকা সেখানে ছিল না। এখানকার সদস্য পদ থেকে নিজেকে মুক্ত করলাম।'

২০১১ সাল থেকে রাজ্য চারুকলা পর্ষদের সদস্য হন সনাতন। নিজের পোস্টে আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক-পড়ুয়াকে 'বোন' হিসেবে উল্লেখ করে ন শিল্পী। এই প্রসঙ্গে শিল্পী সনানত এও জানান,'আমার 'রক্তের সম্পর্কের বোন' ধর্ষিতা হয়ে খুন, আমি এর বিচার চাই। আমার 'বোন'-এরা কাঁদছে, 'মা'-এরা কাঁদছে! অথচ, চারুকলা পর্ষদের সদস্যরা নিশ্চুপ। নীরব। তাঁদের কোনও প্রতিবাদ নেই! তাঁদের নীরবতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাঁরা কী শান্তিতে বাড়িতে মুখ কুলুপ এঁটে বসে আছেন। কিন্তু আমি পারছি না। আমার 'বোন' আজ মৃত, আমার গায়ে আঁচ লেগেছে। ১৪ আগস্ট থেকে আমি রাস্তায়। যতদিন না বিচার পাব, স্বাভাবিক জীবনে ফিরব না।' একইসঙ্গে সনাতন এও জানান, 'আমি নিজের শিঁড়দাড়া সোজা করে যাতে বাঁচতে পারি, তাই চারুকলা পর্ষদের সদস্যদের সঙ্গ ত্যাগ করলাম।'

উল্লেখ্য, প্রাবন্ধিক ও লেখক আশিস লাহিড়ীও বুধবার 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' ফিরিয়ে দিতে চেয়ে রাজ্যের সচিবকে চিঠি দিয়েছেন। একই পথে হেঁটেছেন প্রাবন্ধিক তথা কবি শঙ্খ ঘোষের ভাই অভ্র ঘোষও।

পুজোর অনুদানের অডিটের নোটিস চাইল উচ্চ আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোতে গত কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন ক্লাবকে অনুদান দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। শুধু তাই নয়, এই অনুদানের অঙ্কও প্রতি বছর বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পুজো সংগঠনগুলির সম্মেলনে দাঁড়িয়ে ৮৫ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, আগামী বছর অনুদান বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হবে বলেও প্রতিশ্রুতিও দিতে শোনা যায় তাঁকে। তবে সব ছবি পাল্টাতে শুরু করেছে আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর থেকেই। এবার সেই অনুদান নিয়ে মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে।

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে গত কয়েকদিনে একের পর এক ক্লাব অনুদান ফিরিয়ে দিয়েছে। মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলির কয়েকটি ক্লাব ছাড়াও অনুদান ফেরানোর কথা ঘোষণা করেছে কলকাতার এক জনপ্রিয় ক্লাবও। আর এবার সেই অনুদান নিয়েই রাজ্যকে নোটিস দিতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট।

বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে অনুদান নিয়ে একটি মামলা হয়েছে। আবেদনে বলা হয়েছে, পুজোর অনুদান বেড়েছে, কিন্তু খরচের বিষয়ে সঠিকভাবে অডিট হচ্ছে না। অর্থাৎ অনুদানের টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে, আদৌ পুজোয় খরচ হচ্ছে কি না, সেই বিষয়ে কোনও নজরদারি নেই বলেই অভিযোগ জানানো হয়েছে। এই মামলার দ্রুত শুনানি চেয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এদিনের এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বলেন, 'অনেক ক্লাব নাকি অনুদান ফিরিয়ে দিচ্ছি!' অডিটের বিষয়ে রাজ্যকে নোটিস পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

বন্ধন ব্যাঙ্ক

বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
CIN: L67190WB2014PLC204622
নিবন্ধিত অফিস: DN 32, সেক্টর-V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-700091
টেলিফোন: (033) 66090909, ওয়েবসাইট: www.bandhanbank.com

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে বন্দন ব্যাঙ্ক লিমিটেড ('ব্যাঙ্ক')-এর রানাঘাট শাখা স্থানান্তরকরণ / স্থানান্তরিত হবে এবং নিম্নে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী নতুন প্রেমিসেসে চালু হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সংশ্লিষ্ট শাখার ক্ষেত্রে আইএফএসসি এবং এমআইসিআর-এ কোনো পরিবর্তন হবে না।

শাখার নাম এবং বিদ্যমান ঠিকানা	শাখার নাম এবং প্রস্তাবিত নতুন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা থেকে পরিচালনার অস্থায়ী তারিখ
রানাঘাট শাখা শাখা কোড: 1508 12 এস ভি সরণী, বৈষ্ণবী 2 অ্যাপার্টমেন্ট, থানা-রানাঘাট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-741201	রানাঘাট শাখা শাখা কোড: 1508 47 এস ভি সরণী, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ওম আবাসন, পোস্ট এবং থানা-রানাঘাট, জেলা নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-741201	নভেম্বর 8, 2024

যে সকল গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের উপরোক্ত বিদ্যমান শাখায় সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা গ্রহণ করেছেন, তাদের স্থানান্তরের তারিখের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে লকার খালি করার জন্য বা লকার সুবিধাটি বন্ধ করার জন্য। যদি কোনো গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শাখার সাথে যোগাযোগ না করেন, তাহলে সেফ ডিপোজিট লকারগুলি গ্রাহকের ঝুঁকি এবং দায়িত্বের সাথে নতুন ঠিকানায় বাস্তবিকভাবে স্থানান্তরিত করা হবে এবং সেফ ডিপোজিট লকারে থাকা বিষয়বস্তুর যে কোনো উপায়ে, কোনোরূপ ক্ষতি বা লোকসানের জন্য ব্যাঙ্ক দায়বদ্ধ থাকবে না।

কোনোরূপ অসুবিধার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

স্থান: সেপ্টেম্বর 6, 2024
স্থান: রানাঘাট

অনুমোদিত কর্মকর্তা

সম্পাদকীয়

অনৈতিক উপায়কে না আটকালে ভবিষ্যতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যতে সঙ্কট

অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন পরীক্ষায় টাকার বদলে প্রশ্নপত্র বিক্রির ঘটনা যেন স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হচ্ছে। সম্প্রতি মেডিক্যালের প্রথম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার হালহকিকত দেখেও তেমনই মনে হল। পরীক্ষা শুরুর দিন থেকেই পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন অসৎ ও অনৈতিক উপায় অবলম্বন করতে দেখা গেল। হল জুড়ে অবাধে চলছে টুকলি, চিট সাপ্লাই, মাইক্রো জেরক্স। অভিযোগ উঠছে, পরীক্ষা শুরুর আগেই টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। একাধিক মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রনেতারা পরীক্ষা চলাকালীন হলে ঢুকে চিট সাপ্লাই করছে, এমনও অভিযোগ উঠেছে। এক দিকে স্থায়ী চাকরির অভাব, পরীক্ষায় কম নম্বর পেলে হাউসস্টাফশিপ না পাওয়ার আশঙ্কা, অন্য দিকে শাসক দলের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা নানাবিধ অসৎ উপায়ের হাতছানি; এই সবের মাঝে আজ মেডিক্যাল শিক্ষার ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক। মেডিক্যাল শিক্ষার সততা আজ প্রশ্নের মুখে, এ কেবল শিক্ষার্থীদের সমস্যা নয়। অতীতে সহমর্মিতা, নীতিনৈতিকতা, মেডিক্যাল এথিক্সই এই পেশাকে তার গৌরব অর্জন করতে সাহায্য করেছিল, অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মডেলের ডাক্তাররা হয়ে উঠেছিলেন রোগীর পরিবারের এক জন। আজ নীতিনৈতিকতা বিসর্জন দেওয়া ছাত্ররা কি পারবে মেডিক্যাল শিক্ষার গৌরব রক্ষা করতে? আবার এই দুর্দশার মাঝে দাঁড়িয়েও যে সব ছাত্র সততার সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছে, সেই ছাত্ররাও আজ হতাশ। শুধু মেডিক্যাল শিক্ষাই নয়, সম্প্রতি নিট (ইউজি), ইউজিসি-নেট পরীক্ষার মতো জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় দুর্নীতির খবর আমরা দেখেছি। নিট-ইউজি পরীক্ষার মতো এত বড় একটা কেলেঙ্কারির পর, এত হাজার হাজার ছাত্রের স্বপ্নভঙ্গের পরে, সব কিছুকে 'সামান্য ব্যাপার' বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। এই সব ঘটনাই কি লাগামহীন পরীক্ষাব্যবস্থার দুর্নীতিকে আরও প্রশ্রয় দিচ্ছে না? এই সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। দেরি হয়ে গেলেও এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। এখনই এই সব অনৈতিক উপায়কে আটকাতে না পারলে ভবিষ্যতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর বৃহত্তর সঙ্কট নেমে আসবে।

শব্দবাণ-৩৬

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শ্যালক,সম্বন্ধী ৩. মুণ্ডচ্ছেদ ৫. ওলটপালট, ব্যাপক পরিবর্তন ৭. মাফ ৮. চাকর, দাস ১০. পা টেপা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ভাগ্য,অদৃষ্ট ২. লোভ দেখিয়ে কাজ হাসিল করা ৩. ফুলবিশেষ ৪. যাত্রীর মালপত্র ৬. জোরালো ৯. কলকাতার গণ্ডগ্রাম।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৫

পাশাপাশি: ১. ছানাপোনা ৩. অজ্ঞান ৪. তলব ৬. লতানে ৯. চাউর ১০. সমাদর।

উপর-নীচ: ১. ছানতা ২. নাকাল ৩. অজচ্ছল ৫. বৎসর ৭. তামস ৮. পাচার।

জন্মদিন

আজকের দিন

শরৎচন্দ্র বসু

১৮৮৯ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শরৎচন্দ্র বসুর জন্মদিন।

১৯৪৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক রাকেশ রোশনের জন্মদিন।

১৯৭১ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দেবাং গান্ধির জন্মদিন।

লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ৯০ বছর পূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ

মানুষ ও সৃষ্টি

পল্লব মিত্র

দুর্গাপুজো চলাকালীনই ২০১২ সালের ২৩ অক্টোবর, আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে আকস্মিক ভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পূর্ণ হবে তার নবতী জন্মদিন। দীর্ঘ পাঁচদশকেরও বেশি সাহিত্যের নানা শাখায় ব্যস্ত এই মানুষটি প্রায় তিনশোটি গ্রন্থের লেখক হওয়া সত্বেও সবসময়ই নিজেকে খুব সহজ ভাবে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত একজন সাধারণ মানুষ হিসাবেই পরিচয় দিতেন তার দেওয়া সব সাক্ষাৎকারে।

বাংলাদেশের ফরিদপুরে ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ সালে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে তার জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পরেই বাবার চাকরি সূত্রে তার কলকাতায় চলে আসা।

তিন ভাই বোনের মধ্যে তিনিইছিলেন সকলের চেয়ে বড়। বাবা কলকাতায় স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তাই ছোটথেকেই বাবার কড়া অনুশাসনে নিয়মিত স্কুলের পাঠ্যর বাইড়ে নানান সাড়া জাগানো ক্লাসিকস পড়বার প্রেরণা আসে খোদ বাবার কাছ থেকে। বাবা ছেলেকে প্রতিদিন ইংরেজি কবিতার বই অনুবাদ করার জন্য হোমটাস্ক দিয়ে রাত্রে নিয়ম করে নিজেই ছেলের সেই ইংরেজি অনুবাদের বাংলা খাতা দেখতেন। ভুলত্রুটি সংশোধন করেদিয়ে বকাবকি নয়, বরং পরের দিন টিফিনে খাবারে কোন বিশেষ মিষ্টি দিয়ে দিতেন। একাধিক সাক্ষাৎকারে পরবর্তী সময়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "সেই ছাত্র অবস্থায় বাবার কড়া অনুশাসনে অনিচ্ছা সত্বেও ইংরেজি অনুবাদ করার ভালো দিক টির সুফল বুঝেছি বড় হয়ে। সেই কারনেই বোধহয় বিশ্বসাহিত্যের নানান উল্লেখযোগ্য কবিদের নানা উল্লেখযোগ্য অনুবাদ আমায় আকৃষ্টকরে।"

১৯৫১ সালে ডাকে পাঠানো একটি কবিতা দেশ পত্রিকায় ছাপা হওয়ার এক মাসের মধ্যেই বাড়িতে ১০টাকা এবং একটি দেশ পত্রিকা ডাক মারফৎ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন ১৬ বছরের কিশোর সুনীল। বলে রাখা ভালো ছাত্র অবস্থা থেকেই নিজের লেখা কবিতা বন্ধুদের পড়ে শোনাতেন। যা বন্ধুদের শুধু মন জয় করত না, অনেকে লেখা কপি করে নানান পত্রপত্রিকায় সুনীলকে না জানিয়ে পাঠিয়ে দিতেন ডাকে। ১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে সিগনেট প্রেসের সুপরিচিত ব্যাক্তিত্ব দিলীপকুমার গুপ্ত আয়োজন করেন বাংলা কবিতা পাঠের এক অনন্য অনুষ্ঠান। জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, থেকে শুরু করে সেই অনুষ্ঠানে সর্বকনিষ্ঠ আমন্ত্রিত কবি ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই আর্মহাস্ট স্ট্রিট সিটি কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন সুনীল। সহপাঠী ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, শিবশঙ্কু পাল প্রমুখ। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে বাংলায় এমএ পাশ করেন।

চাকরির সন্ধানে এদিক ওদিক খোঁজখবর করার পর পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিভাগে করণিকের চাকরি জুটে যায় তার। বেশ কয়েক বছর অনিচ্ছা সত্বেও চাকরিতে যুক্ত থাকলেও ঐ বাঁধাধরা করনিকের কাজ তার মোটেই মনঃপুত ছিল না। পাশাপশি জোরকদমেই চলতে লাগল তার কবিতার চর্চা। হঠাৎই একদিন বন্ধুদের কয়েকজন কে নিয়ে শুরু করে দিলেন কবিতা পত্রিকা "কৃত্তিবাস"। প্রথম সংখ্যাতেই কবিতা লিখেছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ সহ অনেকেই। সুনীলের মূল ভাবনা ছিল শুধু শহরেই নয়, গ্রামে গঞ্জে যেকোন প্রান্তে কবিতায় যারা মগ্ন হয়ে আছেন, তাদের ভালো কবিতা প্রকাশ করে উৎসাহ দেওয়ার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সেই তরুন বয়সেই।

১৯৫৩ সালে সেকালের বিশিষ্ট কবি বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তীকালের বাংলা কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ নিজে সম্পাদনা করেছিলেন, যা বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" হিসাবে সাত দশক ধরে বাংলা কবিতা চর্চায় এক অনন্য গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। মজার কথা সেই সংকলন গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর দুটি কবিতা সংকলিত করেন। স্বাভাবিক ভাবেই বহু কবিতা প্রেমী মানুষের কাছে এক ব্যাতিক্রমী তরুন কবি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের নানান শাখায় সফল লেখক হিসাবে চিহ্নিত হলেও ৫০ ও ৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিনি শুধুই কবিতা লিখতেন দুহাত ভরে। তার কয়েক হাজার কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি সেই তরুন বয়সেরই সৃষ্টি।

অগ্রজ কবি ও "ধ্রুপদী" কবিতা পত্রিকার সম্পাদক সুশীল রায় তার ৫৯বি কাকুলিয়া রোডের বাড়িতে তরুণ কবি লেখকদের নিয়ে প্রায় আড্ডা জমাতেন। সেখানে মাঝে মধ্যে হাজির হতেন তার এক সম্পাদক বন্ধু সাগরময় ঘোষ। একবার ১৯৬৬ সালে পুজোর বেশ কয়েকমাস আগে সেই আড্ডায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে সাগরময় বলেন, "তুমি তো কবিতা টবিতা ভালই লেখ। আমার পত্রিকাতেও তোমার অনেক কবিতা আমি পড়েছি। তুমি কি একটা উপন্যাস লেখার চেষ্টা করতে পারো?" সাগরবাবুর এই কথার কোন উত্তর দেননি সুনীল কয়েকদিন পরে আড্ডায় একা হতেই তরুণ কবিকে সাগরময়ের প্রশ্ন, "কি হল আমার লেখা? কি ভাবলে? লেখা শুর ুকরে দাও"। এই প্রথম আমতা আমতা করে সুনীল তাকে বলেছিলেন, "আপনার এই আমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু আমি তো আজ পর্যন্ত একসঙ্গে চারপাতা গদ্য লিখিনি। তার উপর উপন্যাস? সে তো ভাবতেই পারি না।"

সব কিছু শুনে সাগরবাবু গম্ভীর স্বরে বলেন, "যে কবিতা লিখতে পারে সে চেষ্টা করলে পাতার পর পাতা গদ্যও লিখে যেতে পারে। তুমি যা করছ, তোমার যা মানসিক অবস্থা সেটাই গড়গড় করে লিখে যাও কোন দিকে না ভেবে।"

মজার কথা সাগরবাবুর সেই কথা শিরোধার্য করে আগ্রহের সঙ্গেই বাঁধানো ডায়রির পাতায় রোজই রাত্রে শুয়ে শুয়ে লিখে ফেললেন তার সেই সময়কার মানসিক অবস্থার কথা। দু সপ্তাহের মধ্যেই ভরে গেল মোটা ডায়রি খাতা। আবার সেই আড্ডাতেই সাগরবাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ডায়রির সেই পাতাভর্তি লেখা। সুনীল বলেছিলেন, "আমি কিছু জানি না, যা মনে হয়েছে, তাই আমি গড়গড় করে লিখেগেছি। এটা উপন্যাস হয়েছে কিনা তাও বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি বলেছিলেন, আপনার কথামত আমিও ডায়েরি ভর্তি করে লিখেদিলাম"। সেই ডায়েরি থেকেই শারদীয়াতে ছবি সহ ১৯৬৭ সালে প্রকাশ পেল "আমিই সে" উপন্যাস। অদ্ভুত এক যোগসূত্র সৃষ্টি করে তুলল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য প্রতিভাধর পাঠকপ্রিয় কথাকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। এই লেখাই তার জীবনের মাইলস্টোন হিসাবে ঘুরিয়ে দিল পরবর্তী প্রায় পাঁচ দশকের শতশত গ্রন্থের এক বিশেষ অভিমুখ। অবশ্যই একথা মেনে নিতেই হবে সুযোগ পেলেও প্রকৃত নিজস্ব প্রতিভা না থাকলে কারও পক্ষেই এত দীর্ঘকাল ৩০০র উপর গ্রন্থ ৫৫ বছর ধরে নিয়ম করে লিখে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

যে যাই বলুক না কেন , যতই আলোচনা সমালোচনা তাকে নিয়ে হোক না কেন, সাবলীল ভাবে দুহাতে সাহিত্যের সমস্ত শাখায় তার অবাধ বিচরণ রবীন্দ্র পরবর্তী খুব বেশি লেখকের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সাহিত্যের অঙ্গনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এতটাই বেশি দিয়ে গেছেন যে তার নজির খুব বেশি পাওয়া যাবে না।

আবার ফিরে যেতে হয় ষাটের দশকে। আমেরিকা থেকে তরুন কবি হিসাবে ৬ মাসের একটি পোয়েটস ওয়ার্কশপে আকস্মিক তার নিমন্ত্রণ পাওয়াও ছিল এক অনন্য ঘটনা। তরুণ বাঙালি কবির আমেরিকায় ৬ মাস ধরে ওয়ার্কশপে বিশ্ব কবিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিত্য আলোচনা ও অনুবাদের মধ্যে দিয়ে নানা ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের এক দুর্লভ সুযোগ এর যথার্থ সদব্যবহার করেন সুনীল। তিনি নিজেই একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "যদি আমি তরুণ বয়সে আমেরিকা থেকে নানান কবি ও সমালোচকদের কথাবার্তা ও আলোচনা শোনবার সুযোগ না পেতাম, তাহলে কোনদিনই আমি এই ভাবে সাহিত্যের বিশ্ব সংসারের রসাস্বাদন করতে পারতাম না।"।

সত্তর এর দশকের শুরু থেকেই নিয়মিত ভাবে তিনি লিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সরকারি চাকরিতে আগেই ইস্তফা দিয়েদিয়েছিলেন। দুপয়সা অর্থ উপার্জনের জন্য যে যা বলেছে তাই তিনি লিখে গেছেন। স্বনামে বা একাধিক ছদ্মনামে। সত্তর এর দশকেই যোগ দিলেন "জনসেবক" পত্রিকায়, অগ্রজ লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সহকারী হিসাবে। আগে নিজের কবিতা পত্রিকা "কৃত্তিবাস" এর সম্পাদনা করেছিলেন, কিন্তু দৈনিক বাংলা কাগজের সাহিত্যর পাতা সম্পাদনা করার অভিজ্ঞতা ও লেখকদের সঙ্গ পাওয়া ও ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়েছিল "জনসেবক" পত্রিকাতেই। পাশাপাশি "দেশ" পত্রিকায়, সাগরবাবুর কাছে নিয়মিত ফিচার লেখার জন্য অনুরোধ করেন। শুরু হল "দেশ" এর পাতায়; "নীললোহিতের চোখের সামনে"। বছরের পর বছর ছদ্মনাম নীললোহিত এর আশ্রয় নিয়ে দুহাত ভরে প্রতি সপ্তাহে তিনি লিখেছিলেন চারপাশে যা দেখতেন তাই। অবশ্যই সাহিত্যর মোড়কে, সরস ভঙ্গিতে পাঠকদের কাছে তুলে ধরলেন লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যা সকলের কাছেই অসম্ভব জনপ্রিয় হল। মূলত সাগরময় ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ব্যাক্তিগত পীড়াপিড়িতে পাঁচ দশক ধরে শতশত গল্প, উপন্যাস, ছদ্মনামে নানা ফিচার, সর্বোপরি আনন্দমেলার জন্য তিনি কলম ধরলেন, শিশু ও কিশোরদের জন্য। সৃষ্টি হল মজাদার, রোমাঞ্চকর সব কাহিনি। জন্ম নিল কাকাবাবুর মত চরিত্র, যার পথচলা অক্ষুন্ন ছিল তার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। কাকাবাবু চরিত্রটি উত্তোরোত্তর এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে প্রখ্যাত পরিচালক তপন সিংহ, যিনি সাধারণত কিশোরদের নিয়ে ছবি করতেন না, তিনিও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর "সবুজ দ্বীপের রাজা" উপন্যাসটি পড়ে গভীর আগ্রহ অনুভব করে তৈরি করেন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র। বলাই বাহুল্য "সবুজ দ্বীপের রাজা" সিনেমাটি বানিজ্যিক ভাবে খুবই সফল হয়েছিল।

লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর বৈশিষ্ট যে, যখন যে বিষয়ে তিনি কলম ধরেছেন, তার সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও অসাধারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা তার লেখাগুলিকে স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকের কাছে এক অন্য মাত্রা তৈরি করে। তার প্রয়াণের আগে শেষ তিন দশক নিয়ম করে আনন্দমেলার জন্য তাকে বছরে একাধিক ধারাবাহিক কিশোরদের উপন্যাস লিখতেই হত সম্পাদকের প্রবল চাপে। সত্তর এর দশকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর দুটি জনপ্রিয় বড়দের উপন্যাস "অরণ্য র দিন রাত্রি" ও "প্রতিদ্বন্দ্বি" সিনেমায় চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। সিনেমা হিসাবে দর্শকদের কাছে যথেষ্ঠ আকর্ষনীয় হলে গ্রন্থের স্রষ্টা হিসাবে একাধিক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ এর জীবদ্দশাতেই সুনীল বারবার বলেছেন যে তার মূল লেখা অনেকটাই বেশি স্বাধীনতা নিয়ে সত্যজিৎ রায় এই ছবি তৈরি করেছেন । আসলে সোজা কথা ও সত্যি কথা বলতে কখনোই পিছপা ছিলেন না সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

পঞ্চাশের দশকের শেষে দিল্লিতে হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ডের দায়িত্ব ছেড়ে কলকাতায় আনন্দবাজার পত্রিকায় বড় দায়িত্বে যোগ দেন সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ। তিনি চিন্তা ভাবনা করে পত্রিকায় পুরোনো চেহারা নানাভাবে পরিবর্তন ঘটানোর উদ্যোগ নেন, পাশাপাশি লেখক কবিদের কাগজের সঙ্গে চাকরি সূত্রে যুক্ত করে তাদের দিয়ে সংবাদপত্রে নানান বিষয়ে লেখানো বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য ধরনের সাংবাদিকতার কথা অনেকেই জানেন। সেই পরিকল্পনার সূত্র ধরেই সন্তোষকুমার ঘোষ সুনীল, শীর্ষেন্দু, শক্তি, মতি নন্দী, সিরাজ, হিমানীষ গোস্বামী প্রমুখ — স্থানীয় সব কবি লেখকরা চাকরি সূত্রে যুক্ত থেকেছেন আনন্দবাজারের সঙ্গে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিভাধর লেখক সত্তার অধিকারী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সামনে আরো বেশি রকমসুযোগ ঘটে গেল দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় নানা ধরনের ফিচার বা বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বদের সফরসঙ্গী হয়ে নানান ঘটনার রির্পোটিং করার এক বিশাল অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পাঠকরাও চিনে নিল অন্য এক সাংবাদিক সুনীলকে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে এমনই একজন বাক্তি সব অবস্থার সব মানুষের সমস্ত কথার গুরুত্ব দিতেন, কোন রকম রিজিডিটি বা গোঁড়ামো তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করত না। সেই জন্য দেশ পত্রিকায় শারদীয় উপন্যাসের মত সমান গুরুত্ব দিয়ে বনঁগার একটি কবিতা পত্রিকায় যেকোন লেখা তিনি সমান আগ্রহ ও মেধা নিয়ে লিখতেন। সাধারণত এই ধরনের চিন্তধারা খুব বেশি লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না। অবশ্যই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর এও এক ব্যাতিক্রমী পরিচয়।

ছয় দশকে ধরে তার সাহিত্যের সব অঙ্গনে পদচারণার কথা সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথের পর আর কোন বাঙালি লেখক এত বিস্তৃত ভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতির সব বিভাগে আনন্দর সঙ্গে অবাধ বিচরণ করেছেন কিনা সন্দেহ। আবার সেই মানুষটিরই যেকোন মানুষের সঙ্গে যেকোন অবস্থাতেই সহজ সরল আন্তরিক আচরণ চিনিয়ে দেয় আর এক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে।

বহু কষ্ট করে জীবন শুরু করেছিলেন বলেই বোধহয় মানুষের দুঃখকে সঠিক ভাবে অনুভব করার অনুভূতি তিনি আত্মস্থ করতেন। বহু মানুষের অসংখ্য উদাহরণ জানা আছে। গুটি কয়েক দৃষ্টান্ত দিলেই স্পষ্ট হবে বৃহৎ হৃদয়ের এই মানুষটির এক অজানা পরিচয়ের কাহিনী। তার ব্যক্তিগত গাড়ি চালক একটি ছোট ভাড়া বাড়িতে সপরিবারে থাকতেন। নানা অবস্থাতেই দিনে রাতে যেকোন সময় ক্লান্তিপ্রকাশ না করে গাড়ি চালিয়ে সুনীল কে গন্তব্য স্থানে নিয়ে যেতেন। পরিচিত জনেদের কাছে তিনিও ছিলেন আপনজন। কোন এক সময় সুনীল গঙ্গোপাধায় এর স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় সুনীলকে বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে ঐ গাড়ি চালকের কিভাবে দিন যাপন হবে। তার নিজস্ব কোন ঘর বাড়ি নেই। শান্ত ভাবে স্ত্রীর এই কথা তিনি সেদিন শুনেছিলেন। বেশ কয়েক বছর পর কসবা অঞ্চলে একটি বাড়ি কিনে তার দলিল সেই চালকের নামে তিনি তৈরি করে চাবি সহ চালকের হাতে তুলে দেন। এই ঘটনায় কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়ে সেই চালক বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বর দেখিনি, কিন্তু আপনাকেই নীরবে মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালবাসার পরিচয় দেখে আজ আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের দর্শন পেলাম।" পরিচিত বা অপরিচিত বহু মানুষ মেয়ের বিয়ে বা আত্মীয় স্বজনের চিকিৎসার জন্য আকস্মিক অর্থের সমস্যায় পরলে কোন ভাবে সুনীলের কানে সেই খবর পৌঁছলে তিনি সটান সেই মানুষটিকে ডেকে তার সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করতেন। দান গ্রহীতাকে অনুরোধ করতেন কোনভাবেই যেন এই দানের কথা তৃতীয় কোন ব্যাক্তি জানতে না পারেন।

তরুন চিত্রপরিচালক বিপ্লব রায়চৌধুরী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর গল্পের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। হঠাৎ তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন। বহুদিন আগে তার পড়া "গরম ভাত ও নিছক ভূতের গল্প" খুবই পছন্দ ছিল। সটান বিপ্লব হাজির হলেন সুনীলদার বাড়িতে। তাকে প্রস্তাব এর কথা জানাতেই আঁতকে উঠলেন সুনীল। বলেদিলেন, "সিনেমা তৈরি করতে অনেক টাকা লাগে, কে এমন বোকা আছে এই সিনেমা তৈরিতে অর্থ খরচ করবে?" উত্তরে বিপ্লব সুনীলদাকে বললেন, এখনও সাহিত্যতে আগ্রহী মানুষজন অনেক আছেন, যারা সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দেন। এমনই একজনকে পেয়েছি, যিনি দায়িত্ব নেবেন। এক কথায় সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে কাগজে খসখস করে সুনীল কপিরাইট লিখে দেন বিপ্লবকে। বলাবাহুল্য সেই অনন্য গল্পের চিত্ররূপ তৈরি হয়, হয় এক ব্যাতিক্রমী বাংলা সিনেমা। এই ঘটনায় শুধু ভালবাসা নয়, আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হয়েছিলেন বিপ্লব। আরও কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়।

বাঁশবেড়িয়ার এক তরুন কবি পিনাকী ঠাকুর, যিনি বর্তমানে প্রয়াত, নব্বই এর দশকের শেষে আর্থিক অসুবিধার কথা জানতে পেরে সুনীল তাকে ডেকে পাঠান। পিনাকী তখন কবি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সব শুনে সুনীল বললেন, "আপাতত আমি তোমাকে বাৎসরিক কৃত্তিবাস পুরস্কার এর টাকা তুলে দেবার ব্যবস্থা করছি, এরপর কি করা যায় দেখছি।" কিছুকাল পরে দেশ পত্রিকার সহকারী হিসাবে কাজে যোগদানের ব্যবস্থা করেন। বেশ কয়েক বছর সেখানে কাজ করার পর সেখান থেকে বিযুক্তহয়ে গড়িয়াহাট মার্কেটের উপর স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় এর বাংলা বই এর বিক্রয় কেন্দ্র ছিল "যোগাযোগ" নামে। সুনীলদা পিনাকীকে সেই অফিসে কাজ দেখার দায়িত্বের পাশাপাশি কৃত্তিবাস পত্রিকা নিয়মিত চালুর ব্যবস্থা করেন। এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে, মূলত তরুন কবিদের নিজের সন্তানের মত স্নেহ করে তাদের ভালো লেখার জন্য উৎসাহ দিতেন ওই মানুষটি।

সত্তর এর দশকের গোড়ায় বিদেশে একজন তরুণ বাঙালি কবিকে পাঠানোর সুপারিশের দায়িত্ব পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর উপর। সদ্য কলেজ পেরোনো কৃষ্ণনগরের এক তরুনী কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত, যিনি সেই সময় একেবারেই সাধারণের মধ্যে পরিচিত ছিলেন না। তার কবিতার অনুরাগী হিসাবে সুনীল বিদেশে তার নাম পাঠালেন কবিতার অকটি অনুষ্ঠানে। আবার কাঁথির এক তরুন কবি ও সংবাদ পাক্ষিক "অন্যদিন" এর সম্পাদক অমিতবিক্রম রাণার ডাকে পাঠানো কবিতা দেশ পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন অনেক দিন আগেই। দুরু দুরু বুকে পল্লব মিত্রর সঙ্গে ২০১২ সলে এক সকালে পারিজাত এর দশতলার ফ্ল্যাটে সাক্ষাৎ করেন অমিতবিক্রম। উদ্দেশ্য ছিল তার ট্যাবলয়েড "অন্যদিন" এর জন্য যদি সুনীলদার একটি ছোট সাক্ষাৎকার পাওযা যায়। চা খাওয়ার পর কিছু অন্যান্য কথাবার্তার পর সাহিত্যতে মফঃস্বলের নানান খোঁজখবর নিলেন সুনীল অমিতের কাছ থেকে। প্রায় চল্লিশ মিনিট আড্ডায় কেটে গেল। ব্যস্ত হতে দেখে সুনীল বললেন, "নাও বল, কি জানতে চাও আমার কাছ থেকে। খুব বেশি বাঁকাচোরা প্রশ্ন করোনা।" বেশ মনে আছে সহজ স্বাভাবিক আলাপচারিতায় তরুণ কবি ও সম্পাদকের প্রায় সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারে টেপবন্দি করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে অন্যদিনের পাতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যায় সেই সাক্ষাৎকার শ্রদ্ধার্ঘ হিসাবে ছাপানো হয়।

অসংখ্য উদাহরণ দিয়েও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর সহজ স্বাভাবিক কিন্তু বিশাল হৃদয়বত্তার পরিচয় কয়েকটি শব্দের মধ্যে তুলে ধরে মানুষটিকে বিচার করা যাবে না, তা সকলেই স্বীকার করেন। লেখকসত্তাকে প্রকৃত অর্থেই ছাপিয়ে যায় সুনীলের আন্তরিক হৃদয়বত্তার পরিচয়।

লক্ষ লক্ষ পাতা নিজের হাতে লিখেছেন বছরের পর বছর ধরে, অথচ সেই মানুষটি সারা ভারতের সাহিত্য একাডেমির সভাপতির বিশাল দায়িত্ব আনন্দের সঙ্গে পালন করেছেন। শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই সাহিত্যর নানা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে অংশ নিয়েছেন জীবনের অনেকটা সময়। তাহলে পাঠক মনে প্রশ্ন জাগে কখন লিখতেন ঐ ব্যস্ত মানুষটি?

সকাল পাঁচটা থেকে নটা পর্যন্ত নিয়ম করে সব ধরনের নির্ধারিত লেখার কাজ সারতেন। দেশ পত্রিকায় তার অফিস ঘরে বিভিন্ন দর্শনার্থীরা বা কবি ও লেখকদের সঙ্গে কথা বলার সময়েও ঘাড় নিচু করে লিখে যেতেন সুনীল। মাঝে মাঝে মুখ তুলে বলতেন, কিছু মনে করবেন না, সব কথা শুনছি। লেখাটা এক্ষুনি দিতে হবে তাই এই খানে লিখছি। আবার শারদীয়ার অতিরিক্ত চাপ সামলানোর জন্য সকলকে লুকিয়ে শান্তিনিকেতনের তার বাড়িতে কয়েক মাস নীরবে থেকে শেষ করতেন চার-পাঁচটি শারদীয়ার উপন্যাস। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত কেউ তাকে লিখতে দেখেনি। সন্ধ্যার পর নানা আড্ডা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি বা ঘনিষ্ট জনের সঙ্গে সময় কাটানোই ছিল তার বিশেষ আনন্দের প্রাপ্তি।

নিজের লেখা সম্পর্কে অত্যন্ত নিয়ম মেনে চলতেন ঐ মানুষটি। সেই কারনেই বোধহয় ৫৫ বছর ধরে দুহাত খুলে লিখেছেন সাহিত্যর সমস্ত শাখায়। হয়েছে অপূর্ব সব সৃষ্টি। সাহিত্য সংস্কৃতির সব ধরনের পুরস্কার যেমন জ্ঞানপীঠ, সাহিত্য একাডেমি, আনন্দ পুরস্কার ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যর সেরা সেরা পুরস্কারগুলি তিনি সহজেই পেয়েছেন। কিন্তু কোন পুরস্কারই তিনি সেভাবে গুরুত্ব দিতেন না। সবকিছুকেই খুব স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেওয়া ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট।

ইতিমধ্যেই ১৭ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী। ৮ খন্ডে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতা সমগ্র, ৪ খন্ডে নীললোহিত সমগ্র, ৬ খন্ডে কাকাবাবু সমগ্র। এই গ্রন্থ সম্ভারই পরিচয় বহন করে একজন সব্যসাচী লেখকের বর্ণময় রীতির। লিখতে লিখতেই তিনি আপামর পাঠককুলকে কাঁদিয়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। তার স্মৃতিতে কলকাতা পুরসভা তার দীর্ঘদিনের বাসস্থান এর রাস্তাটির নামকরন করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সরণী। এখনও নিয়ম করে তার নানান গ্রন্থ বারংবার মুদ্রিত হয়ে পাঠকদের তৃষ্ণা মেটায়। লেখকের পাঁচ দশকের সংগ্রহ করা গ্রন্থরাজি ইতিমধ্যেই মেদিনীপুরের একটি শিক্ষালয় ও গ্রন্থাগারে এবং কলকাতার গণশক্তি পত্রিকার গ্রন্থাগারে পরিবারের পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে। বেসরকারি সংগঠন "আর্ট অফ বেঙ্গল" প্রবর্তন করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার। ২০২০ সালের জন্য লেখক শংকর, ২০২১ সালের জন্য বাণী বসু, ২০২২ সালের জন্য স্বপ্নময় চক্রবর্তী এবং ২০২৩ সালে র জন্য স্মরনজিৎ চক্রবর্তী কে এই সম্মানে ভূষিত করে তাদের হাতে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তাজ বেঙ্গলে সুনীল গঙ্গোপাধায় স্মারক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে।

তার নবতী জন্মবর্ষে এই মানুষটির প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।

আনন্দকথা

বিদ্যাসাগর — যাব বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাব না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার কাছে? ছি! ছি!

বিদ্যাসাগর — সে কি! এমন কথা বললেন কেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আমরা জেলেডিঙি! (সকলের হাস্য) খাল বিল আবার বড় নদীতও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর সহাস্যবদন, চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তার মধ্যে এ-সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) — হাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে! (সকলের হাস্য)

মাস্টার (স্বগতঃ) — নবনুরাগের বর্ষা, নবানুরাগের সময় মন-অপমান বোধ থাকে না বটে!

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তিলোত্তমার হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন আরামবাগের শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এবার পথে নামলেন শিক্ষকরা। শিক্ষক দিবসেই তারা তিলোত্তমার দোষীদের ফাঁসির দাবিতে মিছিল করে। আরামবাগ শহরে বৃহস্পতিবার বিকালে বিরাট মিছিল করে শিক্ষক সমাজ। আরামবাগ শহরের বাসুদেবপুর মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে। তাদের দাবি, আরজি কর কাণ্ডে তিলোত্তমাকে যারা নির্মম ভাবে হত্যা করেছে তাদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে ফাঁসি দেওয়া হোক। মিছিল থেকে ক্রমাগত উই ওয়ান জাস্টিস, জাস্টিস ফর আরজি কর স্লোগান ওঠে। সারা দেশ জুড়ে তিলোত্তমার দোষীদের শাস্তির দাবিতে পথে নেমে আন্দোলন চলছে। চিকিৎসক থেকে শুরু করে, যুব সমাজ, শিল্পী, সাহিত্যিক,

কবি, সাধারণ মহিলা, ছাত্র সমাজ পথে নেমে আন্দোলন করে। কেবল তিলোত্তমার হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন চলে। এবার শিক্ষকরাও ঘরে বসে না থেকে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করলেন। শিক্ষক দিবসে প্রশাসনের কাছে তাদের আবেদন জাস্টিস ফর আরজি কর। তিলোত্তমার হত্যাকারীদের ফাঁসি হোক। এই বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষক চিন্ময় গাঙ্গুলি বলেন, শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের কাছে বিশেষ সম্মানের দিন। কিন্তু আমাদের বোন, দিদি সহ নাগরিক ডাক্তার তিলোত্তমাকে নারকীয় ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাই তাঁর দোষীদের সবার আগে কঠোর শাস্তি চাই। দোষীদের ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ও আইন মেনে দ্রুত ফাঁসির দাবি তুলছে শিক্ষকরা। এই বিশেষ দিনে শিক্ষকরা তাই পথে নেমেছেন। বিশিষ্ট শিক্ষক সুভাশিস ঘোষ, শিক্ষক আজাদ আলি ও অভিষেক মুখার্জিরা তাই আওয়াজ তুলছেন তিলোত্তমার দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত শাস্তি দিতে হবে। অপরদিকে বুধবার রাতে আরজি কর কাণ্ডের দোষীদের দ্রুত ফাঁসির দাবিতে আরামবাগ শহরে রাত দখল কর্মসূচি হয়। এই কর্মসূচিতে আট থেকে আশি সকল স্তরের মানুষকে দেখা যায়। আরামবাগ শহরের মহিলাদের উপস্থিতি ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের সিনিয়ার ডাক্তার থেকে শুরু করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তাররা। এই রাত দখল কর্মসূচিতে মূলত দাবি ওঠে, তিলোত্তমাকে যারা ধর্ষণ করে খুন করেছে তাদের দ্রুত ফাঁসি হোক। পাশাপাশি সিবিআই যাতে দ্রুত তদন্ত শেষ করে সেই বিষয়ে দাবি তোলা হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক সমর কুমার গড়াই বলেন, আমরা প্রথম থেকেই পথে রয়েছি। যতক্ষণ না জাস্টিস পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ ডাক্তারদের আন্দোলন চলবে।

মদ্যপ স্বামীর হাত থেকে গৃহবধূকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু যুবকের, জখম ১ নাবালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মদ্যপ স্বামীর হাতে আক্রান্ত গৃহবধূকে বাঁচাতে গেছিলেন প্রতিবেশী এক যুবক সহ কয়েকজন। কিন্তু পাল্টা সেই মদ্যপের ধারালো অস্ত্রের হামলায় মৃত্যু হল প্রতিবাদী যুবকের। এমনকী হামলাকারী অভিযুক্ত আরও এক নাবালকের পেটে চাকু ঢুকিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। সংকটজনক অবস্থায় ওই নাবালককে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলাবাড়ি গাবগাছি এলাকায়। এই ঘটনার পর গ্রামবাসীরা ধাওয়া করে অভিযুক্ত হামলাকারী শ্যাম ঘোষকে ধরে ফেলে। এরপরই ইংরেজবাজার থানার পুলিশ এসে অভিযুক্ত শ্যাম ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। এই হামলার ঘটনায় প্রতিবাদী যুবকের মৃত্যু এবং নাবালকের জখম হওয়ার ঘটনায় চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে গাবগাছি এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সনৎ কুমার পাল (৩০)। আহত নাবালকের নাম দেব ঘোষ (১৫)। তার পেটের বাম দিকে ধারালো অস্ত্রের গুরুতর জখম রয়েছে। পুলিশকে অভিযোগে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন রাতে অভিযুক্ত শ্যাম ঘোষ মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে এসে তার স্ত্রীকে মারধর করছিল। সেই সময় প্রতিবেশী যুবক সনৎ কুমার পাল সহ কয়েকজন ওই দম্পতির বচসা থামাতে যায়। তখনই আচমকায় বাড়ি থেকে ধারালো চাকু বের করেই সনৎকে বুকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে অভিযুক্ত শ্যাম ঘোষ। এরপর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজ প্রতিবেশীকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করে অভিযুক্ত। সেখানেই দেব ঘোষ নামে এক ১৫ বছরের নাবালক ছুরিবিদ্ধ হয়। তার পেটে চাকু ঢুকিয়ে জখম করা হয়। আর এই ঘটনার পরেই বিষয়টি জানাজানি হতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গ্রামবাসীরা। অভিযুক্তকে বাঁশ ,লাঠি নিয়ে ধাওয়া করে ধরে ফেলে স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ অভিযুক্ত শ্যাম ঘোষকে গ্রেপ্তার করে।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, শ্যাম ঘোষ মাদকের নেশায় আসক্ত। প্রায় প্রতিদিনই বাড়িতে এসে ভাঙচুর অশান্তি করতো। এদিন স্ত্রীকে সে মারধর করছিল। তারই প্রতিবাদ করেছিল সনৎ কুমার পাল নামে প্রতিবেশী ওই যুবক। আর এই ঘটনার জেনেই তাকে খুন হতে হল। পুরো বিষয়টি নিয়ে ধৃতের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ধৃতকে মালদা আদালতে তোলা হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

শিক্ষক দিবসের সন্ধ্যায় আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে ও বিচারের দাবিতে সর্বস্তরের শিক্ষকদের মহামিছিল সিউড়ির রাস্তায়।

শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে বীরভূম জেলা স্কুল ময়দানে একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ।

বৃহস্পতিবার হরিপাল লোকমঞ্চে হরিপাল ব্লক তৃণমূল শিক্ষা সেলের উদ্যোগে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের ১৩৭তম জন্ম দিবস পালন হল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, এমপি মিতালি বাগ, হুগলি জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, বিধায়ক ড. করবী মান্না সহ শিক্ষকবৃন্দ, সর্বস্তরের নেতৃত্ব ও শিক্ষাকর্মী। ছবি বনস্পতি দে

আরজি কর কাণ্ডে আবার মুখ পুড়ল পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: পুলিশ আধিকারিককে বাংলায় কথা বলার অনুরোধ জানানোয় আন্দোলনকারীকে ধড়পাকড়, পরবর্তীতে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি এবং ৫ জন মহিলা সহ মোট ১৮ জন আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার পুলিশের। জামিন অযোগ্য ধারা সহ মোট ১৪টি ধারায় অভিযোগ করেও বেকসুর খালাস। আরজি কর কাণ্ডে আবার মুখ পুড়ল পুলিশের। বুধবার রাতে রাতজাগো কর্মসূচি চলাকালীন বারাসাত নবপল্লির বাসিন্দা সাগ্নিক অধিকারী নামে এক আন্দোলনকারী বারাসাত পুলিশ জেলার এক আধিকারিককে (তিনি হিন্দি ও ইংরেজিতে কথা বলছিলেন) বাংলায় কথা বলার অনুরোধ করতেই তার এক অধস্তন আধিকারিক ওই ব্যক্তিকে আটক করে। এরপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আন্দোলনকারীরা। শুরু হয়ে যায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। তারপরেই মহিলা পুলিশ সহ মোট ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে আন্দোলনকারীদের পক্ষে জানান রাহুল নাগ। তবে বারাসাত পুলিশ জেলার এএসপি স্পর্শ নীলাঙ্গী বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, আরজি করের ঘটনা নিয়ে রাত জাগো কর্মসূচি চলছিল বারাসাতে। আন্দোলনকারীরা চাঁপাডালি ও কলোনি মোড় থেকে দুটি মিছিল ডাকবাংলো মোড়ে গিয়ে মিলিত হওয়ার অনুমতি নিয়েছিল এবং তাদের সময়সূচি ছিল রাত ১০-১২টা পর্যন্ত। সেই মতো ট্রাফিক ব্যবস্থাও করা হয়। সেই কর্মসূচি শেষ করে কিছু আন্দোলনকারী কলোনি মোড়ে ফিরে এসে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় বসে যায়। ফলে আটকে পড়ে বহু গাড়ি। যানজটের সমস্যা হয়। পচনশীল ও লিভিংস্টকের গাড়ি আটকে পড়ায় পুলিশকে সমস্যায় পড়তে হয়। রাত ৩১৫ পর্যন্ত চলে সেই অবরোধ। বার তিনেক পুলিশের আধিকারিকরা আন্দোলনকারীদের অনুরোধ করেও কোনও কাজ হয়নি। এমনকী রাস্তার একটা অংশ সরে বিক্ষোভ দেখানোর অনুরোধ করলেও তারা সরতে চায়নি। ৩১৫ নাগাদ পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় আন্দোলনকারীদের হটাতে গেলে তারা পুলিশের উপর চড়াও হয়। তখন ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৪টি ধারায় মামলা করা হয়। তারমধ্যে ১০৯ বিএনএস ধারা অর্থাৎ অ্যাটেম টু মার্ডারের মতো ধারাও ছিল। এদিন দুপুরে তাদের বারাসাত আদালতে তোলা হলেও বিচারক আন্দোলনকারীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ২০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে ও সপ্তাহে একদিন থানায় হাজিরা দেওয়ার শর্তে জামিন দেন। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অবসরের পরেও নিয়মিত স্কুলে আসেন শিক্ষক মানস মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়েই থাকতে ভালোবাসেন তিনি। তাই তো অবসরের পরেও রোজ বিদ্যালয়ে আসেন। নেন নিয়মিত ক্লাস। ওই শিক্ষকের কথায়, 'এই স্কুলের আশেপাশের মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী এবং সহকর্মীরা আমার পরিবার হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে থাকা পরিবারের মতোই এই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।' জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পূর্ব চক্রের অন্তর্গত দুর্লভপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ওই প্রধান শিক্ষকের নাম মানস মীর। খাতায় কলমে তিনি অবসরপ্রাপ্ত। ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ অবসর গ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু, ছাত্র-ছাত্রীদের ভালোবাসা ও স্নেহের কারণে তিনি স্কুলের গণ্ডি ছাড়েননি। সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে নিয়ম করে প্রতিদিন স্কুলে আসেন। অবসর তাই তাঁর ক্ষেত্রে রয়ে গিয়েছে শুধুই খাতায়-কলমে। কেননা নিয়মমাফিক রোজ সময় মতো বিদ্যালয়ে পৌঁছে যান তিনি। তারপর সারাদিন ক্লাস নিয়ে বিকেলে ফিরে যান বাড়ি। আজও সেই নিয়মের কোনও পরিবর্তন হয়নি। অবসর গ্রহণের পর যখন প্রায় সকলকেই দেখা যায় বাড়িতে পরিবার পরিজনদের সঙ্গে অবসরকালীন জীবন যাপন করতে। ঠিক তখনই মানস বাবু সমাজের সামনে এক অসামান্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। এবিষয়ে দুর্লভপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাজীব দাস বলেন, 'সকলকেই নিয়ম মেনে একদিন অবসর গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু অবসরের পরেও নিয়মিত স্কুলে এসে শিক্ষাদান করা বিষয়টি মানসবাবুর কাছ থেকে শেখার আছে।'

এ বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত ওই প্রধান শিক্ষক মানস মীরের জানান, '৩৩ বছর এই স্কুলে শিক্ষকতা করেছি। এই স্কুলের আশেপাশের মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী ও আমার সহকর্মীরা আমার পরিবার হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকা পরিবারের মতোই এই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। তাই নিজের আবেগের টানে অবসরের পরেও স্কুলে ছুটে আসতে বাধ্য হই।'

শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আরামবাগ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সারা দেশ জুড়ে ৫ সেপ্টেম্বর দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল শিক্ষক দিবস। হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়ে একই ছবি। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই দিনটি পালিত হয়। তিনি সারা জীবন সকলের জন্য শিক্ষার বিস্তার করেছিলেন। দেশ গড়ার কারিগর হিসাবে কাজ করেছেন। শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করেন শিক্ষকেরা। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মেধার মূল্যায়ন করে তার ভবিষ্যত গড়ে তুলতে তাকে সঠিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন শিক্ষকেরা। তাই আরামবাগ মহকুমা পুলিশ এলাকাজুড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল আজকের দিনটি। আরামবাগ মহকুমার প্রতিটি থানাতেই পুলিশ কর্মীরা এই দিনটি পালন করলেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। আরামবাগ, গোঘাট, পুরশুড়া, খানাকুল থানার পুলিশ আধিকারিক ও আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী নিজেও এলাকার বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজে যান। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজগুলিতে গিয়ে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানান পুলিশ কর্মীরা। আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তী নিজেই বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজে যান। আরামবাগের মাননীয় সার্কেল ইন্সপেক্টর অরূপ ভৌমিক পুরশুড়া থানার একাধিক বিদ্যালয়ে যান। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, এই দিনে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের সম্মান জানাতে পেরে আমরা গর্বিত।

উত্তরপাড়ায় রাত দখলের জমায়েতে বেপরোয়া গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ। ১৪ অগস্টের পর ফের রাত দখল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ প্রতিবাদে সামিল হন। উত্তরপাড়ায় তেমনই এক জমায়েতে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া গাড়ি। কোনও রকমে রক্ষা পেলেন প্রতিবাদীরা। গাড়ি আটকে চালকের অবস্থা দেখে হতবাক তাঁরা। শেষপর্যন্ত পুলিশ ওই চালককে

আটক করে নিয়ে যায়। বুধবার রাতে উত্তরপাড়ার জিটি রোডে গৌরী সিনেমা হল মোড়ে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি চলছিল। সেই সময় হঠাৎ এক চারচাকা গাড়ি ঢুকে পড়ে সেখানে। আন্দোলনকারী এক ব্যক্তি জানান, কর্মসূচি শেষ করে মানুষজন বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় অতি দ্রুত গতিতে একটি চারচাকা গাড়ি ওই রাস্তায় ঢুকে পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গাড়িটি এত দ্রুতগতিতে আসে যে যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই গাড়ির চালককে ধরে ফেলেন। দেখেন, গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ওই চালককে। জানা গিয়েছে, ওই গাড়িতে থাকা যাত্রীরা উত্তরপাড়া থেকে রিষড়া স্টেশনে গিয়েছিলেন ট্রেন ধরতে। তাঁরা রাজস্থানের বাসিন্দা। তবে ট্রেন মিস করাতে তাঁরা ফের উত্তরপাড়া ফিরছিলেন। সেই সময় প্রতিবাদ এই কর্মসূচির মধ্যে ঢুকে পড়ে গাড়িটি। পুলিশ ওই গাড়িচালককে আটক করেছে।

কাজের দাবিতে কারখানার গেট আটকে বিক্ষোভ-ধরনা, আটক ৪০

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাজের দাবিতে ধরনায় বসে বিক্ষোভ দেখতে গিয়ে আটক হল প্রায় ৪০ জন গ্রামবাসী। বৃহস্পতিবার সকালে কাঁকসার বাঁশকোপা গ্রামের বাসিন্দারা বাঁশকোপার একটি বেসরকারি কারখানার গেটের সামনে স্থানীয়দের কাজের দাবিতে ধরনায় বসেন।

কারখানার গেট আটকে স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে কারখানায় কোনও যানবাহন প্রবেশ করতে পারেনি সকাল থেকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, কাজ পাওয়ার আশায় তাঁরা শিল্প গড়ার জন্য জমি দিয়েছিলেন। গ্রামে বহু শিক্ষিত বেকার যুবক রয়েছেন। তাঁরা আগেও বহুবার কাজের দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাজের বিষয়ে বারবার আশ্বাস দিলেও, প্রতিশ্রুতি মতো কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। বারবার বিক্ষোভ দেখিয়েও কাজের কাজ কিছুই না হওয়ায় বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কারখানার গেটের সামনে গ্রামবাসীরা ধরনায় বসেন। কারখানার গেটের সামনে বাঁশকোপা গ্রামের বাসিন্দাদের বিক্ষোভে জেরে কারখানার ভেতর শ্রমিকরা এবং কোনও যানবাহন প্রবেশ করতে পারেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বচসা শুরু হয়ে যায়। কারখানার গেটের সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে নামানো হয় কমব্যাট ফোর্স। কাঁকসা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা বলা হলে গ্রামবাসীরা তা না মানলে প্রায় ৪০ জন বিক্ষোভকারীকে আটক করে কাঁকসা থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে কারখানার ভেতরে যানবাহন প্রবেশ করান পুলিশকর্মীরা।

BISHNUPUR PUBLIC B.Ed COLLEGE
(Composite B.Ed & D.El.Ed College) ERCAPP3829
VILL- Mansadanga,P.O– Gossainpur, P.S :-Bishnupur,Bankura,Pin-722122
9434101473, 9083265137, 9474047540

Required Assistant Professor(B.Ed Department) for the Post of History, Life Science, Music, Political Scince. Qualification required are as per Latest N.C.T.E Norms. Willing candidates are requested to send their CV to Email Id – bishnupurpublicbed@gmail.com within 2 Days Secretary

BISHNUPUR PUBLIC INSTITUTE OF EDUCATION
(Composite B.Ed & D.El.Ed College) ERCAPP3868
VILL- Siromonipur,P.O- Gossainpur P.S :-Bishnupur,Bankura,Pin-722122
9434101473, 9083265137, 9474047540

Required Assistant Professor(B.Ed Department) for the Post of Hindi, Santali ,Commarce ,Political Science ,Music, Sociology, Food & Nutrition.
Qualification required are as per Latest N.C.T.E Norms. Willing candidates are requested to send their CV to Email Id – bpie2015@gmail.com within 2 Days Secretary

BISHNUPUR MALLABHUM B.ED COLLEGE
Composite B.Ed & D.El.Ed College) ERCAPP3825
VILL- Mayrapukur, P.O– Gossainpur, P.S :-Bishnupur,Bankura,Pin-722122
9434101473, 9083265137, 9474047540

Required Assistant Professor(B.Ed Department) for the Post of Hindi, Santali, Philosophy, Fine Arts, Psychology.
Qualification required are as per Latest N.C.T.E Norms. Willing candidates are requested to send their CV to Email Id – **mallabhumbed@gmail.com** within 2 Days Secretary

BISHNUPUR PUBLIC PRIMARY TEACHERS' TRAINING INSTITUTE
(Composite B.Ed & D.El.Ed College) ERCAPP3821
VILL- Ramananda Nagar,P.O&P.S:-Bishnupur,Bankura,Pin-722122
9434101473, 9083265137, 9474047540

Required Assistant Professor(B.Ed Department) for the Post of Santali , Political science, Philosophy, Sanskrit, Music, Sociology, Food & Nutrition, Psychology.
Qualification required are as per Latest N.C.T.E Norms.
Willing candidates are requested to send their CV to Email Id – bishnupurpublicptti@gmail.com within 2 Days Secretary

উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভা
নিউ জি টি রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৫৮

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী **০৮.০৯.২০২৪** থেকে **১৩.০৯.২০২৪** পর্যন্ত উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার ভবনে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। এই উপলক্ষে নিম্নের সারণী অনুযায়ী স্বেচ্ছা ঘোষণা শিবির (Self Declaration Camp) এর আয়োজন করা হয়েছে।

তারিখ	স্থান	সময়
০৮.০৯.২০২৪ থেকে ১৩.০৯.২০২৪	উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভা ভবন	দুপুর ১২টা থেকে ৩ ঘটিকা পর্যন্ত

বিষদে জানবার জন্য উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার জনস্বাস্থ্য ও জঞ্জাল অপসারন দপ্তরে যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ নম্বর-৯৪৭৭৪৫৫৫৫৫

স্বা/- **কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক**
উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার

SBI **এসবিআই আমহার্স্ট স্ট্রিট শাখা (০১৮০০)**
১বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯
ই-মেল: sbi.01800@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী মনোজ কুমার কুর্মি এবং শ্রী অরিজিৎ মাইতি, যিনি **এসবিআই বাগবাজার শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন (**২০.০৯.২০২৪**) **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী মনোজ কুমার কুর্মি এবং শ্রী অরিজিৎ মাইতি

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২১.০৯.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২০.৩২০ নিট ওজন ১৮.৮৯০	১টি রিস্টলেট
২.	২১.০৯.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ৪.৯৫০ নিট ওজন ৪.২০০	১টি লকেট + ১টি হাতের আংটি
৩.	২১.০৯.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ৩.৬০০ নিট ওজন ৩.০৮০	২টি কানের দুল

তারিখ: ০৬.০৯.২০২৪
স্থান: আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI **এসবিআই রঘুনাথপুর শাখা (০৮৫৪৪)**
বরাকর রোড, পোস্ট- রঘুনাথপুর, জেলা- পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২৩১৩৩, ই-মেইল: sbi.08544@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর নং ৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৪.০৫.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা - **১. মহঃ জামিল আহমেদ পিতা-মরহুম ফকরুদ্দিন ২. সাবিহা নাজ স্বামী- মহঃ জামিল আহমেদ** -কে নোটিশে উল্লিখিত **৫৮,৩৬,১৬৩.২২ টাকা + ইউআরআই এবং ০২.০৫.২০২৪ (তারিখ) থেকে সুদ (আটান্ন লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশো তেষট্টি টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র)** পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এক্টের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৫৮,৩৬,১৬৩.২২ টাকা + ইউআরআই এবং ০২.০৫.২০২৪**(তারিখ) থেকে আরও সুদ তদুপরি খরচ, ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রঘুনাথপুর শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : মহঃ জামিল আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফকরুদ্দিন এবং সাবিহা নাজ, স্বামী মহঃ জামিল আহমেদ।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫মতল, ওয়ার্ড নং ৫৮ কেএমসি, অ্যাকটিভ গ্রিন টাওয়ার নং ১, ১০ নং পেমেন্টাল গার্ডেন লেন, কলকাতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০১৫।
চৌহদ্দি :- উত্তরে : ১০, প্রভুরাম সরকার লেন, **পূর্বে :** পেমেন্টাল গার্ডেন লেন, **দক্ষিণে :** পেমেন্টাল গার্ডেন লেন, **পশ্চিমে :** ৯এ এবং ৯বি, পেমেন্টাল গার্ডেন লেন।

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৪
স্থান: রঘুনাথপুর
অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

সার্কেল SASTRA মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের [illegible] অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি [illegible] তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি [illegible] ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হও[illegible] উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারে[illegible] জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য [illegible] পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে [illegible]
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি স[illegible] লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ [illegible]

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) সন্তোষ দত্ত, স্বত্বা : মেসার্স নিউ শীলা জুয়েলারিজ, পিতা সুনীল কুমার দত্ত খ) নিমতলা চুনাখালি (০৭০০২০)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ [illegible] প্লট নং আরএস [illegible] এলআর ২৬৭৫, [illegible] একর, জমির শ্রেণি [illegible] : বহরমপুর, জেলা [illegible] রেজিস্ট্রিকৃত এডিএ[illegible] দত্ত, পিতা সুনীল [illegible] :বহরমপুর, জেলা [illegible] সম্পত্তি, দক্ষিণে : [illegible]	ক) ০৫.০৬.২০২৪ খ) ০৩.০৯.২০২৪ গ) ২০,৭১,৪৫০.৭৭ টাকা [illegible]

তারিখ : ০৫.০৯.২০২৪
স্থান : বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

খসড়া নোটিশ
সিটি সিভিল কোর্ট -কলকাতা
মাননীয় ৫ম বেঞ্চ সমীপে
স্বত্ব মামলা নং ৮৪২ - ২০১১ সালের

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : ১৯৫৫ সালের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আইনের অধীনে গঠিত একটি কর্পোরেট সংস্থা, স্থানীয় প্রধান অফিস "সমৃদ্ধি ভবন", ১-স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা : ৭০০০০১ এবং অন্যান্য স্থানের সঙ্গে ইলিয়ট রোড শাখা, ৫৪-রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, থানা : পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৬ ঠিকানায় ব্যবসা পরিচালনকারী এবং বর্তমানে সংস্থার অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থিত অফিস স্ট্রেসড অ্যাসেট রিকভারি শাখা, ৯বি, এসপ্ল্যানেড রয় (পূর্ব),থানা : হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৬৯।
..... আবেদনকারী
-বনাম-
আনওয়ার কমল সিদ্দিকি, পিতা জাহুর আহমেদ সিদ্দিকি, মেসার্স বোম্বে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস নামে ব্যবসা পরিচালনকারী, সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হিসেবে, অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বি/৪৫/এইচ/৬-মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী রোড, কলকাতা : ৭০০০১৭ এবং সাকিন ৪৫-নর্থ রেঞ্জ, থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা : ৭০০০১৭।
...বিবাদিগণ
আনওয়ার কমল সিদ্দিকি
অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, আবেদনকারী ২৬.০৪.২০১১ তারিখে ৫,৮১,৪২১.৯৯ টাকা দাবি করে আপনাদের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেছেন এবং আপনাদের ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত মতে আইনজীবী মারফত যাতে সকল সংশ্লিষ্ট মামলার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম এবং/বা কোনও ব্যক্তিকে সঙ্গে আনতে পারেন যিনি সংশ্লিষ্ট মামলা বিষয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হিসেবে ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় আদালত সমীপে হাজির হতে সমন জারি করা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট দাবি বিষয়ে উত্তরদানের জন্য এবং আরও আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনাদের সমর্থনে লিখিত বিবৃতি দাখিল এবং নথি সমূহ যা আপনাদের হেফাজতে রয়েছে বা যে অধিকার বলে আপনারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বপক্ষ সমর্থন করতে পারেন বা উল্লিখিত দাবি বা পরিবর্ত দাবি করতে পারেন এবং আপনাদের স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য হেফাজতে থাকা নথি বা ক্ষমতায়ণ চুক্তি নথি বা প্রামাণ্য নথি যা আপনাদের স্বপক্ষ সমর্থনের বা দাবির বিষয়ে বা পরিবর্ত দাবির তালিকা সংশ্লিষ্ট লিখিত বিবৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে।
আরও অবগত হোন যে, উল্লিখিত তারিখে এবং সময়ে আপনাদের অনুপস্থিতি সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানি হবে এবং আপনাদের অনুপস্থিতিতেই একতরফাভাবে শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
তারিখ : ০২.০৭.২০২৪
আদেশক্রমে
স্বা/-
চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার
সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা

ফর্ম নং ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]
রিকভারি অফিসারের কার্যালয় - I/II
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার, সেভক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি বিজ্ঞপ্তি
দ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩ এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন -এর অধীন এবং ইনকাম ট্যাক্স এক্ট, ১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি
আরসি/২২১/২০২৩ ০৭/০৮/২০২৪
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(পূর্বেকার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)
বনাম
মেসার্স অ্যাবেট পলিক্লিনিক অ্যান্ড ডায়গনস্টিক সেন্টার এবং অন্যান্য
প্রতি,
(সিডিএস)
১. মেসার্স অ্যাবেট পলিক্লিনিক অ্যান্ড ডায়গনস্টিক সেন্টার, একটি অংশীদারী সংস্থা, যার রেজিস্টার্ড অফিস- ৬২০/২, হরি প্রিয়া মার্কেট, রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে, রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫।
২. শ্রীমতী সুমিত্রা দাস, স্বামী- শ্রী কেশব দাস এবং মেসার্স অ্যাবেট পলিক্লিনিক অ্যান্ড ডায়গনস্টিক সেন্টার -এর অংশীদার, ঋণগ্রহীতা, বাসস্থান- ব্যারেজ মোড়, রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫ -তে।
৩. শ্রীমতী দেবশ্রী মন্ডল, স্বামী- শ্রী রূপচাঁদ মন্ডল এবং মেসার্স অ্যাবেট পলিক্লিনিক অ্যান্ড ডায়গনস্টিক সেন্টার -এর অংশীদার, ঋণগ্রহীতা, বাসস্থান- দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫ -তে।
৪. শ্রী কেশব চন্দ্র দাস, পিতা- নারায়ণ চন্দ্র দাস, মেসার্স অ্যাবেট পলিক্লিনিক অ্যান্ড ডায়গনস্টিক সেন্টার -এর ব্যক্তিগত জামিনদার, বাসস্থান- ব্যারেজ মোড়, রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫ -তে।
৫. শ্রী রূপচাঁদ মন্ডল , পিতা- যুধিষ্ঠীর মন্ডল, মেসার্স অ্যাবেট পলিক্লিনিক অ্যান্ড ডায়গনস্টিক সেন্টার -এর ব্যক্তিগত জামিনদার, বাসস্থান- ব্যারেজ মোড়, রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫ -তে।
এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি **টিএ/৯২৬/২০১৭** দ্বারা পাস করা আদেশ অনুসারে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুযায়ী, **৭৪৩৭৯৬৪.৯৬ টাকা** (চুয়াত্তর লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার নয়শত চৌষিট্টি টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র) এবং সেইসঙ্গে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ বার্ষিক **১৫.৩৫% হারে** বার্ষিক সরল সুদ **২২/০৫/২০১৪** তারিখ থেকে কার্যকর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং **৭৭,০০০ টাকা** (সাতাত্তর হাজার টাকা মাত্র) মূল্য আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া হয়ে গেছে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত ভাবে)।
২. আপনাকে এতদ্বারা নোটিস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং এর বিধিগুলির অধীনে বকেয়া ঋণের পুনরুদ্ধার অনুসারে পুনরুদ্ধার করা হবে।
৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে আপনার সম্পদের বিবরণ হলফনামায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৪. আপনাকে এতদ্বারা **১৩/০৯/২০২৪ তারিখ** সকাল ১০:৩০ টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হতে আদেশ করা হয়েছে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য।
৫. উপরোক্ত রাশি ছাড়াও আপনি আরও পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ-
(ক) শংসাপত্র/সম্পাদনের প্রক্রিয়ার নোটিসের অব্যবহিত পরে শুরু সময়কালের জন্য প্রদেয় অনুরূপ সুদ।
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্য পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার পরিষেবার ক্ষেত্রে মূল্য, চার্জ এবং ব্যয়।
আমার হস্তাধীনে ট্রাইবুনালের সিলমোহরযুক্ত হল ০৭/০৮/২০২৪ তারিখে।
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থ মন্ত্রক, শিলিগুড়ি-১

কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিস - ৬ ও ৬/১, গুরগোলা ঘাট রোড, সালকিয়া
হাওড়া-711106, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
CIN: L17299WB2022PLC253035

২য় বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সদস্যদের (**"দ্য কোম্পানি"**) ২০ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে দুপুর ০১:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং (**"VC "**) অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (**"OAVM"**) সুবিধার মাধ্যমে ব্যবসায় লেনদেন করার জন্য, যেমন কোম্পানির 2nd AGM আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সভার স্থানটি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস হবে। উল্লিখিত নোটিশ এবং F.Y এর বার্ষিক প্রতিবেদন 2023-24 বৃহস্পতিবার, 5 সেপ্টেম্বর, 2024 এ সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি এবং/অথবা RTA স্কাইলাইন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে নিবন্ধিত এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **https://www.karnikaindustries. com/**

এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর জন্য নির্দেশাবলী

সদস্যরা নোট করতে পারেন যেঃ

1) দূরবর্তী ই-ভোটিং (এজিএমের স্থান ব্যতীত অন্য স্থান থেকে ই-ভোটিং) এবং এজিএম-এ ভোট দেওয়ার জন্য যোগ্য সদস্যদের নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কাট-অফ তারিখ হল বৃহস্পতিবার, 19ই সেপ্টেম্বর, 2024 অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সদস্যরা ভোট দেওয়ার একটি মাত্র পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন, হয় মিটিংয়ে ভোট দিয়ে বা দূরবর্তী ই-ভোটিং। সদস্যরা যদি দূরবর্তী ই-ভোটিং বেছে নেয়, তাহলে তাদের মিটিংয়ে ভোট দেওয়া উচিত নয় এবং এর বিপরীতে। যাইহোক, একবার কোনও সদস্য দ্বারা একটি রেজোলিউশনের উপর একটি ই-ভোট দেওয়া হলে, এই জাতীয় সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে বা আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না। যে সদস্যরা সভার তারিখের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা মিটিংয়ে যোগ দিতে এবং মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
2) ভোটের সময়কালে 24 শে সেপ্টেম্বর, 2024 মঙ্গলবার সকাল ০৯:০০ এ শুরু হবে এবং বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে। শুক্রবার, 27শে সেপ্টেম্বর, 2024। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা, কাট-অফ তারিখ (রেকর্ড তারিখ) অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, 19ই সেপ্টেম্বর, 2024 ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন।
3) যেকোন ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন, কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, 19ই সেপ্টেম্বর, 2024-এ শেয়ার ধারণ করেন, তিনি পাঠাতে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ।
4) কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা কল করতে পারেন 022-4886 7000 এবং 022-2499 7000 অথবা evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠান।

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
এসডি/-(মুসকান মুন্দ্রা)
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
(ACS 71679)

তারিখ : 06.09.2024
স্থান : হাওড়া

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে
মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U51109WB2003PTC096541
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড,
গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডের (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর)** এর সম্পদসমূহ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে' এবং 'কোনো পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** ভিত্তিতে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে। উক্ত বিক্রির প্রস্তাব কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই সম্পাদিত হবে।

নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত মতে প্রস্তাবিত বিক্রির প্রক্রিয়াধীন সম্পদসমূহ অনলাইনে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স ই-প্রকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড-অকশন টাইগার ভায়া ওয়েবসাইট https://ncltauction.auctiontiger.net মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

প্রয়োজনীয় ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইত্যাদি দাখিল	০৬.০৯.২০২৪ থেকে ২০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত
সাইট পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ তারিখ	২০.০৯.২০২৪ থেকে ২৭.০৯.২০২৪ পর্যন্ত
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	২৭.০৯.২০২৪ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে

নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে।

নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩০.০৯.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত

সম্পদের বিস্তারিত (আইএনআর)	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	বায়না জমা দাখিল (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য
ফ্ল্যাট নং ৩০৭, ৪র্থ তল, ব্লক বি, সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা - পাঁচপাড়া, জেএল নং ৩৭, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৯, এডিএসআরও রানিহাটি (৮১০.৩১ বর্গফুট)	১০,৯৯,২৮২	১,০৯,৯২৮	৫০,০০০
ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫ম তল, ব্লক বি, সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা - পাঁচপাড়া, জেএল নং ৩৭, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৯, এডিএসআরও রানিহাটি (৮৩২.২৭ বর্গফুট)	১১,৮৬,৭০৫	১,১৮,৬৭০	৫০,০০০
প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ফার্নিচার এবং ফিক্সচার এবং অফিস সরঞ্জাম সহ	৫১,৭১০	৫,১৭১	৫,০০০
জমিন এবং আর্থিক সম্পদসমূহ	৭৬,৩৪,৯১৭	৭,৬৩,৪৯২	৫০,০০০

আগ্রহী আবেদনকারীগণ সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য সম্বলিত নথি বিস্তারিত ই-নিলাম টেন্ডার আবেদন ফর্ম, ঘোষণা এবং অঙ্গীকার, অন্যান্য ফর্ম, এবং নিয়ম এবং শর্তাদি সংশ্লিষ্ট সম্পদ সম্পর্কিত দেখতে পারেন। বিস্তারিত নথি ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য নিয়ম এবং শর্তাদি সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ পেতে পারেন ইমেল মারফত cirp.rpapls@resurgen-trp.com-তে লিখিত আবেদন করে। ইএমডি সফল ডাকদাতাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রয় অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং অসফল ডাকদাতাদের ক্ষেত্রে ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডির জন্য কোনও সুদ দেওয়া হবে না। অনুগ্রহ করে দেখুন ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদি নথি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত এবং সফল ডাকদাতার পরিমাণ প্রদানের জন্য।

লিকুইডেটর যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিল করা বা সম্প্রসারণ করা বা সংশোধন করা, ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি পরিবর্তন করতে পারেন যেকোনও সময় কোনও কারণ না দেখিয়েই। আগ্রহী ডাকদাতারা তাদের টেন্ডার দাখিলের পূর্বেই ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াধীন সম্পদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ যদি কিছু থাকে, নিজ ব্যয় সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

স্বা/-
প্রতীম বয়াল
রাজপ্রতীম এজেন্সিস প্রা. লি.-এর লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
রেজি নং - IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385

রেজি. অফিস ঠিকানা - ৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩ রেজি. ইমেল আইডি - cirp.rpapls@resurgentrp.com তারিখ - ০৬.০৯.২০২৪ স্থান - কলকাতা	প্রকল্প-যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা - ৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ যোগাযোগের নম্বর - (+৯১) ৯৯০৩৮৬৭৮২ ইমেল আইডি (নির্দিষ্ট প্রকল্প) cirp.rpapls@resurgentrp.com

---

SAHARA HOUSINGFINA CORPORATION LIMITED
CIN : L18100WB1991PLC099782
Registered & Corporate Office : 46 Dr. Sundari Mohan Avenue
Kolkata - 700014, Phone No : 33 22896708, 22890148
Email : info.saharahousingfina@gmail.com, **Website :** www.saharahousingfina.com

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Sahara Housingfina Corporation Limited (the 'Company') will be held on **Friday, September 27, 2024 at 11:30 am (IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 28th Dec' 22 read with circular dated 5th May '20, 13th Jan'21, 8th Dec'21, 14th Dec'21, 5th May' 22 and 25th Sep' 23 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Circular dated 5th Jan' 23 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively called "SEBI Circular), the company has sent the 33rd AGM Notice of the Company along with the link to the Annual Report of the Company for the year 2023-24 including the Financial Statements for the year ended March 31, 2024 ("Annual Report") **on September 04, 2024** through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company Registrars and Transfer Agent ('RTA') i.e. Link Intime India Private Limited (**"LIIPL"**).

The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company is available on the website of the Company at www.saharahousingfina.com and may also be accessed from the relevant section of the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (**'BSE'**) at www.bseindia.com. The **AGM** Notice is also available on the website of **LIIPL** at https://www.linkintime.co.in.

Remote e-voting

In compliance with Section 108, of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Companies Secretaries of India, each as amended from time to time, the company is providing to its Members, the facility of remote e-voting before and during the **AGM** in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the company has appointed Link Intime Private Limited to facilitate voting through electronic means.

The remote e-voting period begins on **Tuesday, September 24, 2024 (at 9:00 am IST) and ends on Thursday, September 26, 2024 (at 05:00 pm IST).** During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date **Friday, September 20, 2024,** may cast their vote electronically; the remote e-voting module shall be disabled by Link Intime for voting thereafter. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e., **Friday, September 20, 2024.**

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at kolkata@linkintime.co.in/instameet@linkintime.co.in. However, if he / she is already registered with Link Intime for remote E-voting then he / she can use his / her existing User ID and password for casting the vote.

The detailed instructions for joining the **AGM** through **VC / OAVM** and casting the vote through remote e-voting /e-voting at the **AGM** is provided in the Notice of AGM. Members are requested to carefully go through the same. Members, who need assistance before or during the **AGM** regarding e-voting facility and/or VC/OAVM facility, can send a request on instameet@linkintime.co.in or contact Shri Ashok Sherugar, (ashok.sherugar@linkintime.co.in / 022-4918 6000) of Link Intime Private Limited.

Notice is also hereby given that the Register of Members and the Share transfer books of the Company will remain closed from **Saturday, September 21, 2024 to Friday, September 27, 2024** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

for Sahara Housingfina Corporation Limited
Sd/-
D J Bagchi
CEO, Company Secretary & Compliance Officer
FCS 3240

Place : Kolkata
Date : September 05, 2024

বিক্রয় নোটিশ

তত্ত্ব ভ্যালুয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(CIN - U51103WB2005PTC224117)
রেজিস্টার্ড অফিস : প্লট নং ১০-১, ২ এবং ৩ ব্লক-ইপি, সেক্টর -৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯১

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,"তত্ত্ব ভ্যালুয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত (কর্পোরেট ডেটর)" চালু সংস্থা হিসেবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং তদোধীন বিধিমালা অনুযায়ী মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক গঠিত লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ বিক্রি করা হবে। ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://right2vote.in/login/ অধীনে নিলাম পরিচালিত হবে। নিলামের বিস্তারিত, নিলাম অধীন সম্পদ, সংরক্ষিত মূল্য, ইএমডি পরিমাণ এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য নিম্নোক্ত সারণি অনুযায়ী :

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	নিলামের তারিখ এবং সময়	মঙ্গলবার ৭ অক্টোবর ২০২৪, বেলা ১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
২.	টেন্ডার নথি দাখিল এবং ফেরত অংশগ্রহণ পরিমাণ দাখিলের শেষ তারিখ	শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪
৩.	বায়না জমা দাখিলের শেষ তারিখ	শনিবার ৫ অক্টোবর ২০২৪
৪.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ই-মেল	রেজি. ঠিকানা : ২৭/এ, ভট্টাচার্য পাড়া রোড, পশ্চিম বড়িশা, পো : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬৩, ইমেল আইডি ibc.tattva@gmail.com

সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (টা)	প্রাথমিক বায়না জমা (টা)	বর্ধিতকরণ মূল্য
২০১৬ সালের রেগুলেশনস (আইবিবিআই এর রেগুলেশন ৩২ (ই) অধীন (লিকুইডেশন প্রসেস) অধীনে শেয়ার এবং আর্থিক সম্পদ সহ সকল সম্পদ (নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত) কর্পোরেট ডেটরের চালু সম্পদ বিক্রি করা হবে	৫০,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)

ই-নিলাম সম্পর্কিত যেকোনও জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ করুন : শ্রী প্রতাপ মুখার্জি-লিকুইডেটর, ৯১ ৯৪৩৩১ ৬৯২১৪, ইমেল ibc.tattva@gmail.com.

ই-নিলাম পোর্টালের জন্য যোগাযোগ করুন : শ্রী নীরজ গুটগুটিয়া, -৯১ ৯৯২০৫ ৯১৩০৬, ই-মেল : neeraj@right2vote.in.

ই-নিলাম বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি, উল্লেখ্য বিস্তারিত/নথিগুলি উপলব্ধ https://right2vote.in/eauction/.

তারিখ : ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
প্রতাপ মুখার্জি, লিকুইডেটর
তত্ত্ব ভ্যালুয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) সম্পর্কিত
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P02515/2021-2022/13851
এএফএ বৈধ ২০ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : ২৭/এ, ভট্টাচার্য পাড়া রোড, পশ্চিম বড়িশা
পো : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬৩
ibc.tattva@gmail.com

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN : L45201WB1996PLC077451
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১
ফোন ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩ **ওয়েবসাইট :** www.dynamicarchistructures.com
ইমেল : info@dynamicarchistructures.com

২৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রিমোর্ট ইভোটিং সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১ ঠিকানায় দুপুর ১২.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('দি অ্যাক্ট') এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস') এর প্রযোজ্য বিধান মেনে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।

নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পন্ন : কোম্পানি ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে রিমোট ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে কোম্পানির আর্থিক বছর ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানো সম্পন্ন করেছে যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত ছিল ৩০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানি/ ডিপোজিটরি এবং শেয়ারধারকদের কাছে। এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.dynamicarchistructures.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড **www.bseindia.com**-এও পাওয়া যাবে এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting@nsdl.co.in**-এ।

উক্ত আইনের ১০৮ ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ এবং ইন্সটিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা মিটিং (এসএস-২), কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") এর দূরবর্তী ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য তার সদস্যদের সুবিধা প্রদান করেছে। কাজ করার জন্য বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ :

১. দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ৯টায় এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ রবিবার বিকেল ৫টায় শেষ হবে।
২. শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে, কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৩. ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ রবিবার বিকেল ৫টার পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না এবং একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, তাকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে বা পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৪. সদস্যদের ভোটাধিকার হবে পরিশোধিত ইক্যুইটিতে কোম্পানির শেয়ার মূলধনের শেয়ারের অনুপাতে সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী।
৫. সদস্য যারা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি বা কোম্পানির শেয়ার অর্জনকারী এবং কোম্পানির দ্বারা ইলেকট্রনিকভাবে বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন, এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করে, অর্থাৎ সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, এই ধরনের সদস্য **evoting@nsdl.co.in**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে। যাইহোক, যদি কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬. ব্যালট পেপারগুলি এজিএমের স্থানে ভোট দেওয়ার জন্য উপলব্ধ। সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরা এজিএম-এ অংশ নিতে/অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু এজিএম-এ তাদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন/অভিযোগ/সহায়তার প্রয়োজন হলে সদস্যরা এনএসডিএল-এর সাথে **evoting@nsdl.co.in**/ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০-এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা **pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com**-এ সহকারী ব্যবস্থাপক প্রীতম দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ পোরওয়াল
ডিরেক্টর
ডিন : ০০৪৯৫৪৪৪

তারিখ : ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
স্থান : কলকাতা

অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড
(CIN U51909WB1994PLC061514)
রেজি অফিস : ৩২, কে.এল. সায়গল সরণি, ৭৪০এ, ব্লক-পি, নিউ আলিপুর
কলকাতা ৭০০০৫৩
ফোন নং - ০৩৩ ২৪০০ ৬৩০০
ইমেল cs@auroimpex.com ওয়েবসাইট : www.auroimpex.com

বার্ষিক সাধারণ সভা, কাট অফ ডেট এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় যে অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেডের সদস্যদের **৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম")** অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে **শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত সাধারণ এবং বিশেষ বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য, সংশ্লিষ্ট সাধারণ সার্কুলার ৮ এপ্রিল, ২০, ১৩ এপ্রিল, ২০, ৫ মে, ২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০, ১৩ জানুয়ারি ২১, ৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) এবং সেবি সার্কুলার তারিখ ১২ মে, ২০, ১৫ জানুয়ারী, ২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে জারি করা অনুযায়ী।

আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক রিপোর্ট অ্যাক্সেস করার লিঙ্ক সহ ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ এজিএম আহ্বানের নোটিশটি মিটিংয়ে লেনদেন করা হবে এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সার্কুলারটি ইলেকট্রনিকভাবে সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন।

বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা আরও দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০ এবং সেবি-এর রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর সাথে পঠিত। কোম্পানির এজিএম-এর উদ্দেশ্যে সোমবার, ২৩.০৯.২০২৪ থেকে শনিবার, ২৮.০৯.২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত কোম্পানির সদস্য এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই বন্ধ থাকবে।

এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং পূর্বোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং শনিবার ছাড়া সমস্ত কার্যদিবসে, ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ সভার তারিখ পর্যন্ত।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ অনুযায়ী এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ধারা ৪৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে, ২১.০৯.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে কাট অফ তারিখ ২১.০৯.২০২৪ এনএসডিএল (রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এজেন্সি) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়, যেমন www.evoting.nsdl.com এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা সমস্ত বিষয়ে। যে বিনিয়োগকারীরা নোটিশ/ইমেল পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১.০৯.২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন তাদের কোম্পানির কাছে cs@auroimpex.com-এ লিখিত/ইমেল যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে তাদের ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে। ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ২৫.০৯.২০২৪ (সকাল ৯টায় আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৭.০৯.২০২৪ (বিকেল ৫টায় আইএসটি) শেষ হবে, এর পরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। যেসকল সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন তবে তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না তবে তারা শুধুমাত্র বক্তা হিসাবে নিজেদের নিবন্ধন করলেই এজেন্ডা আইটেম নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে রেজুলেশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যেহেতু এজিএম ওএভিএম-এর মাধ্যমে সার্কুলার অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই সদস্যদের দ্বারা প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা পাওয়া যাবে না। শ্রীমতি কুমকুম রাঠি, মেসার্স এম. রথি অ্যান্ড কোং-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সিপি. নং-৬২০৯), কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতাকে একটি সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে এজিএম-এ ই-ভোটিং এবং ভোটিং যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি 'হেল্প'-এর অধীনে www.evotingindia.co.in-এ উপলব্ধ 'শেয়ারহোল্ডারদের ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন অথবা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা এনএসডিএল হেল্পডেস্ক সাথে যোগাযোগ করতে পারেন evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে বা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন।

অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড'র পক্ষে
স্বা/-**রাঘব ঝুনঝুনওয়ালা**
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

সিটিলাইফ রিটেল প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
CIN : U52100WB2006PTC111555
লিকুইডেটরের ঠিকানা : পি-১, হাইড লেন স্যুট নং ৭বি, ৮ম তল, কলকাতা - ৭০০০৭৩;
যোগাযোগ : +৯১ ৯৪৩৩০১৩৯৭৯, ইমেল : anneelsaraogi@gmail.com, cirp.citylife@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

রেজিস্টার্ড অফিস : কে.এম.সি প্রেমিসেস নং ১৪ কংগ্রেস এগজিবিশন রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ,
লিকুইডেটরের ঠিকানা : পি-১, হাইড লেন স্যুট নং ৭বি, ৮ম তল, কলকাতা - ৭০০০৭৩;

লিকুইডেটর দ্বারা প্রদত্ত ই-নিলামের মাধ্যমে একটি চালু সংস্থা হিসাবে সিটিলাইফ রিটেইল প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন) ('কোম্পানি') কোম্পানির বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হল (মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের আদেশ)। কোম্পানিটিকে ভারতের দেউলিয়া এবং দেউলিয়াত্ব বোর্ডের রেগুলেশন ৩২ (ই) এবং (এফ) অনুসারে একটি চালু সংস্থা হিসাবে বিক্রি করার প্রস্তাব করা হয়েছে (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬ **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের জন্য উল্লিখিত প্রস্তাবটি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে কোম্পানীর বিক্রয় সম্পর্কিত আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, সিটিলাইফ রিটেইল প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন) ('কোম্পানি') চালু সংস্থা হিসাবে বিক্রি করা হবে (নগদ, ফিক্সড ডিপোজিট, মেয়াদী আমানত ব্যতীত) এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, ব্লক সি অনুযায়ী এড়িয়ে চলা লেনদেন) রেগুলেশন ৩২ এর ধারা (ই) অনুসারে বা আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩২(ডি) অনুযায়ী পার্সেলে সম্পদের সেট হিসাবে, (১২.০২.২০২৪ পর্যন্ত সংশোধিত) যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যেমন অবস্থায় আছে, কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত, ব্লক বি এবং/বা অনুযায়ী (অ্যাভয়েডেন্স লেনদেন পুনরুদ্ধারের মামলা, ব্লক সি) সিপিইউ, অফিস চেয়ার, পোর্টেবল ফ্যান, স্প্লিট এ/সি, এইচপি প্রিন্টার, সার্ভার সিস্টেম X34000 M3 সমন্বিত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তিনটি (৩) ব্লকে ভারতীয় দেউলিয়া এবং দেউলিয়াত্ব বোর্ড (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৩ এর সাব-রেগুলেশন (১) অনুসারে।

ব্লক নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
	কর্পোরেট ডেটর চালু সংস্থা হিসেবে, ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী (১২.০২.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত) মতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সম্পদ ব্যতীত।			
ক)	**সিটিলাইফ রিটেল প্রাইভেট লিমিটেড** চালু কোম্পানি হিসেবে বিক্রি-**"যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** নগদ, স্থায়ী আমানত,মেয়াদি দাখিল এবং ব্যাঙ্কের জমা, অগ্রাহ্যকারী লেনদেন বিষয় -ব্লক সি অনুযায়ী ব্যতীত।	২৩,৫০,৫৯, ৩০০.০০ টাকা,	২,৩৫,০৫, ৯৩০.০০ টাকা,	৫ লাখ টাকা
খ)	**সীমাবদ্ধ সম্পদ -প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সিপিইউ, অফিস চেয়ার, পোর্টেবল ফ্যান, সপ্লিট এ/সি, এইচপি প্রিন্টার, সার্ভার সিস্টেম এক্স৩৪০০০ এম ৩,**	৯,০০০.০০ টাকা	৯০০.০০ টকা	১,০০০.০০ টাকা
	সীমাবদ্ধ সম্পদ -অগ্রাহ্যকারী লেনদেন থেকে আদায়ীকৃত			
গ)	**অগ্রাহ্যকারী লেনদেন থেকে আদায়ীকৃত** -আবেদন দাখিলকৃত ২০১৬ সালের আইবিসি কোড এর ধারা ৪৩,৪৫,৪৯ এবং ৫০ অধীনে মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ সমীপে পরিমাণ ৩৬৮.৯৬৯ কোটি টাকার জন্য। বর্তমান অবস্থান : শুনানি জারি রয়েছে।		২৫,০০, ০০০.০০ টাকা	৫ লাখ টাকা

নিলামের প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য :

১. ব্লক সি অনুযায়ী সম্পদ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ cirp.citylife@gmail.com ইমেলের মাধ্যমে বিস্তারিত পাওয়া যাবে। সম্পদের ব্লকের জন্য ন্যূনতম সংরক্ষিত মূল্য বরাদ্দ করা হয়নি সি অধীনে সম্পদের আগ্রহী দরদাতারা প্রতিটি ব্লকের বিপরীতে উল্লিখিত ন্যূনতম ইএমডি পরিমাণের সাথে তাদের টেন্ডার জমা দিতে পারে। বি থেকে সি ব্লকের সম্পদের জন্য সফল দরদাতার বিডের পরিমাণ গ্রহণ, অনুমোদন এবং ঘোষণা স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন কমিটি (এসসিসি) এর অনুমোদন সাপেক্ষে হবে এবং লিকুইডেটর এবং/অথবা স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন কমিটি (এসসিসি) পুনরায় ডাকের অধিকার সংরক্ষণ করে। প্রদত্ত পরিমাণ সন্তোষজনক না পাওয়া গেলে পুনরায় পরিশোধের জন্য দরদাতারা ব্লক সি অনুযায়ী সম্পদের সাথে সম্পর্কিত অগ্রিম অর্থপ্রদানের সাথে, পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত ফাইলের মাধ্যমে আলাদাভাবে, ইমেলের মাধ্যমে প্রস্তাব নথি জমা দিতে পারে, এই ধরনের সম্পদ দখলের জন্য প্রস্তাবের বিশদ শর্তাবলী উল্লেখ করে।
২. এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা ছাড়া সমস্ত ব্লক একে অপরের থেকে স্বাধীন। দরদাতারা ১টির বেশি ব্লকের জন্য বিড করতে পারেন। যাইহোক, ব্লক বি থেকে সি পর্যন্ত সম্পদের নিলাম স্থগিত/বাতিল হতে পারে, যদি বি ব্লক এ-এর অধীনে বিডগুলি পাওয়া যায়।
৩. ব্লক এ-বি এবং সি-এর জন্য প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ নিলামের তারিখ এবং সময় **০৪.১০.২০২৪** সকাল ১০.৩০টা ব্লক বি থেকে সি - ব্লকএ-এর অধীনে নিলাম শেষ হওয়ার পরে, বা ব্লকের জন্য নিলাম স্থগিত না হলে।
৪. যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **২৪.০৯.২০২৪।**
৫. সাইট পরিদর্শন, যথাযথ পরিশ্রম এবং নিলামের অধীনে সম্পদ পরিদর্শনের শেষ তারিখ **২৮.০৯.২০২৪**।
৬. ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **০১.১০.২০২৪** সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যে।

দ্রষ্টব্য : আগ্রহী দরদাতাদের তাদের আগ্রহের অভিব্যক্তি জমা দেওয়ার এবং অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম বিড ফর্ম, যোগ্যতার মানদণ্ড, দরদাতার ঘোষণার শর্তাবলী এবং সম্পদ বিবরণ সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি পড়ার পরে এবং তাতে সম্মত হওয়ার পরে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **ইওআই ডকুমেন্ট** cirp.citylife@gmail.com ইমেলের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। এটি মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ দ্বারা উল্লিখিত কর্পোরেট দেনাদারের লিকুইডেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য সময়সীমা সম্প্রসারণ সাপেক্ষে।

স্বা/-
অনিল সারাওগী-লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P01320/2018-19/12009
এএফএ নং : AA1/12009/02/300625/107014 বৈধ ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত
ই-মেল আইডি : anneelsaraogi@gmail.com/cirp.citylife@gmail.com
যোগাযোগ নং : +৯১ ৯৪৩৩০১৩৯৭৯

তারিখ : ০৬.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড
(কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : L15520WB1960PLC024710)
রেজিঃ অফিস : "অ্যালেপে কোর্ট", ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড,
কলকাতা-৭০০০২০, পঃবঃ
ফোন : (০৩৩)২২৮১৭০০১, **ই-মেল :** cs@obl.org.in, **ওয়েবসাইট :** www.obl.org.in

৬৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধের নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সকাল ১১:০০টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম")** এর মাধ্যমে ১৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেন করতে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং সেখানে প্রণীত বিধি এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস") এর প্রযোজ্য বিধানগুলি মেনে এজিএম আহ্বান করা হবে। সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১ এবং ০২/২০২২ তারিখ ০৮.০৪.২০২০, ১৩.০৪.২০২০, ০৫.০৫.২০২০, ১৩.০১.২০২১ এবং ০৫.০৫.২০২২ যথাক্রমে এবং সাধারণ সার্কুলার নং ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ সার্কুলারস) দ্বারা জারি করা অন্যান্য সকল প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি এবং সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২.০৫.২০২০ এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫.০১.২০২১, সার্কুলার নং. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 তারিখ ১৩.০৫.২০২২ এবং সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ০৫.০১.২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") দ্বারা জারি করা, একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম অনুষ্ঠিত করার অনুমতি দিয়েছে।

আইনের ১০৮ ধারার বিধান অনুসারে এবং উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানিটি ৩১ মার্চ, ২০২৪ ('বার্ষিক প্রতিবেদন') সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ প্রেরণ সম্পূর্ণ করেছে ০৫.০৯.২০২৪ তারিখে ইমেলের মাধ্যমে, সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/কোম্পানীর নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে ('ডিপোজিটরি') সাথে নিবন্ধিত। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.obl.org.in**-এও পাওয়া যায়।

কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রুল ২০-র রেগুলেশন ৪৪ -এর সাথে পঠিত, সদস্যদের এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং দ্বারা উল্লিখিত নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায়ের আইটেমগুলিতে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রদান করার সুবিধা প্রদান করছে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল') দ্বারা প্রদত্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। বিধি অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হল :

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে **বুধবার, ২৫.০৯.২০২৪ সকাল ৯.০০টায়** এবং শেষ হবে **২৭.০৯.২০২৪ শুক্রবার বিকেল ৫.০০টায়** তারপরে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা সিডিএসএল দ্বারা ব্লক করা হবে।
২. ২১.০৯.২০২৪ তারিখের কাট-অফ তারিখ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যরা, ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করে, ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারে।
৩. সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সভায় তাদের ভোট দিতে সক্ষম হবেন যদি তারা রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা না পান। এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং দিতে অনুগ্রহ করে এজিএম নোটিশের নোটে উল্লেখিত নির্দেশাবলী পড়ুন। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ভোট প্রদান করা হলে সদস্যদের এজিএম-এ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৪. সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু সভায় আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৫. একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তিনি এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৬. এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং পদ্ধতিটি সমস্ত সদস্যদের কাছে নির্ধারিত মোডে পাঠানো হয়েছে এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.obl.org.in**-এও উপলব্ধ রয়েছে, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলি যেমন বিএসই লিমিটেড **www.bseindia.com** এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড **www.cse-india.com** এ এবং সিডিএসএল **www.evotingindia.com** এ।
৭. যেকোন ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পর এবং ২১.০৯.২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি সিডিএসএল-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে তাদের লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন **helpdesk.evoting@cdslindia.com** বা কোম্পানির কাছে **cs@obl.org.in** এ অথবা তার নিবন্ধিত অফিসে ডাকযোগে। যাইহোক, রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
৮. ফিজিক্যাল/ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের ইমেল ঠিকানা/মোবাইল নম্বর কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য যাতে নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন এবং/অথবা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানের জন্য লগইন বিশদ পাওয়া যায় এজিএমে ই-ভোটিং সহ সুবিধা।
৯. এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, দয়া করে সিডিএসএল ওয়েবসাইটে **www.evotingindia.com**-এ সহায়তা বিভাগের অধীনে পাওয়া প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী দেখুন বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ই-মেইল লিখুন। যারা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত অভিযোগের সমাধান করবেন বা টোল ফ্রি নম্বরে **১৮০০ ২১০ ৯৯১১** সিডিএসএল-এর সাথে যোগাযোগ করবেন।

আইনের ধারা ৯১ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০ ধারার বিধান অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **সোমবার, ২৩.০৯.২০২৪ থেকে শনিবার, ২৮.০৯.২০২৪ তারিখ** (উভয় দিন সহ) **পর্যন্ত বন্ধ থাকবে** এজিএমের উদ্দেশ্যে।

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
জিয়ুত প্রসাদ
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০৯.২০২৪

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN: L92419WB1989PLC046487
রেজি.অফিস : "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা : ৭০০১০৬
ফোন : (০৩৩) ৬৬২৮৫৫২৮/৫৫১৮, ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com
ই-মেল : niccopark@niccoparks.com

১৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখের নোটিশের সংশোধনী ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)অনুষ্ঠিত হবে ১৩ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখ বেলা ৩ টায় ভারতীয় মানক সময় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং /অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস ("ভিও/ওএভিএম") মাধ্যমে

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

উল্লেখ্য ১৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখের কোম্পানির ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আহ্বায়ক নোটিশ সম্পর্কিত যা শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক অশোক ব্যানার্জি (ডিন : ০৬৮৮৪৬৭০) ডিরেক্টর বোর্ড থেকে ৩১ আগস্ট ২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর হিসেবে পদত্যাগ করায় এজিএম নোটিশের সাধারণ বিষয় দফা নং ৩ (সংশ্লিষ্ট পদত্যাগী অধ্যাপক অশোক ব্যানার্জির ডিরেক্টর হিসেবে পুনর্নিযুক্তি বিষয়ে) সংশোধনী ইস্যু করার মাধ্যমে প্রত্যাহৃত হল।

সংশ্লিষ্ট এই সংশোধনী বয়ান ১৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখের এজিএম নোটিশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য, বন্টিত শেয়ারহোল্ডারগণকে। এই সংশোধনী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.niccoparks.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট : www.bseindia.com থেকেও।

সকল শেয়ারহোল্ডারকে অনুগ্রহপূর্বক অনুরোধ করা হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট হালনাগাদ সম্পর্কে অবহিত হতে। ১৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখের এজিএম নোটিশের অন্যান্য সকল অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট-কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক
এসিএস ২০৭১৪

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০৯.২০২৪

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51909WB1940PLC010070
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata - 700 001;
Phone No.: 033-22487406/07
Email: investors@somatextiles.com, Website: www.somatextiles.com

MODIFICATION TO THE EIGHTY-SIXTH (86TH) ANNUAL REPORT WHICH WAS CIRCULATED ON 13TH AUGUST, 2024

We draw attention of all the Shareholders of Soma Textiles & Industries Limited ("the Company") to the Notice dated 13th August, 2024 for convening the 86th Annual General Meeting of the Company ("AGM" / "the Notice") to be held on Saturday, 7th September, 2024 at 11.00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"). The 86th AGM Notice along with the Directors' Report has already been dispatched/ emailed to all the Shareholders of the Company on Tuesday, 13th August, 2024 in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder.

Subsequent to the issuance of the 86thAnnual Report, the Company found an inadvertent / typographical error under the Directors' Report of the 86thAnnual Report. Accordingly, this modification/alteration is being issued to the Shareholders of the Company. This modification shall form an integral part of and should be read in conjunction with the 86th Annual Report of the Company.

BELOW IS THE MODIFICATION :

Point no. 2 under the head Dividend to the Directors' Report of the 86th Annual Report shall now be read as "The Board of directors of your company have not recommended any dividend for the Financial Year ended 31st March, 2024, considering the needs for capital conservation and appreciation/ conserving the profit.

On and from the date hereof, the 86thAnnual Report shall always be read in conjunction with this modification which is also being uploaded on the website of the Company at www.somatextiles.com and on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

All other contents of the 86th Annual Report save and except as amended / clarified by this Addendum, shall remain unchanged.

By order of the Board
For **Soma Textiles & Industries Limited**
Sd/-
(Reena Prasad)
Company Secretary
M. No.: A 53284

Place : Kolkata
Date : 5th September, 2024

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড
(CIN: L17125WB1996PLC081382)
রেজি. অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭৩
ফোন: +৯১ ৯৮৩০২১১৩১৬, **ইমেল:** financeho@reliancejute.com, **ওয়েবসাইট:** www.reliancejute.com

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, সদস্যদের রেজিস্টার বন্ধ করা এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেডের ("কোম্পানি") ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৪.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') -এর মাধ্যমে কোম্পানির ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা ব্যবসায়িক লেনদেন করার জন্য এবং কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭৩ কে সভার স্থান হিসাবে গণ্য করা হবে।

কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") -এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেসন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর সঙ্গে পঠিত ৫ মে, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের ০৯/২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") দ্বারা জারি করা এবং সেবি দ্বারা জারি করা মাস্টার সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ- ৭ অক্টোবর, ২০২৩ এবং এমসিএ এবং সেবি দ্বারা প্রযোজ্য অন্যান্য সার্কুলার সহ (এরপরে সম্মিলিতভাবে 'সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), অনুসারে কোম্পানির এজিএম ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") -এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

আরও, উপরোক্ত সার্কুলার অনুসারে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের কোম্পানির এজিএম আহ্বান এবং সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বৃহস্পতিবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি এবং/অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি) ('ডিপি') -তে নিবন্ধিত রয়েছে।

এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর জন্য নির্দেশাবলী:

১) সেকসন ১০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, আইনে যদি থাকে, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ এর সাথে পঠিত অনুসারে, কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের এজিএমে প্রস্তাবিত প্রস্তাবে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সদস্যদের ভোট দেওয়ার সুবিধা এবং এজিএম চলাকালীন ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") দ্বারা সরবরাহ করা ই-ভোটিং সহ ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণের সুবিধাও রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট।
২) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ৯.০০টা (আইএসটি) -এ শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫.০০ টার (আইএসটি) পরে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। এজিএমেও ই-ভোটিং উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন।
৩) এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বেনিফিসিয়াল ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ('কাট-অফ ডেট') পর্যন্ত কেবলমাত্র এজিএমে রিমোট ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৪) যে সকল সদস্যরা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের পরে এবং কাট-অফ তারিখের আগে শেয়ার অর্জন করেছেন তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য গৃহীত প্রক্রিয়ার জন্য এজিএমের বিজ্ঞপ্তিটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৫) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোড/ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের এবং যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য এজিএম চলাকালীন রিমোটে ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএমে যোগ দেওয়ার নির্দেশনাও এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
৬) যেসকল সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
৭) কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মিসেস কাঞ্চন যাদব (এফসিএস ১২৮৪৫, সিপি ১৪৯৩৯), কেওয়াই এন্ড অ্যাসোসিয়েটস এর স্বত্বাধিকারী, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ভোট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেছেন।
১. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়া সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং **www.evoting.nsdl.com** -এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল পড়ুন বা (০২২) ৪৮৪৬ ৭০০০ নম্বরে কল করুন অথবা শ্রী অমিত বিশাল, ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনএসডিএল বা মিসেস পল্লবী মাহত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল -কে **তাদের মনোনীত ই-মেইল আইডি amitv@nsdl.com বা pallavid@nsdl.com** -এ অনুরোধ পাঠান। ঠিকানা- ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, ৪র্থ ফ্লোর, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বাই-৪০০০১৩।

এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.reliancejute.com**, দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড -এর ওয়েবসাইটে **www.cse-india.com** -এ উপলব্ধ করা হয়েছে যেখানে ইকুইটি শেয়ারগুলি কোম্পানির তালিকাভুক্ত এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** -এও উপলব্ধ।

ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের এবং যারা তাদের ই-মেইল বা কেওয়াইসি বিশদ আপডেট করেননি তাদের ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বিশদ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

শেয়ারহোল্ডারদের লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/MRSO/MIRSO-POD-1/P/CIR/2023/37 তারিখ- ১৬ মার্চ, ২০২৩-এর বিধান অনুযায়ী (সেবি মাস্টার সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 তারিখ- ৭ মে, ২০২৪ এর একটি অংশ হিসাবে সংযুক্ত), ফিজিক্যাল আকারে শেয়ারধারী সকল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্যান, মনোনয়নের পছন্দ, যোগাযোগের বিশদ (পিন সহ পোস্টাল ঠিকানা) এবং মোবাইল নম্বর), ব্যাংক এ/সি বিবরণ এবং তাদের সংশ্লিষ্ট ফোলিও নম্বরের নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

শেয়ারহোল্ডাররা এস. কে. ইনফোসলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-এর সাথে নির্ধারিত ফর্ম আইএসআর-১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলিতে উল্লেখিত বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করতে পারেন, এছাড়াও, শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.reliancejute.com -এ প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি অ্যাক্সেস করতে পারেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বলেও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল।

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেডের জন্য
স্বা/-
(রাহুল আগরওয়াল)
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

নবান্ন অভিযানে পুলিশকে মারধরের অভিযোগে ধৃত

এবার সাসপেন্ড কাঁকসার বিডিও অফিসের গ্রুপ ডি কর্মী শুভঙ্কর

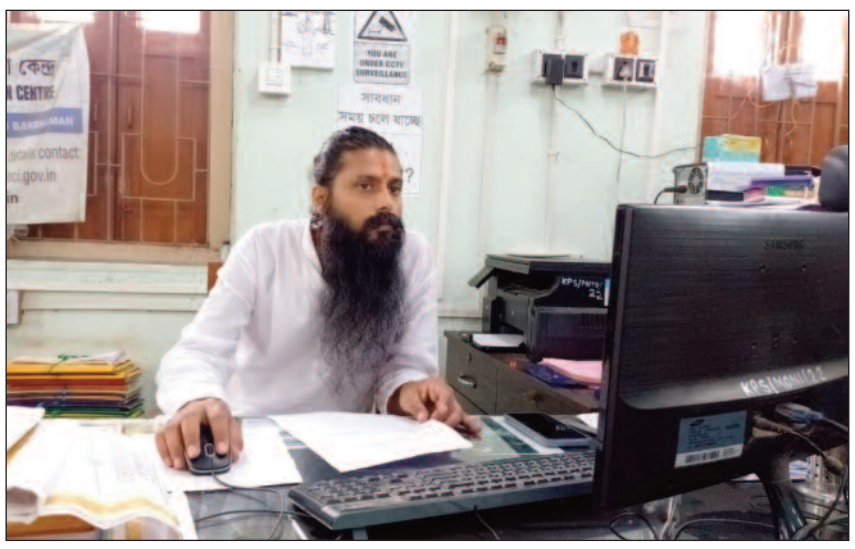

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার অভিযোগে দোষীদের শাস্তির দাবিতে ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে গত ২৭ অগস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ। সেই অভিযানে যোগ দেন কাঁকসা বিডিও অফিসের গ্রুপ ডি কর্মী শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন পুলিশকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। পুলিশকে মারধর করার অভিযোগে গত ২৮ অগস্ট সকালে তাঁকে দুর্গাপুরের কালীগঞ্জ এলাকার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে হাওড়া জেলা পুলিশ। এরপর শুরু হয় তাঁর বিচার। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গত মঙ্গলবার তিনি কাজে যোগ দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে কাজে যোগ দেওয়ার পরই তাঁকে সাসপেনশন লেটার ধরিয়ে দেওয়া হয়।

শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাঁকে সাসপেন্ড হতে হয়েছে। এদিন তিনি কাজে যোগ দেওয়ার পরই তাঁকে কাঁকসার যুগ্ম বিডিও তাঁর রুমে ডেকে পাঠান। যুগ্ম বিডিওর কাছে যেতেই তাঁর হাতে সাসপেনশন লেটার ধরিয়ে দেওয়া হয়। জেলাশাসকের নির্দেশে গত ২৮ তারিখ থেকে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কারণ তিনি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এই মর্মে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জেলাশাসক দপ্তর থেকে তাঁর কাছে লেটার দেওয়া হয়।

তাঁর দাবি, বেআইনি সরকারের বেআইনি সাসপেন্ড এটা। তিনি আইনের পথে তাঁর এই সাসপেনশনের প্রতিবাদে আইনি লড়াই চালাবেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে দু'টি শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়। প্রথমটির উত্তর দেওয়ার আগেই ফের একটি শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়। সেই নোটিশের জবাবের তারিখের আগেই তাঁকে বৃহস্পতিবার সাসপেনশন নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যা পুরোপুরি বেআইনি। তাঁরা সত্যের পথে আন্দোলন করছেন এবং তাঁদের আন্দোলনটাকে দমানোর জন্য নানান ভাবে কৌশল করে এই ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে সরকার। যদিও তাঁরা কোনও ভাবেই ভীত নন।

তাঁর দাবি, ওই দিন পুলিশকে তিনি মারধর নয়, উলটে পুলিশকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন যতদিন না আরজি করের ঘটনায় পরিবার বিচার পাচ্ছে।

ইসিএল আবাসনে উদ্ধার জোড়া দেহ

স্ত্রীকে খুন করে স্বামীর আত্মহত্যার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বৃহস্পতিবার সকালে মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুইশোল কলোনি এলাকার একটি আবাসন থেকে উদ্ধার হয় স্বামী-স্ত্রীর মৃতদেহ। মৃতদের নাম ধনঞ্জয় চন্দ্র (৪৮) ও বাসন্তী চন্দ্র (৪৩)। সম্পর্কে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায়, আবাসনের বেডরুমে বিছানার ওপর পড়েছিল বাসন্তী চন্দ্রের নিথর দেহ। আবাসনের বারান্দাতে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার হয় ধনঞ্জয়ের মৃতদেহ। এদিন সকালে আবাসন এলাকার এক বাসিন্দা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ওই আবাসনের খোলা জানালা দিয়ে ঘটনাটি দেখতে পান। খবর পেয়ে ভিড় জমান পাড়া প্রতিবেশীরা। ঘটনাস্থলে আসে অণ্ডাল থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ধনঞ্জয়বাবু ইসিএলের বাঁশড়া কোলিয়ারিতে কর্মরত ছিলেন। বক্তারনগরে বাড়ি হলেও, তিনি বাবুইশোল কলোনির খনি আবাসনে থাকতেন স্ত্রীকে নিয়ে। তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন বলে নিত্য কলহ লেগেই থাকত তাঁদের বলে প্রতিবেশীরা জানান। আবাসনের ভেতর স্বামী-স্ত্রীর রহস্য মৃত্যু ঘিরে এলাকায় তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। মৃত বাসন্তী দেবীর বাপের বাড়ি দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার নবঘনপুর এলাকাতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন তাঁর বাপের বাড়ির লোকজন।

মৃতা বাসন্তী দেবীর দাদা দয়ারাম দালাল অভিযোগ করেন, বোন আত্মহত্যা করেনি, তাঁকে খুন করা হয়েছে। বোনকে খুন করে জামাইবাবু আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ করেন দয়ারামবাবু। ঘটনার তদন্তে এসে সিআইবি পিণ্টু মুখোপাধ্যায় জানান, সম্ভবত নিজের স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী। তবে ময়নাতদন্তের পর এই ঘটনার সত্যতা সামনে আসবে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কাজ ছাড়ানোয় চক্রান্তের অভিযোগ

নিয়োগপত্র নিয়ে আর্জির দাবি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত ৫ জুন থেকে কর্মহীন কাঁকসার বনকাটি পঞ্চায়েতের খেরোবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দিলীপ কিস্কু। কাঁকসার বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খেরোবাড়ি এলাকার একটি পিএইচই দপ্তরের পাম্প হাউসে গত ২০২২ সাল থেকে কর্মরত ছিলেন তিনি। দিলীপ কিস্কুর অভিযোগ, গত জুন মাসের পাঁচ তারিখে কাজে যোগ দেওয়ার সময় তাঁকে বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নির্দেশে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা কাজে যোগ দিতে বারণ করেন। কী কারণে তাঁকে কাজ থেকে বার করে দেওয়া হয়, তার উত্তর তিনি পাননি। কাজ ফিরে পেতে এই বিষয়ে জেলাশাসক থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু সেই অভিযোগ জানানোর পরেও প্রশাসনিক ভাবে কোনও সুরাহা তিনি পাননি বলে অভিযোগ। তাঁর অনুমান, তাঁকে চক্রান্ত করে কাজ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে।

যদিও কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য এই বিষয়ে জানিয়েছেন, দিলীপ কিস্কু যে সময়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন, সেই সময় তাঁকে কোনও নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি বলেই যতটুকু তিনি জেনেছেন। কী ভাবে ও কে তাঁকে কাজে রেখেছিলেন সেটাও তাঁর জানা নেই। তাঁর কাছে যদি কোনও নিয়োগপত্র থাকে, তা হলে তিনি সেই নিয়োগপত্র নিয়ে আবেদন করতে পারেন। তার পর বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে। সম্ভবত তাঁকে কোনও রকম নিয়োগপত্র না দিয়েই নিয়োগ করা হয়েছিল যার কারণে প্রশাসনিক নিয়ম মেনে ওই জায়গায় স্থানীয় বেকার যুবকদের কাজে যোগদান করানো হয়েছে পিএইচই দপ্তর থেকে।

শিক্ষক দিবসে সংবর্ধনা শিক্ষানুরাগী গ্রামবাসীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: তিনি কোনও শিক্ষক নন। সাধারণ গ্রামবাসী, পেশায় ভূমিহীন পুরোহিত। তবে তিনি শিক্ষানুরাগী। সেই স্বপন চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা দেওয়া হল উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার মেদিয়া হাইস্কুলের তরফে। স্বপন বাবুর আপন বলতে তার স্ত্রী উমা চক্রবর্তী। বিগত এক বছর ধরে তিনি বিদ্যালয়কে পর্যায়ক্রমে দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি প্রদান করেছেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। এদিন বিদ্যালয়ের প্রধান এম মুনির হোসেন জানান, স্বপন বাবু বিদ্যালয়ের সময় ও অসময়ে বন্ধু দীর্ঘ সময় ধরে। আইনি জটিলতা থাকায় বিদ্যালয়ের গ্রুপ ডি এর পদ ও সামলেছেন। পরিচালন সমিতির সভাপতি অসীম ব্যানার্জি জানান, স্বপন চক্রবর্তী সাধারণের মধ্যে একজন অসাধারণ মানুষ। তিনি প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। তার এই মূর্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে জাগরিত হবে আদর্শ ও মানবিকতাকার বার্তা, ঠিক তেমনি অন্যদিকে বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হবে, আমার জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মোকদ্দিনকে অনুরোধ করব যাতে সরকারি ভাবে তাকে সম্মান প্রদান করা যায়। এদিন বিদ্যালয়ের তরফে স্বপন বাবুকে পুষ্পস্তবক, একটি শাল, একটি কলম ও স্বামী বিবেকানন্দের বই দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি অসীম ব্যানার্জি। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শঙ্কর কুমার পাল, প্রদীপ গাইন ও বিদ্যালয় সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক ও প্রাক্তন সৈনিক মালেক মণ্ডল।

অণ্ডাল বিমানবন্দরে যাত্রীর ব্যাগে মিলল দেশি রিভলভার ও কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বিমানযাত্রীর ব্যাগ থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র। অণ্ডাল কাজি নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরের ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। যাত্রীর সঙ্গে থাকা ল্যাগেজ থেকে উদ্ধার হল দেশি রিভলভার ও কার্তুজ। অভিযুক্ত দুই যাত্রীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ। ধৃত দু'জন বীরভূমের বাসিন্দা বলে খবর।

বৃহস্পতিবার মুম্বই যাওয়ার বিমান ধরতে অণ্ডালের কাজি নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে আসেন সাজেদ সুলেমান মল্লিক ও মোহাম্মদ ইকবাল নামের দুই যাত্রী। সম্পর্কে তাঁরা আত্মীয় বলে জানা যায়। বীরভূম জেলার সিউড়ি থানার সাজানোপল্লি এলাকার বাসিন্দা তাঁরা বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে ছিল চারটি ল্যাগেজ। বিমানবন্দরের ভিতর জিনিসপত্রের তল্লাশির সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা একটি ল্যাগেজের মধ্যে একটি দেশি রিভলভার ও ৬ রাউন্ড কার্তুজ পাওয়া যায়। বিমানবন্দরের নিরাপত্তারক্ষীরা উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র সহ ওই দুই যাত্রীকে আটক করে। পরে তাঁদের তুলে দেওয়া হয় অণ্ডাল থানার পুলিশের হাতে।

অভিযুক্তদের থানায় নিয়ে এসে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কী কারণে, কী উদ্দেশ্যে তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন বিষয়টি জিজ্ঞাসাবাদের পরেই জানা যাবে বলে থানার এক আধিকারিক জানান। স্বাভাবিক কারণেই যাত্রীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিমানবন্দর চত্বরে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

মেদিনীপুরে শিক্ষক দিবসে বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বেলদায় শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রমাণ লোপাটে নেতৃত্ব দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন শুভেন্দু অধিকারীর। মুখ্যমন্ত্রীর ফেস টাইমের তথ্য খতিয়ে দেখার দাবিও জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, মমতা ব্যানার্জি যতক্ষণ ক্ষমতায় থাকবেন এ রাজ্যে ধর্ষণ খুন হবে। তাই শুধু জাস্টিস নয়, স্টেপ ডাউন মমতা। নদিয়ায় ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ প্রসঙ্গে দাবি জানান শুভেন্দু।

বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, সেমিনার রুম চেঞ্জ হয়েছে, ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্মশানে অভয়ার মৃতদেহ তিন নম্বর সিরিয়ালে থাকলেও নির্মল ঘোষ টাকা দিয়ে তড়িঘড়ি সৎকার করিয়েছেন। বিনীত গোয়েলের পদক কেড়ে নেওয়া উচিত। আইনে সে কথা বলা রয়েছে। শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন, ধর্ষকদের ফাঁসি দেবেন ভালো কথা, কিন্তু যারা প্রমাণ লোপাট করল তাদের কি হবে? ধর্ষণের প্রমাণ লোপাটের নেতৃত্ব দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেস টাইমের তথ্য বার করুক সব বেরিয়ে যাবে। একের পর এক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে নিশানা করেন শুভেন্দু অধিকারী। বেলদার একটি বেসরকারি লজে বিদ্যাসাগর স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ১৬ তম শিক্ষক দিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপকদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। প্রতিটি শিক্ষাবিদদের অভয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি করে চারা গাছ এবং গীতা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ শিক্ষাবিদ শংকর গুছাইত, সমাজসেবী শুভজিৎ রায়, অমূল্য মাইতি-সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্মৃতি রক্ষা কমিটির সভাপতি রমা প্রসাদ গিরি। অনুষ্ঠান শেষে বিস্ফোরক মন্তব্য করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, হিন্দুদের জন্য শেষ নির্বাচন ২৬ সালে। হিন্দু যদি ভাগ হও হিন্দু তুমি কোতল হবে বাংলাদেশের মতো। তাই জাগুন, এই শেষ নির্বাচন, শেষ সুযোগে একে তাড়াতে হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No:- 02/2024-25
Memo No: 724/GM Dated : 04.09.2024 &
Notice Inviting e-Tender No:- 03/2024-25
Memo No: 726/GM Dated : 05.09.2024,
1st Call for N.I.e.T 02/2024-25 & N.I.e.T 03/2024-25 (Corrigendum for Sl. No. 01, 04, 06 & 17 regarding fund enclosed) is invited by this Municipal Authority for 12 nos. and 18 nos. development works in different wards under Guskara Municipality respectively. Last date of bid submission of e-tenders is 23.09.2024 up to 12.00 PM. For detail visit **www.wbtenders.gov.in**, **guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

Office of the GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 10/2024-25 & 11/2024-25
Publishing & Bid Submission Start Date: **4/9/2024 from 3.00 PM**. Bid Submission Closing Date: **12/9/2024 upto 12.00 PM**
Bid Opening Date: **14/9/2024 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/N.I.T.-22/2024-2025
Memo No. 1671/PWD/BM/2024-25, Date:- 05.09.2024
Name of the Work : 11 (Eleven) no. total works (Sl. 1-11) Construction CC road, Drain and other civil works in ward no. 7, 10, 14 under Bolpur Municipality. Last Date-of Submission 14.09.2024, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

E-TENDER
Sealed E-Tender vide **"NIT No. 03/Nalhati/2024-2025 to NIT No. 18/Nalhati/2024-2025, Dated: 02.09.2024"** (16 Nos.) are hereby invited from the bonafide, resourceful and experienced Contractor for **"Construction of Masonry Dug Well of 3.60 M. internal Dia & Depth 9.150 M. Location : Dubrajpur, District-Birbhum.", a) Tender Value of each Dug Well :** Rs. 3,57,552.00 **b) Downloading of Bidding documents from E-procurement Portal :** 06.09.2024 at 10:00 Hrs. and **c) Last date of application :** 25.09.2024 up to 18:30 Hrs. For details visit : **www.wbtenders.gov.in**
Deputy Project Officer
WBCADC, Nalhati-I Project

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 1st Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-08/2024-25, Sl. 1-2, Date- 04.09.2024 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-09/2024-25, Sl.-1, Date- 05.09.2024. Bid Submission Start Date : **05.09.2024 (NIT-08), 06.09.2024 (NIT-09) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **11.09.2024 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **13.09.2024 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি, ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ০২ টি ঢালাই রাস্তা 5th SFC ফাণ্ড হইতে এবং ০১ টি ঢালাই রাস্তা 15th CFC ফাণ্ড হইতে নির্মান করার জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে যার নোটিশ নং 05/HGP/24-25. যার মোট টেণ্ডার মূল্য 6,75,000/= আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য- **https//wbtenders.gov.in** এবং অফিসের নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করুন।
স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

Abridged form of e-NIT-12/RAIPUR/2024-25
Circulation memo **no-524(3)/ RGP/ 2024 dated-04.09.2024**, Online applications are hereby invited from intending bidders for 3(Three) nos works under Raipur Gram Panchayat. Last date of application **13.09.2024 upto 1.00 PM.** Other details may be seen from **"http://wbtenders.gov.in"** & office Notice Board.
(M) 8145245517
Sd/- Prodhan,
Raipur G.P Domkal, Murshidabad

OFFICE OF THE GUMA II GRAM PANCHAYAT
(Under Habra- II Panchayat Samity, North 24 Parganas)
5 (Five) nos E-tender has been invited for the work **Tender ID 2024_ZPHD_744177_1, 2024_ZPHD_744177_2, 2024_ZPHD_744197_1, 2024_ZPHD_744197_2, 2024_ZPHD_744197_3** UNDER GUMA II GP." Under 15TH SFC & 5th FC Tender notice Dated : **04/09/2024, Last Date : 11/09/2024 , Tender Open Date: 17/09/2024**
Sd/-
Pradhan
Guma II Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্র. নং.ঃ ১। **টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৩৫-২০২৪-২৫, তারিখঃ** ০৩.০৯.২০২৪। **কাজের বিবরণ ঃ** কৃষ্ণনগর-লালগোলা শাখায় এলসি গেট নং ৮৫/ই, ৮৭/ই, ১১২/ই, ১১৩/ই, ১১৬/ই, ১১৭/ই, ১১৮/ই, ১২৪/ই, ১৪৩/ই এবং ১৬২/ই-তে রুফ কভারড আরসিসি ইউ ট্রাফ সমেত আরসিসি বক্স দ্বারা সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (এলএইচএস) নির্মাণের দ্বারা প্রহরাযুক্ত/প্রহরাবিহীন লেভেল ক্রশিং (এলসি) গেটসমূহ অপসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৪,০৪,৭০০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৪৮,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি - ১১৩৬-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ** ০৩.০৯.২০২৪। **কাজের বিবরণ ঃ** "আরআরসি- পূর্ব রেলওয়ের নতুন কার্যালয়, ১২তম তল - নারকেলডাঙ্গা কোচিং ইয়ার্ড বিল্ডিং, ১৪ স্ট্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এর বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর" পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,১১,৮৭২.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২৮,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৯.২০২৪ দুপুর ২ টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৯.২০২৪ দুপুর ২ টোর পর। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১০.০৯.২০২৪ তারিখ। বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www. ireps.gov.in**।
SDAH-177/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 77/2024-25 & Memo No.: 1060, Date: 05.09.2024,** for **04 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **17.09.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

KAMRA GRAM PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: KGP/791/**2024**, KGP/792/**2024**, **Date :- 23/08/2024** At different place within at KAMRA Gram Panchayat. Last date of online submission is 11.09.2024. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Kamra Gram Panchayat
B/Budge II, South 24 Parganas

Office of the GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeQ No: 12/2024-25
Publishing & Bid Submission Start Date: **5/9/2024 from 2.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **12/9/2024 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **14/9/2024 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Office of the GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 09(2ND CALL)/2024-25
Publishing & Bid Submission Start Date: **5/9/2024 from 5.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **12/9/2024 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **14/9/2024 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Bondul-1 Gram Panchayat
Burdwan-1 Panchayat Samity
Bhandardihi :: Purba Bardhaman
NOTICE INVITING E-TENDER
E-NIT NO:- 05/BON-1/2024-25 & 06/BON-1/2024-25, DTD:- 03/09/2024 (5TH SFC TIED & UNTIED) 1 NO. OF COVER DRAIN WORKS & 2 NOS. C.C. ROAD IS HEREBY INVITED BY THE PRODHAN, BONDUL-1 GP FROM BONAFIED & ELIGIBLE RESOURCEFULL AGENCY. LAST DATE OF ONLINE BID SUBMISSION AT E-TENDER PORTAL **17/09/2024 UP TO 11.00A.M.** FOR MORE DETAILS PLEASE CONTACT AT GP OFFICE OR MAY VISIT **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/-
Prodhan
Bondul-1 Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া পৌর সংস্থা -"বিভিন্ন ইউএইচ এবং ডব্লুসি এবং পলিক্লিনিকে এক বছরের জন্য (২য় কল) ক্লারিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ক্লিনিং স্টাফ সরবরাহে" কাজের জন্য প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত - সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিগিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর বিভাগীয় অফিস ওয়েবসাইট **https://www.wbtender.gov.in** থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : ২১.০৯.২০২৪, সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
টেন্ডার নোটিশ নং **WB-HMC/TN/HEALTH/127/24-25** তারিখ ০৩.০৯.২০২৪
টেন্ডার আইডি : **2024_MAD_743884_1**
৫৩(৩)/২৪-২৫
৫.৯.২৪
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur, P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum, Pin-731216 Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.- WB/BIR/MAY1/KAN/32/2024-25** dated **04/09/2024** bid submission date is **05/09/2024 from 5:00 PM** onwards to Last date **17/09/2024 till 5.00 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Kanachi Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 98 to 103/2024-2025, Dated. 05-09-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Coochbehar, Burdwan, Paschim Medinipur, Purba Medinipur and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **06-09-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **20-09-2024 upto 3.00 pm**
Date: 05.09.2024 Sd/- Executive Engiueer

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/255/24-25 Dated 02.09.2024	Construction of concrete road with surface drain of length-520 m & Width-1.9 m at Ashok Nath Sastri Road bylane from house of Ashok Pal to house of Bapi Mondal & house of Nimai Ghosh to Sudarshan Halder at ward no-18 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 35,51,152.00
WBMAD/ULB/RSM/265/24-25 Dated 03.09.2024	Construction of concrete road with surface drain of length-570 m & Width-1.9 m at D.N Street 2nd lane from house of Gour Ghosh to house of Laltu Sardar at ward no-18 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 38,92,637.00
WBMAD/ULB/RSM/266/24-25 Dated 03.09.2024	Construction of concrete road with surface drain of length-200 m & Width-1.9 m & Length-180 m & Width-2.5 m at T.G. Road bylane from Rabi Sarma's Lane & house of Dipak Sau to Dipak Raut at ward no-18 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 27,43,660.00

Bid Submission end date: **21.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

দলীপে টেপ লাগানো জার্সি পরে শুভমন, দেখা যাচ্ছে না নম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশ সিরিজ়ের আগে প্রস্তুতির ভাল মঞ্চ দলীপ ট্রফি। জাতীয় দলে খেলা অনেক ক্রিকেটার খেলছেন সেখানে। তাঁদের মধ্যেই অন্যতম শুভমন গিল। ভারত এ দলের অধিনায়ক তিনি। প্রতিযোগিতার প্রথম দিন দেখা গেল, জার্সিতে টেপ লাগিয়ে খেলছেন তিনি। কেন এমন করলেন শুভমন।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বা শুভমন এই বিষয়ে কিছু না বললেও যত দূর জানা গিয়েছে, তাঁর জার্সি না থাকার ফলেই এই সমস্যা হয়েছে। কোনও কারণে নিজের ৭৭ নম্বর জার্সি পাননি শুভমন। সেই কারণে কোনও সতীর্থের জার্সি পরে খেলছেন তিনি। প্রতিটি জার্সির পিঠে নম্বর লেখা রয়েছে। সেই কারণেই একটি টেপ দিয়ে সেই নম্বর ঢেকে দিয়েছে শুভমন, যাতে কোনও বিভ্রান্তি না হয়।

ভারতীয় দলে অনূর্ধ্ব ১৯ স্তর থেকে ৭৭ নম্বর জার্সি গায়ে খেলেন শুভমন। তার প্রধান কারণ, ৭ নম্বরের প্রতি তাঁরা ভালবাসা। কিন্তু ভারতীয় দলে ৭ নম্বর জার্সি পরে খেলতেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ভারতের হয়ে তিনটি আইসিসি ট্রফি জেতা অধিনায়কের অবসরের পরে ৭ নম্বরের জার্সি আর কাউকে দেওয়া হয় না। সেই কারণে, শুভমনও সেই নম্বর পাননি। তাই, ৭৭ নম্বর জার্সি পরেই খেলেন তিনি।

১৯ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরু ভারতের। রোহিত শর্মার নতুন সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে শুভমনকে। তাই তাঁর খেলা পাকা। তবে ওপেন হয়তো করতে পারবেন না তিনি। রোহিতের সঙ্গে যশস্বী জয়সওয়ালকে দেখা যাবে ওপেনারের ভূমিকায়। তিন নম্বরে ব্যাট করবেন শুভমন। চেতেশ্বর পুজারার পরে সেই জায়গা ফাঁকা রয়েছে। লাল বলের ক্রিকেটে পাকাপাকি ভাবে ভারতের তিন নম্বর ব্যাটার হিসাবে শুভমনকে তৈরি করতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। তার আগে দলীপে প্রস্তুতি সেরে নিতে চাইছেন শুভমন।

আইপিএলে চুমু ছুড়ে শাস্তি পেয়েছিলেন

দলীপেও সেই একই কাজ করলেন কেকেআরের হর্ষিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাস্তির পরেও বদলালেন না হর্ষিত রানা। আইপিএলে উইকেট নিয়ে ব্যাটারকে চুমু ছুড়ে শাস্তি পেয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলার। এক ম্যাচে নির্বাসিত করা হয়েছিল তাঁকে। তার পরেও দলীপ ট্রফিতেও সেই একই কাজ করতে দেখা গেল তাঁকে।

দলীপে ভারত ডি-র হয়ে খেলছেন হর্ষিত। প্রথম দিন ভারত সি-র বিরুদ্ধে ভাল বল করেন তিনি। প্রথম চার ওভারে কোন রান না দিয়েই ২ উইকেট নেন তিনি। প্রথমে সাই সুদর্শনকে আউট করেন তিনি। পরে ভারত সি-র অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে ৫ রানে ফেরান হর্ষিত। তার পরেই দেখা যায়, রুতুরাজ যাওয়ার সময় চুমু ছুড়ছেন হর্ষিত। তাতে অবশ্য রুতুরাজ বিরক্ত হননি।

আইপিএলের গত মরসুমে একই কাজ করতে দেখা গিয়েছিল কেকেআরের পেসারকে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটার মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে আউট করে তাঁর উদ্দেশে চুমু ছুড়েছিলেন হর্ষিত। ব্যাপারটি ভাল ভাবে নেননি মায়াঙ্ক। তার পরেই হর্ষিতকে শাস্তি পেতে হয়। এক ম্যাচ নির্বাসিত করা হয় তাঁকে। তাতে অবশ্য তাঁর খেলার মানসিকতা বদলাবে না বলে জানিয়েছিলেন হর্ষিত।

আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে একটি সাক্ষাৎকারে হর্ষিত বলেছিলেন, তএটাই আমার খেলার ধরন। আমি এ ভাবেই বরাবর খেলে এসেছি। মাঠের বাইরে অনেক মজা করি। কিন্তু খেলতে নামার পর আমি কাউকে এক ইঞ্চি জায়গাও দিই না। আমি তো আর মাঠে বন্ধুত্ব করতে আসিনি। প্রথম ওভারে ১৬ রান দিয়েছিলাম। ছক্কা খেলে তো আর হাসব না। আত্মসম্মানে ধাক্কা লাগে। পরের ওভারে উইকেট নিয়ে তাই উল্লাস করেছিলাম। সেই কারণে শাস্তি পেয়েছি। কিন্তু আমার ধরন বদলাবে না। এর পরেও করব।

আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে মাঠে কেকেআরের মালিক শাহরুখ খানকে দেখা যায় হর্ষিতের মতো চুমু ছুড়ে উল্লাস করছেন। পরে ট্রফি জিতে গোটা দল ওই কায়দায় উল্লাস করে। নির্বাসিত হওয়ার পরে শাহরুখ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন হর্ষিত। তিনি বলেছিলেন, তনির্বাসিত হওয়ার পরে দুঃখ পেয়েছিলাম। সেই সময় শাহরুখ ভাই আমাকে এসে বলেছিল, চিন্তা কোরো নায় ট্রফি জিতে সবাই এই ভাবে উল্লাস করব। শাহরুখ ভাই নিজের কথা রেখেছে।দ আরও এক বার সেই একই কাজ করলেন কেকেআরের পেসার।

পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে স্বজনপ্রীতি এবং পক্ষপাতের অভিযোগ, পদত্যাগ করলেন কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পদত্যাগ করলেন শাবির আহমেদ। পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচ ছিলেন। কিন্তু শাবিরের অভিযোগ পাকিস্তানের ক্রিকেটে স্বজনপ্রীতি এবং পক্ষপাত রয়েছে। সেই কারণেই তিনি পদত্যাগ করলেন।

শাবির দেরা গাজি খান অঞ্চলের প্রধান কোচ ছিলেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তপাকিস্তানের ক্রিকেটে উন্নতি সম্ভব নয়। এখানে যোগ্যতার বিচারে ক্রিকেটার নেওয়া হয় না। আঞ্চলিক পর্যায়ের ক্রিকেটে স্বজনপোষণ হয়। পক্ষপাত করেন ক্রিকেট কর্তারা।দ

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ০-২ ব্যবধানে হেরে যায় পাকিস্তান। তা নিয়ে একটুও অবাক নন শাবির। তিনি বলেন, তযে কোচেরা সত্যি কাজ করতে চান, তাঁরাও পারেন না। তাঁদের কাজ করতে দেওয়া হয় না।দ

আইসিসির ক্রমতালিকায় পাকিস্তান এখন অষ্টম স্থানে। বুধবার যে ক্রমতালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৭৬ পয়েন্ট পেয়েছে পাকিস্তান। ১৯৬৫ সালের পর এত কম পয়েন্টে কখনও নেমে যায়নি তারা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ০-২ ব্যবধানে সিরিজ হারের পরেই টেস্টের ক্রমতালিকায় অবনতি পাকিস্তানের। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগে ষষ্ঠ স্থানে ছিল পাকিস্তান। প্রথম টেস্টে শান মাসুদেরা হেরে যান ১০ উইকেটে। দ্বিতীয় টেস্টে ৬ উইকেটে হেরে যান তাঁরা। দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশ এক সময় ২৬ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছিল। সেখান থেকে লিটন দাসের শতরানে ভর করে ম্যাচ জিতে নেয় তারা। সেই হারের পর ৭৬ পয়েন্টে নেমে গিয়েছে পাকিস্তান।

৬ ফুট ৭ ইঞ্চির হালকে দেখবে ক্রিকেটবিশ্ব? শ্রীলঙ্কা কষছে রুটকে আটকানোর অঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়মরক্ষার টেস্টে ইংল্যান্ড দলে জস হাল। ২০ বছরের তরুণ পেসারের অভিষেক হবে শুক্রবার। বাঁহাতি পেসারের উচ্চতা ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি। তাঁকে সামলাতে শ্রীলঙ্কার ব্যাটারদের সমস্যা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্য দিকে, শ্রীলঙ্কা প্রস্তুতি নিচ্ছে জো রুটকে আটকানোর।

শেষ টেস্ট ওভালে। প্রথম দু'টি টেস্টে হেরে গিয়েছে শ্রীলঙ্কা। তাই শেষ টেস্টটি নিছকই নিয়মরক্ষার। সেই ম্যাচে দলের তরুণ বোলারকে খেলিয়ে দেখে নিতে চাইছে ইংল্যান্ড। দল ঘোষণার আগের মুহূর্তেও হাল জানতেন না যে, তিনি প্রথম একাদশে সুযোগ পাবেন। অধিনায়ক অলি পোপ নেটে হালের বিরুদ্ধে ব্যাট করেছেন। তিনি বলেন, তখুব ভাল বল করে ও। আমার মনে হয় ও মাঠে নামার জন্য তৈরি।দ

১৮ মাস আগেও হাল স্ট্যামফোর্ড স্কুলে পড়াশোনা করছিলেন। নর্দাম্পটনশায়ারে লেস্টারশায়ার অ্যাকাডেমিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। দু'সপ্তাহ আগে মার্ক উডের পরিবর্তে দলে নেওয়া হয় হালকে। পোপ বলেন, তপ্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়াটাই হালকে আত্মবিশ্বাস দেবে।দ অবসরের পর ইংল্যান্ড দলে বোলিং পরামর্শদাতা হিসাবে যোগ দিয়েছেন জেমস অ্যান্ডারসন। তিনিও নেটে হালের বোলিং দেখে মুগ্ধ। এখন দেখার মাঠে নেমে হাল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কতটা নজর কাড়তে পারেন।

অন্য দিকে, শ্রীলঙ্কার চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছেন রুট। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক টেস্টে ৩৪টি শতরান করে ফেলেছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে চারটি ইনিংসে তিনি যথাক্রমে ৪২, ৬২, ১৪৩ এবং ১০৩ রান করেছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে টেস্টে তাঁর গড় ৬৭.৫৫। দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনি ১৮৬ এবং ২২৮ রানের বড় ইনিংস খেলেছিলেন গত সিরিজ়ে। শেষ টেস্টে তাঁকে আটকাতে চাইছে শ্রীলঙ্কা।

শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক এবং অভিজ্ঞ ব্যাটার দিমুথ করুণারত্নে বলেন, তআমরা রুটের বিরুদ্ধে বেশ কিছু কৌশল নিয়েছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয় রুটের ইনিংসগুলো। ওর সঙ্গে থাকা বাকি ব্যাটারেরা আমাদের বিরুদ্ধে খুব বেশি রান করতে পারেনি। তাই রুটকে আউট করতে পারলেই অনেকটা কাজ হয়ে যাবে। আমরা রুটের পুরনো ইনিংস দেখছি। কী ভাবে আউট হয়েছে তা দেখেছি। এই ধরনের পিচে রুট কী ভাবে খেলে সেটাও দেখেছি। সেই অনুযায়ী আমাদের নতুন পরিকল্পনা করতে হবে। শুক্রবার ইংল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা টেস্ট শুরু ভারতীয় সময় দুপুর ৩.৩০ থেকে। সোনি নেটওয়ার্ক এবং সোনি লিভ অ্যাপে দেখা যাবে ম্যাচ।

ডক্টর মঈনুদ্দিন বিন মাকসুদের হাত ধরে সাফল্যের দিকে আরও একধাপ এগোলো শতাব্দী প্রাচীন অ্যালবার্ট ক্লাব। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে তার সাফল্যের কথা গড়ের মাঠে কারোরই অজানা নয়। বিগত কয়েক বছরে কলকাতা ময়দানে ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে সকলের নজর কেড়েছেন তরুণ তুর্কি ডক্টর মঈনুদ্দিন বিন মাকসুদ। এবার অ্যালবার্ট ক্লাবকেও পুরানো বছরের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে নতুন উদ্যোমে সাফল্য এনে দিতে মরিয়া তিনি। শুরু হতে চলেছে সিএবির ২০২৪ এর মরসুম। এরমধ্যেই নিজেদের ঘর গোছাতে শুরু করে দিয়েছে ময়দানের ক্লাবদলগুলো। এবার সিএবির দ্বিতীয় ডিভিশনের মরসুমের জন্য নিজেদের দল তৈরি করে নিল শতাব্দী প্রাচীন অ্যালবার্ট ক্লাব। বুধবার তাদের ক্লাব তাঁবুতে প্রথমে তাদের দলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন ক্লাবের কর্মকর্তারা। এর পর সিএবিতে গিয়ে নিয়ম মত সই করান হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি সুভাষ আগরওয়াল, সচিব ডক্টর মঈনুদ্দিন বিন মাকসুদ ও ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা অচিন্ত কুমার ঘোষ। এ'বছর অ্যালবার্ট ক্লাব তাঁদের কোচিং-এর ব্যাটিং তুলে দিয়েছে অভিজ্ঞ কোচ ও প্রাক্তন ক্রিকেটার কৃষ্ণেন্দু পালের হাতে । অভিজ্ঞ ও নতুন খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এ বছরের দল। এবার তাদের অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জীকে। দলে সই করেছেন মহম্মদ আলম , অরিজিৎ দত্ত , সৌম্যজিৎ খাসকেল , রবি কুমার , অরিত্র রয় , রুদ্রনীল দাঁ। চ্যাম্পিয়ন হয়ে এ বছর প্রথম ডিভিশনে ওঠার ব্যাপারে আশাবাদী অ্যালবার্ট ক্লাবের কর্মকর্তারা ।

কলকাতা লিগে মোহনবাগানকে হারাল কালীঘাটও

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিন দিন আগে লখনউয়ের মাঠে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছিল মোহনবাগান। কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের লড়াই থেকে বিদায় নিলেও ডার্বি জিতে সমর্থকদের আনন্দ দিয়েছিল দল। কিন্তু কলকাতায় ফিরে আবার হারের মুখ দেখল মোহনবাগান। কলকাতা লিগে এ বার কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন ২-১ গোলে হারাল বাগানকে।

ব্যারাকপুরের মাঠে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ে মোহনবাগান। ৩৫ মিনিটের মাথায় হোরামের গোলে এগিয়ে যায় কালীঘাট। আরও এক বার প্রকাশ পায় বাগান ডিফেন্সের হতশ্রী অবস্থা। কোনও ডিফেন্ডার আটকানোর চেষ্টাই করেননি হোরামকে। পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বাগান।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পেনাল্টি পায় মোহনবাগান। গোল করতে ভুল করেননি আদিল আবদুল্লা। সমতা ফেরায় বাগান। কিন্তু তার পরেও বাগানের খেলায় তেমন ঝাঁজ লক্ষ্য করা গেল না। ৭০ মিনিটের মাথায় সৈকত গোল করে আবার এগিয়ে দেন কালীঘাটকে। আর ফিরতে পারেনি বাগান। ১-২ গোলে হারে তারা।

এ বারের কলকাতা লিগে মোহনবাগানকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে ধারাবাহিকতার অভাব। কোনও ম্যাচে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে তারা। তো পরের ম্যাচেই জঘন্য ফুটবল খেলে হেরেছে। তার ফলেই সুপার সিক্সে উঠতে পারেনি ডেগি কার্ডোজ়োর দল। তবে গ্রুপের শেষ দুই ম্যাচ জিতলে কিছুটা সম্মানজনক বিদায় হত সবুজ-মেরুনের। সেটাও হল না। আরও লজ্জা পেতে হল বাগানকে।

প্রথম বার আইএসএলে মহমেডান, আত্মবিশ্বাসী কোচ এবং অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বারের আইএসএলে প্রথম বার খেলবে মহমেডান। আইলিগ জিতে আইএসএলে উঠে এসেছে তারা। আত্মবিশ্বাসী কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। বুধবারের অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন অধিনায়ক সামাদ আলি মল্লিকও। সেই সঙ্গে ছিলেন জোসেফ আদজাই এবং জোডিংলিয়ানা রালতে। তাঁরা সকলেই আইএসএলে ভাল ফল করা নিয়ে আশাবাদী।

বুধবার কোচ চেরনিশভ বলেন, তগত মরসুমে আমরা খুব ভাল খেলেছি। আইলিগ জিতেছি। সমর্থকদের জন্য খুশি। এই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ওঁরা।দ অধিনায়ক সামাদ বলেন, তভাল দল হয়েছে। অনেক সমর্থক আসবেন মাঠে। দুটো বড় ম্যাচ রয়েছে।দ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং ইস্টবেঙ্গল আগে থেকেই আইএসএলে খেলছে। এ বার তাদের সঙ্গে যোগ হল মহমেডান।

দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হলেও কিছুটা সাবধানী চেরনিশভ। তিনি বলেন, তসব ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। কিন্তু সমর্থকদের সামনে এটা প্রমাণ করতে চাই যে, আমরা ভাল দল। সাহস দেখাতে হবে। জানি আইএসএল যথেষ্ট কঠিন প্রতিযোগিতা। আমাদের অনেক মনোযোগ দিয়ে খেলতে হবে। প্রতি মুহূর্তে ১০০ শতাংশ দেওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে।দ

আইএসএলে মহমেডানের প্রথম ম্যাচ নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। ১৬ সেপ্টেম্বর সেই ম্যাচ হবে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে। এই মরসুমে আইএসএলে সেটাই মহমেডানের ঘরের মাঠ।

তিরন্দাজিতে ব্রোঞ্জ হাতছাড়া হরবিন্দর-পূজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রোঞ্জ হাতছাড়া ভারতের হরবিন্দর সিং ও পূজার। মিক্সড রিকার্ভে তাঁরা হারলেন স্লোভেনিয়ার জুটির কাছে। ৪-৪ ব্যবধানে পর শুট অফে হারেন তাঁরা।

জুডো ভারতের ঝুলিতে আরও একটা পদক। এবার ব্রোঞ্জের সাফল্য এনে দিলেন কপিল পারমার। পুরুষদের ৬০ কেজি জ্ঝ১ বিভাগে তিনি হারালেন ব্রাজিলের প্রতিপক্ষকে। ভারতকে জুডোয় পদক এনে দেওয়া প্রথম প্রতিযোগী হলেন কপিল। তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**